পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 63 Sunday, 2 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৬৩ সংখ্যা ❋ ১৯ মাঘ ১৪৩১, রবিবার, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিশ্বে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতি ঃ নির্মলা

আয়কর লাগবে না ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে বাজেটে মধ্যবিত্তর জন্য বড় ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতি। শনিবার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করে এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। কেন্দ্রীয় বাজেটে বড় ঘোষণা করলেন নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেছেন, ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও কর লাগবে না। এই ঘোষণা করে বাজেটে মধ্যবিত্তদের স্বস্তি দিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। নির্মলা ঘোষণা করেছেন, আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও কর লাগবে না। নির্মলা বলেছেন, মধ্যবিত্তরা অর্থনীতিতে শক্তি যোগায়। তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, আমরা পর্যায়ক্রমে করের বোঝা কমিয়েছি। আমি এখন ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও আয়কর থাকবে না। তিনি বলেছেন, কিসান ক্রেডিট কার্ডে ঋণ নেওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে। তিন লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে তা পাঁচ লক্ষ করা হবে। বাজেট পেশের সময় নির্মলা সীতারমন বলেন, মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হবে। আট কোটি মহিলা, এক কোটি সদ্য মা হওয়া মহিলা এবং ১৮ লক্ষ পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ পুষ্টি প্রকল্পের ঘোষণা করলেন নির্মলা। সরকারি সেকেন্ডারি স্কুলগুলিতে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা যুক্ত করা এবং আইআইটির সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের কথাও ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আগামী পাঁচ বছরে ৭৫ হাজার আসন বৃদ্ধির ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর। আগামী বছর বৃদ্ধি করা হবে ১০ হাজার আসন। পাশাপাশি, সমস্ত জেলা হাসপাতালে ক্যান্সার সেন্টার তৈরির কথা জানালেন নির্মলা। ৩ বছরে মোট ২ হাজার ক্যান্সার সেন্টার তৈরি হবে। বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে আত্মনির্ভর ভারতের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। বিহারের জন্য মাখানা বোর্ড গঠনের কথা বলা হয় এদিন। বলা হয়, মাখানা উৎপাদন আরও বাড়াতে জোর দেওয়া হবে। নির্মলা সীতারমন বলেন, বিহারের মানুষের জন্য

একটি বিশেষ সুযোগ রয়েছে। মাখানার উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনের উন্নতির জন্য রাজ্যে মাখানা বোর্ড গঠিত হবে। এই বোর্ড কৃষকদের সহায়তা প্রদান করবে এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধাগুলি পাওয়ার জন্য কাজ করবে। উল্লেখ্য, চিরাচরিত বই-খাতা নয়, ২০২৫-এও ট্যাবে বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার আগে মন্ত্রকের বাইরে ' পরিবর্তে ট্যাব হাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলাকে। মন্ত্রক থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে যান নির্মলা। অর্থমন্ত্রীকে নিজে হাতে দই-চিনি খাইয়ে দেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। এরপর বেলা এগারোটা নাগাদ বাজেট পেশ করেন নির্মলা। এদিন শিক্ষা ক্ষেত্রে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য ৫০০ কোটি বিনিয়োগের কথা বলা হয়। এআইয়ের জন্য উকর্ষ কেন্দ্র তৈরি হবে বলেও জানানো হয়। নির্মলা সীতারমন বলেন, ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এছাড়াও তিনি বলেন, সরকার ১০ বছরে চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ, ১.১ লক্ষ ইউজি এবং পিজি আসনের দিকেও নজর দেবে। আগামী বছর চিকিৎসা শিক্ষায় অতিরিক্ত ১০ হাজার আসন যোগ করা হবে বলেও জানান তিনি। উল্লেখ্য, চিরাচরিত বই-খাতা নয়, ২০২৫-এও ট্যাবে বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। কেন্দ্রীয় বাজেটে 'জল জীবন মিশন' প্রকল্প ২০২৮ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এছাড়াও দেশে নতুন ১২০টি বিমানবন্দর তৈরির ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তার মধ্যে বিহারে তিনটি নতুন বিমানবন্দর তৈরির ঘোষণা করা হয়েছে। বাজেট পেশ করে নির্মলা জানালেন, হকারদের জন্য ইউপিআই লিঙ্ক করা ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে। শহর পুনর্নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হবে এক লক্ষ কোটি। ছোট মডিউলার নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টারের জন্য বরাদ্দ ২০ হাজার কোটি টাকা। ২০৩০ সালের মধ্যে ওই নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টারগুলি তৈরি করা হবে। আগামী সপ্তাহেই সংসদে পেশ হবে নতুন আয়কর বিল। শনিবার, ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট বক্তৃতায় সে কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আয়করের নতুন আইন তৈরি হলে করদাতারা যথেষ্ট সুরাহা পাবেন বলে স্পষ্ট করেছেন তিনি। বিমায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বেড়ে ১০০ শতাংশ করা হবে বলেও ঘোষণা নির্মলার। ক্যানসার-সহ দুরারোগ্য রোগের জন্য ব্যবহৃত ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধে উঠে গেল শুল্ক। বাজেট পেশের সময় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। পাশাপাশি, ৬টি জীবনদায়ী ওষুধে ৫ শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেন তিনি। লিথিয়াম ব্যাটারিতেও শুল্ক ছাড়ের ঘোষণা। এদিন পর্যটন ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে রয়েছে, ৫০টি পর্যটন ক্ষেত্রে পার্টনারশিপ মডেলে উন্নয়ন, হোম স্টে-র জন্য দেওয়া হবে মুদ্রা লোন, পর্যটকদের ভাল অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রাজ্যগুলিকে ইনসেনটিভ, কিছু কিছু পর্যটন ক্ষেত্রে হবে ভিসা-ফ্রি, বুদ্ধদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত জায়গাগুলির ক্ষেত্রে পর্যটনে গুরুত্ব, মেডিক্যাল ট্যুরিজম প্রোমোট করা হবে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী। উল্লেখ্য, চিরাচরিত বই-খাতা নয়, ২০২৫-এও ট্যাবে বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার আগে মন্ত্রকের বাইরে ' পরিবর্তে ট্যাব হাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলাকে। মন্ত্রক থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে যান নির্মলা। অর্থমন্ত্রীকে নিজে হাতে দই-চিনি খাইয়ে দেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। এরপর বেলা এগারোটা নাগাদ বাজেট পেশ করেন নির্মলা।

ভোট বলেই বিহারের ঝুলি পূর্ণ, এবারও বঞ্চিত বাংলা', বাজেট নিয়ে তোপ অভিষেকের

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ তৃতীয় মোদি সরকারের বাজেটে বাংলার জন্য কী কী বরাদ্দ, স্বাভাবিকভাবেই সেদিকে নজর ছিল সকলেরই। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বাজেট পেশ করতেই দেখা গেল, বাংলার ঝুলি একেবারে শূন্য। তবে এটা লক্ষ্য করা গিয়েছে, যে ভোটমুখী বিহারের জন্য রয়েছে একাধিক ঘোষণা। চলতি বছর নির্বাচন বলেই বিহারকে এই 'এই বাজেট ইস্যুতে মোদি সরকারকে তোপ দেগে এমনই মন্তব্য করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও বললেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলা বঞ্চিত, আগেও ছিল, এবারের বাজেটেও ফের তা প্রমাণিত।

শনিবার সকালে ঘড়ির কাঁটায় ১১ টায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বাজেট পেশ করেন। সাকুল্যে ১ ঘণ্টা ১৬ মিনিটের ভাষণ। আর তা নিয়ে চর্চা দেশজুড়ে। এবারের বাজেটে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কর ছাড়, এমএসএমই (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প) বৃদ্ধিতে নতুন ঋণ প্রকল্প-সহ একাধিক ঘোষণা করা হয়েছে। বিহারের জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফুড টেকনোলজি, বিমানবন্দর-সহ একাধিক ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। পাশাপাশি বিহারের মাখানা চাষিদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ বোর্ড গঠনের কথাও বলেছেন তিনি। অর্থাৎ বিহারকে দুহাত ভরে দিয়েছে মোদি সরকার। এদিকে বাংলার পাওনা একেবারে শূন্য। তা নিয়েই ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেককের কথায়, যখন বাংলায় বিজেপির ১৮ জন সাংসদ ছিলেন সেই সময়ও বাংলা বঞ্চিত ছিল। এখন ১২ জন সাংসদ, এখনও পরিস্থিতি সেই একই। বাংলার জন্য বরাদ্দ বলতে কিছুই নেই। এরপরই বিহারের বরাদ্দের পিছনে ভোটবাক্স বলেই দাবি করলেন অভিষেক। তিনি বলেন, আগেরবার অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারের জন্য ভাবা হয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের ভোট মিটে গিয়েছে। সামনে বিহারের নির্বাচন। সেই কারণেই বিহারকে এই উপহার। তবে আয়ে কর ছাড় প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে চাননি অভিষেক। বাজেট পুরোপুরি পড়ার পর এবিষয়ে যা বলার বলবেন বলেই জানিয়েছেন তিনি। তার আগে তিনি কিছুই বলতে পারবেন না। আর এটা বলাও ঠিক হবে না।

'গুলির ক্ষতে ব্যান্ডেডের তাপ্পি', কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র সমালোচনা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৫-২৬ কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, এই বাজেট আসলে ' বড়ি খাড়া' ও ' বড়ি থোড়'। ব্যাপক সমালোচনার মাঝেই এবার বাজেট নিয়ে মুখ খুললেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বাজেটের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ' বাজেট আসলে গুলির ক্ষতে ব্যান্ডেডের তাপ্পি।' বাজেট ঘোষণার পর শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে এই বাজেটের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধী লেখেন, ' অনিশ্চয়তার মাঝে সংকট দূরীকরণে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থায় ব।স। পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই সরকার ভাবনাচিন্তা, ও আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনার জায়গায় সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়ে হয়ে গিয়েছে। সাম্প্রতিক বাজেট তারই নিদর্শন। এটা অনেকটা গুলির ক্ষত সারাতে ব্যান্ডেডের তাপ্পি দেওয়ার মতো।' শনিবার সংসদে বাজেটে পড়ার সময় উন্নয়নের চার শক্তিশালী ইঞ্জিনের কথা তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। যেগুলি হল, কৃষি, এমএসএমই, বিনিয়োগ ও বিকাশ। তবে কেঃদ্রের এই চার কাল্পনিক ইঞ্জিনকে তীব্র কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস। এক্স হ্যান্ডেলে কংগ্রেস মহাসচিব জয়রাম রমেশ বলেন, 'কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এদিন চার ইঞ্জিনের কথা বলেছেন। তবে সমস্যা হল, এতগুলি ইঞ্জিনের কারণে গা।ি আসলে লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, ' সিং যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন ' লায়বিলিটি অফ নিউক্লিয়ার ড্যামেজ অ্যাক্ট' চালু করেছিলেন। এরপর অরুণ জেটলির নেতৃত্বে এই আইন ধাক্কা খায়। আর এখন ট্রাম্পকে খুশি করতে এই আইনে সংশোধনের ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী।'

উল্লেখ্য, এবারের বাজেটে কেন্দ্রের সবচেয়ে বড় চমক ছিল ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কর ছাড়ের ঘোষণা। তবে এই সিদ্ধান্তকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি কংগ্রেস। দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ' ইঁদুর খেয়ে বিড়াল এবার হজে যাচ্ছে। গত ১০ বছর ধরে এই মোদি সরকার মধ্যবিত্তের থেকে ৫৪.১৮ লক্ষ কোটি টাকা উশুল করেছেন। এবার ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়করে ছা। দিচ্ছেন। এদিকে অর্থমন্ত্রী বলছেন, এর ফলে প্রতিবছর ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত রেহাই পাওয়া যাবে। অর্থা মাসে ৬৬৬৬ টাকা। গোটা দেশ যখন বেকারত্বের সমস্যায় জর্জরিত তখন মিথ্যে হাততালি কু।োতে মাঠে নেমেছেন এই সরকার।'

বাজেটে ক্যানসারের বিরুদ্ধে জেহাদ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ দিন যত যাচ্ছে বিশেষজ্ঞদের মতে ততই বাড়ছে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা। নিঃশব্দ অতিমারির চিকিৎসায় বিপুল টাকা খরচ হয়। ওষুধ কিনতে গিয়েও বিপাকে পড়েন রোগীর পরিবারের লোকজন। ওষুধ কিনতে গিয়ে মধ্যবিত্ত কার্যত সর্বস্বান্ত হয়ে যান। তবে তা সত্ত্বেও বহুক্ষেত্রে প্রিয়জনকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। শনিবারের বাজেটে যেন ক্যানসারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল কেন্দ্র সরকার। ক্যানসার-সহ একাধিক মারণরোগের ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধে ১০০ শতাংশ কর ছাড়ের কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এছাড়া বাজেটে ৬টি জীবনদায়ী ওষুধে ৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। বলে রাখা ভালো, গত বছরের শেষদিকে চোখের ছানি, অ্যাজমা, যক্ষা, থ্যালাসেমিয়া-সহ আরও একাধিক ওষুধের দাম একধাক্কায় অনেকখানি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে অনুমোদন দেয় ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি। ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির চাপের মুখে পা। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলেই জানানো হয়। স্বাভাবিকভাবে এই সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়ে আমজনতা। তবে এদিনের বাজেটে ওষুধে ১০০ শতাংশ কর ছাড়ে কমবে ওষুধের দাম। সুতরাং রোগীস্বার্থে এই ঘোষণা যে নিঃ সন্দেহে অনেক বড় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ বা আইসিএমআর-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশের ১৪.২ শতাংশ মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত মহিলারা। তাঁরা মূলত সার্ভাইক্যাল ক্যানসারে আক্রান্ত হন। আর বাকিরা ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত। কয়েক লক্ষ মানুষ প্রাণ হারান এই রোগে। এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সে কারণে দেশের প্রতিটি জেলা হাসপাতালে ক্যানসার সেন্টার তৈরির কথা ঘোষণা করেন নির্মলা সীতারমণ। এই উদ্যোগের ফলে আগামী ৩ বছরে অন্তত ২ হাজার ক্যানসার সেন্টার তৈরি হবে দেশে। উন্নত যন্ত্রপাতি এবং ওষুধপত্রের মাধ্যমে ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্রের মোদি সরকার। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, তারই প্রতিফলন ঘটল এদিনের বাজেটে। নির্মলা সীতারমণ এদিন বাজেটে ' পর্যটন'নের উপর জোর দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন। সেক্ষেত্রে পিপিপি মডেলে কাজ হবে বলেই জানান। এছাড়া, বারবার অভিযোগ ওঠে দেশের সরকারি হাসপাতালে রোগী এবং চিকিৎসকের সংখ্যার অনুপাত অনেক কম। তাই চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত নজর দেওয়া প্রয়োজন। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আগামী পাঁচ বছরে ৭৫ হাজার আসন বৃদ্ধির ঘোষণাও করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। গবেষণাক্ষেত্রে উন্নতিতেও বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।

সস্তা হবে টিভি, মোবাইল, ইলেকট্রিক গাড়ি, চাকরিজীবীদের জন্য বাজেটে 'কল্পতরু' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ চাকরিজীবীদের জন্য বাজেটে 'কল্পতরু হয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষকদের জন্য ঋণের ঘোষণাও করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে একাধিক পণ্যে শুল্ক ছাড়ের কথাও জানিয়েছেন নির্মলা। সেই সিদ্ধান্তের জন্য একাধিক জিনিসের দাম কমতে চলেছে। ফলে স্বস্তির শ্বাস ফেলবেন মধ্যবিত্ত ক্রেতারা। তৃতীয় দফায় নরেন্দ্র মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হল শনিবার। সেখানে ওষুধের শুল্ক ছাড় নিয়ে বড়সড় ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। ক্যান্সার-সহ একাধিক মারণরোগের ওষুধের দাম কমতে চলেছে। কারণ ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধে পুরোপুরি শুল্ক ছাড় ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। এছাড়াও ৬টি জীবনদায়ী ওষুধে ৫ শতাংশ শুল্ক কমানো হয়েছে। ফলে সস্তা হবে ওষুধ। সুরাহা মিলবে অসুস্থদের। আমজনতার দৈনন্দিন ব্যবহারের একাধিক জিনিসের দামও

কমতে পারে। বৈদ্যুতিন জিনিসে শুল্ক কমানো হয়েছে। তার ফলে সস্তা হবে এলইডি এবং এলসিডি টিভি। মোবাইলের যন্ত্রাংশে শুল্ক কমায় দাম কমবে মুঠোফোনের। ইলেকট্রনিক ব্যাটারির শুল্ক কমায় সস্তা হবে বৈদ্যুতিন গাড়ি। লেড এবং জিঙ্কের উপর থেকে প্রাথমিক শুল্ক প্রত্যাহার করায় ব্যাটারির দাম কমবে। সস্তা হবে মেডিক্যাল এবং সার্জিক্যাল সরঞ্জামও।

চর্মজাত দ্রব্যের উপরে শুল্ক প্রত্যাহার করায় সস্তা হবে জুতো, বেল্ট, ব্যাগের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। দাম কমবে জাহাজের যন্ত্রাংশের। দেশে তৈরি পোশাকও সস্তা হবে। সামুদ্রিক মাছ-সহ একাধিক সিফুডের দামও কমবে। তবে বাজেটের ঘোষণার পরে বাড়তে পারে টিভি এবং মোবাইলের স্ক্রিনের দাম। যদিও বিশ্লেষকদের অনুমান, চাকরিজীবীদের হাতে নগদের পরিমাণ বাড়ায় আগামী কয়েকদিনে বাড়বে ক্রয়ক্ষমতা। সেই চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে কিছুদিনের জন্য বাজারে মূল্যবৃদ্ধি দেখা যেতে পারে। এছাড়া, বারবার অভিযোগ ওঠে দেশের সরকারি হাসপাতালে রোগী এবং চিকিৎসকের সংখ্যার অনুপাত অনেক কম। তাই চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত নজর দেওয়া প্রয়োজন। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আগামী পাঁচ বছরে ৭৫ হাজার আসন বৃদ্ধির ঘোষণাও করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

বাজেটে ঝুলিপূর্ণ বিহারের, শরিকি চাপ ও ভোটঅঙ্কে নীতীশের জন্য কল্পতরু মোদি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ শুধু বিহার বিহার আর বিহার, আর কোনও রাজ্য নেই নির্মলা! প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক। কারণ ভোট এবং শরিকি অঙ্কের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বাজেট যেন আটকে গেল বিহারের সীমানাতেই। বাজেট বক্তৃতা তিনি যেমন করলেন বিহারের মধুবনী শাড়িতে, তেমনই ভাষণের কেন্দ্রবিন্দুতেও রইল নীতীশ কুমারের রাজ্য। এমনিতে ১ ঘণ্টা ১৬ মিনিটের ভাষণে আয়করে স্বস্তি ছাড়া বিরাট কোনও জনমুখী ঘোষণা নির্মলা সীতারমণ করেননি। কিন্তু তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বারবার উঠে এসেছে বিহারের নাম। নির্মলা যেটুকু বড় ঘোষণা রাজ্য ধরে করেছেন, সেটার বেশিরভাগটাই বিহার কেন্দ্রিক। এদিন বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই নির্মলার চমক ছিল বিহারের মধুবনী শাড়ি। ওই শাড়িটি পদ্মশ্রী দুলারি দেবী বিহার সফরের সময় নির্মলাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই মধুবনীর ছোঁয়াতে বিহারের অর্থনীতি বদলানোর চেষ্টা করেছেন অর্থমন্ত্রী। কিন্তু কেন নির্মলার ফোকাসে শুধু বিহার? উত্তরটা খুব সহজ। এক, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির সরকার এখন নীতীশ কুমারের উপর নির্ভরশীল। দুই, এ বছরের শেষের দিকেই বিহারের বিধানসভা ভোট। বিহারে এই মুহূর্তে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বিহারে এনডিএ সরকার চলছে। বিহারে এবার বিজেপির কঠিন লড়াই। একদিকে তেজস্বী যাদবের জনপ্রিয়তা অন্যদিকে প্রশান্ত কিশোরের নতুন দল। দুই কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। লড়াই অবশ্য আরও একটা আছে। সেটা এনডিএ'র অভ্যন্তরেও। এই মুহূর্তে বিহারে এনডিএ'তে বড় শরিক বিজেপি। অথচ মুখ্যমন্ত্রী পদে নীতীশ কুমার। বিজেপি চাইবে এবার বিধায়কসংখ্যা আরও বাড়িয়ে নীতীশের দলের উপর চাপ বাড়াতে। কারণ বিহারে নীতীশ কুমার বিজেপির উপর যত বেশি নির্ভরশীল হবেন, কেন্দ্রে মোদি সরকারের নীতীশ নির্ভরতা ততই কমবে।

সংস্কার এড়িয়ে বাজেট রইল ভোটমুখীই

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বাজেট পেশ করলেন শনিবাসরীয় সকালে। সাকুল্যে ১ ঘণ্টা ১৬ মিনিটের ভাষণ। যা নিয়ে চর্চা দেশজুড়ে। আগে থেকেই প্রশ্ন ছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার কি ঝোড়ো ইনিংস খেলতে পারবে? নাকি সাবধানে পা ফেলাই সমীচীন মনে করা হবে? বাজেট ভাষণের শেষে এটা পরিষ্কার, ১৯৯১ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং ও প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও যে সাহস দেখিয়েছিলেন তা দেখাতে পারেননি মোদি। এদিনে বাজেট ভাষণে নির্মলা তেলুগু কবি গুর্জরা আপ্পা রাওয়ের একটি কবিতার পঙক্তি ব্যবহার করেছেন। সেই লাইনটি হল 'এই মাট্টি কারোই, দেশামান্তে মানুষুলোই'। অর্থাৎ দেশ বলতে কেবল তার মাটি নয়, দেশ বলতে সেখানে বসবাসকারী মানুষ। আর সেই কথাই মাথায় রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে। যার মধ্যে ' পভার্টি'র মতো নানা লক্ষ্যমাত্রার কথা বলা হয়েছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাথায় রাখা হয়েছে জ্ঞান-এর কথাও। অর্থাৎ গরিব, ইয়ুথ (তরুণ), অন্নদাতা ও নারী।

এবারের বাজেটে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কর ছাড়ের ঘোষণা করা হয়েছে। যা নিঃসন্দেহে একশ্রেণির বেতনভুকদের জন্য বড় স্বস্তি। বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে দিতে হবে না কর। তবে এই সুবিধা পাবেন নতুন কর কাঠামোর অন্তর্ভুক্তরা। যে টাকা সাশ্রয় হবে তা আখেরে বাজারেই ঘোরাফেরা করবে। ফলে বাজারও কিছুটা চাঙ্গা হবে। এরই পাশাপাশি এমএসএমই (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প) বৃদ্ধিতে নতুন ঋণ প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। যাতে নিশ্চিত ভাবেই লাভবান হবে তফসিলি জাতি ও উপজাতি। ঋণদান প্রক্রিয়া শুরু হবে সহজ শর্তে। ৫ কোটি থেকে ঋণের অঙ্ক বেড়ে হয়েছে ১০ কোটি।

স্টার্টআপের ক্ষেত্রে ঋণের অঙ্কও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি টাকা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এবারের বাজেটে স্রেফ জনমোহিনী হয়ে ওঠাই যেন লক্ষ্য ছিল মোদির। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এমনটাই। শুক্রবার অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে জিডিপির হার নিম্নমুখী থাকবে। তা ঘোরাফেরা করবে ৬.৩ থেকে ৬.৮ শতাংশের মধ্যে। এরপর অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন, ধুঁকতে থাকা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে চালিয়ে খেলতে হবে। অর্থাৎ পাওয়ারপ্লে ধাঁচের ব্যাটিং করতে হবে মোদিকে। তাতে হয়তো প্রাথমিক ভাবে একটা ধাক্কার মুখে পড়তে হবে। আর যাই হোক, মূল্যবৃদ্ধি হলে আমজনতার যেমন নাভিশ্বাস উঠবে, তেমনই বিরোধীরাও সেই ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে বিরোধিতার পথে নামতে পারে। কিন্তু এটুকু ঝুঁকি ছিল। কেননা সুদূরপ্রসারী দিক দিয়ে দেখলে এটাই হয়তো সঠিক পথ ছিল। কিন্তু তেমন কোনও পদক্ষেপ করল না মোদি সরকার। আসলে এর আগের দুটো দফায় বিজেপির হাতেই ছিল নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। কিন্তু ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর পায়নি পদ্ম শিবির। ফলে মোদি ৩.০ সরকার আসলে জোট সরকার। তাই সবদিকে খেয়াল রেখে সাবধানি পথেই হাঁটল সরকার। যদিও মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বে কখনওই তেমন বড় কোনও সংস্কারের পথ বাছতে দেখা যায়নি সরকারকে। অটলবিহারী বাজপেয়ীও কিন্তু তেমনই পথে হেঁটেছিলেন। কিন্তু তৃতীয়বারেও সাহসী হলেন না মোদি। বিহার, দিল্লির ভোটকে মাথায় রেখে ভোটমুখী হলেও এবারের বাজেটে 'মোদির বল্লেবাজি' দেখা গেল না। যদিও প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীর প্রশংসা করে বলেছেন, সকলেই আপনাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। বাজেট খুব ভালো হয়েছে।

মহাকাশে রাশিয়া, আমেরিকাকে এবার টেক্কা দিতে প্রস্তুত ভারত!

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাকাশ রেসে রাশিয়া ও আমেরিকাকে টক্কর দিচ্ছে চিন। এই পরিস্থিতিতে ক্রমেই উঠে আসছে ভারতেরও নাম। এই অবস্থায় শনিবার পেশ করা কেন্দ্রীয় বাজেট মহাকাশ গবেষণায় বরাদ্দ করা হল ১৩৪১৬.২০ কোটি টাকা। যা গতবারের থেকেও অনেকটা বেশি। গত বছরের বাজেটে ১৩০৪২.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। সেই হিসেবে এবার ৪০০ কোটিরও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। এবারের বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ১ হাজার কোটি রয়েছে বেসরকারি সংস্থার মহাকাশ গবেষণায় অংশগ্রহণের খাতে। মহাকাশ রেসে রাশিয়া ও আমেরিকাকে টক্কর দিচ্ছে চিন। এই পরিস্থিতিতে ক্রমেই উঠে আসছে ভারতও। সম্প্রতি চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রেখেছে ইসরোর চঃদ্রযান। এই প্রথম কোনও দেশের

মহাকাশযান চাঁদের ওই অঞ্চলে নেমেছিল। এদিকে গগনযান প্রকল্পের দিকেও নজর রয়েছে সকলের। ২০২৬ সালেই মহাকাশে নভশ্চর পাঠাবে ইসরো।

এদিকে কয়েকদিন আগেই আরও এক ইতিহাস নির্মাণ করেছে ভারত। মহাকাশে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ' বা সংযুক্ত হয় ইসরোর দুটি স্যাটেলাইট। রাশিয়া, আমেরিকা, চিনের পর বিশ্বের চতুর্থ দেশে হিসাবে এই সাফল্য অর্জন করেছে ভারত। ঐতিহাসিক সাফল্যের পর ইসরোর তরফে এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়, স্যাটেলাইট ডকিং সফল হয়েছে। ঐতিহাসিক মুহূর্ত। মহাকাশ মন্ত্রী জীতেঃদ্র সিং শুভেচ্ছা জানান, স্পেসডেক্স মিশন মহাকাশ গবেষণায় নতুন যুগের সূচনা করল। যা ভারতের প্রযুক্তিগত শক্তি ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন। সব মিলিয়ে মহাকাশ রেসে ক্রমেই উজ্জ্বল হয়েছে ইসরোর অবস্থান। সেই অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করতেই এবার বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হল বাজেটে।

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দামে ফের হ্রাস, স্বস্তি পেলেন রেস্তরাঁ ও হোটেলের মালিকেরা

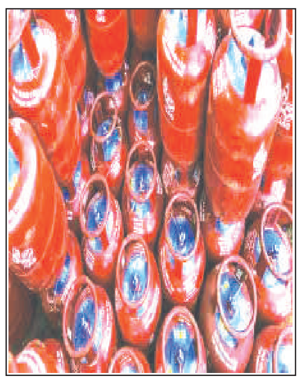

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারিঃ ফের দাম কমলো বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের। পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকেই ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম হ্রাস করেছে তেল মার্কেটিং কোম্পানিগুলি। ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ৭ টাকা কমানো হয়েছে, নতুন মূল্য শনিবার থেকেই কার্যকর হয়েছে।দাম কমার পর রাজধানী দিল্লিতে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের এখন নতুন মূল্য ১,৭৯৮ টাকা। দিল্লির পাশাপাশি কলকাতা, মুম্বই-সহ দেশের সর্বত্রই কমেছে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম। এই দাম কমার ফলে স্বস্তি পেলেন রেস্তরাঁ ও হোটেলের মালিকেরা।

গাজিয়াবাদে গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি ট্রাকে আগুন, বহু দূর থেকে শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ

গাজিয়াবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে আগুন ধরে গেল গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি একটি ট্রাকে। শনিবার ভোররাতে গাজিয়াবাদের টিলা মোড় থানার অধীনে দিল্লি-ওয়াজিরাবাদ সাকের ওপর ভোপুরা চকে একটি গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি ট্রাকে আগুন ধরে যায়। আগুন লাগার পর একের পর এক সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়, বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই বেশি ছিল যে কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও শব্দ শোনা যায়। সিএফও রাহুল পাল বলেছেন, উপর্যুপরি সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণে দমকল কর্মীরা প্রথমে ট্রাকের কাছে পৌঁছতেই পারেননি। কাউন্সিলর ওম পাল ভাট্টি বলেছেন, শনিবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। হতাহতের কোনও খবর নেই। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ২-৩ কিলোমিটার দূরেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। একটি গোডাউনে এবং বাড়িতেও আগুন ধরে যায়। দমকল অফিসার রাহুল পাল বলেছেন, ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ আমরা আগুন লাগার বিষয়ে জানতে পারি। এলপিজি সিলিন্ডার ভর্তি একটি ট্রাকে আগুন ধরে যায়। সংলগ্ন বাড়িগুলি খালি করে দেওয়া হয়েছে। ২-৩টি বাড়ি ও কয়েকটি গাড়িতে আগুন লেগেছে। আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কেউ হতাহত হননি।

ধর্মতলায় খাবারের দোকান ভয়াবহ আগুন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা!

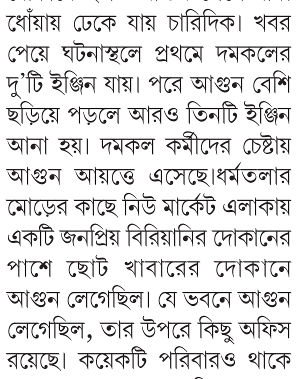

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় আগুন লাগল একটি খাবারের দোকানে। শনিবার সকালে ধর্মতলায় একটি খাবারের দোকানে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারিদিক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে প্রথমে দমকলের দু'টি ইঞ্জিন যায়। পরে আগুন বেশি ছড়িয়ে পড়লে আরও তিনটি ইঞ্জিন আনা হয়। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।ধর্মতলার মোড়ের কাছে নিউ মার্কেট এলাকায় একটি জনপ্রিয় বিরিয়ানির দোকানের পাশে ছোট খাবারের দোকানে আগুন লেগেছিল। যে ভবনে আগুন লেগেছিল, তার উপরে কিছু অফিস রয়েছে। কয়েকটি পরিবারও থাকে সেখানে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে তাঁরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দমকলকর্মীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাইপের মাধ্যমে জল দেন। দমকল কর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এসেছে। আগুন কীভাবে লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধে উঠে গেল শুল্ক, প্রবীণদের জন্য বড় ঘোষণা বাজেটে

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্যানসার-সহ দুরারোগ্য রোগের জন্য ব্যবহৃত ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধে উঠে গেল শুল্ক। বাজেট পেশের সময় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। পাশাপাশি, ৬টি জীবনদায়ী ওষুধে ৫ শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেন তিনি। লিথিয়াম ব্যাটারিতেও শুল্ক ছাড়ের ঘোষণা।বাজেটে প্রবীণ নাগরিকদের জন্যও বড় ঘোষণা করেছেন নির্মলা। ষাটোর্ধ্বদের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশানের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছেন তিনি। অন্যদিকে শনিবার বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে আত্মনির্ভর ভারতের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। বিহারের জন্য মাখানা বোর্ড গঠনের কথা বলা হয় এদিন। বলা হয়, মাখানা উৎপাদন আরও বাড়াতে জোর দেওয়া হবে। নির্মলা সীতারমন বলেন, বিহারের মানুষের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ রয়েছে। মাখানার উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনের উন্নতির জন্য রাজ্যে মাখানা বোর্ড গঠিত হবে। এই বোর্ড কৃষকদের সহায়তা প্রদান করবে এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধাগুলি পাওয়ার জন্য কাজ করবে।উল্লেখ্য, চিরাচরিত বই-খাতা নয়, ২০২৫-এও ট্যাবে বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার আগে মন্ত্রকের বাইরে ' পরিবর্তে ট্যাব হাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলাকে। মন্ত্রক থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে যান নির্মলা। অর্থমন্ত্রীকে নিজে হাতে দই-চিনি খাইয়ে দেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। এরপর বেলা এগারোটা নাগাদ বাজেট পেশ করেন নির্মলা।অন্যদিকে বিশ্বে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতি। শনিবার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করে এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেছেন, কিসান ক্রেডিট কার্ডে ঋণ নেওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে। তিন লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে তা পাঁচ লক্ষ করা হবে। বাজেট পেশের সময় নির্মলা সীতারমন বলেন, মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হবে।আট কোটি মহিলা, এক কোটি সদ্য মা হওয়া মহিলা এবং ১৮ লক্ষ পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ পুষ্টি প্রকল্পের ঘোষণা করলেন নির্মলা। সরকারি সেকেন্ডারি স্কুলগুলিতে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা যুক্ত করা এবং আইআইটির সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের কথাও ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আগামী পাঁচ বছরে ৭৫ হাজার আসন বৃদ্ধির ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর। আগামী বছর বৃদ্ধি করা হবে ১০ হাজার আসন। পাশাপাশি, সমস্ত জেলা হাসপাতালে ক্যান্সার সেন্টার তৈরির কথা জানালেন নির্মলা। ৩ বছরে মোট ২ হাজার ক্যান্সার সেন্টার তৈরি হবে।অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বাজেটে ' জীবন মিশন' প্রকল্প ২০২৮ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এছাড়াও দেশে নতুন ১২০টি বিমানবন্দর তৈরির ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তার মধ্যে বিহারে তিনটি নতুন বিমানবন্দর তৈরির ঘোষণা করা হয়েছে।বাজেট পেশ করে নির্মলা জানালেন, হকারদের জন্য ইউপিআই লিঙ্ক করা ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে। শহর পুনর্নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হবে এক লক্ষ কোটি। ছোট মডিউলার নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টারের জন্য বরাদ্দ ২০ হাজার কোটি টাকা। ২০৩০ সালের মধ্যে ওই নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টারগুলি তৈরি করা হবে।অন্যদিকে আগামী সপ্তাহেই সংসদে পেশ হবে নতুন আয়কর বিল। শনিবার, ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট বক্তৃতায় সে কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আয়করের নতুন আইন তৈরি হলে করদাতারা যথেষ্ট সুরাহা পাবেন বলে স্পষ্ট করেছেন তিনি। বিমায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বেড়ে ১০০ শতাংশ করা হবে বলেও ঘোষণা নির্মলার।ক্যানসার-সহ দুরারোগ্য রোগের জন্য ব্যবহৃত ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধে উঠে গেল শুল্ক। বাজেট পেশের সময় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। পাশাপাশি, ৬টি জীবনদায়ী ওষুধে ৫ শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেন তিনি। লিথিয়াম ব্যাটারিতেও শুল্ক ছাড়ের ঘোষণা।

ভারতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক রয়েছেঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক রয়েছে। জোর দিয়ে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারতের মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক এখন ১০০০ কিলোমিটার মাইলফলক অতিক্রম করেছে। বাজেট অধিবেশনের শুরুতে সংসদের উভয় কক্ষে শুক্রবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, এয়ারলাইন কোম্পানিগুলি ১৭০০টি নতুন এয়ারক্রাফটের অর্ডার দিয়ে দেশের এভিয়েশন সেক্টর দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল সংযোগ প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছে এবং এখন দেশ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত রেললাইনের মাধ্যমে সংযুক্ত হবে। রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, সাইবার নিরাপত্তায় দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য আমার সরকার ক্রমাগত কাজ করছে। ডিজিটাল জালিয়াতি, সাইবার ক্রাইম এবং ডিপফেক সামাজিক, আর্থিক এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুতর চ্যালেঞ্জ।নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়নে বিশ্বাস করে ভারত সরকার। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির কথায়, ভারত সরকারের লক্ষ্য হল ৩ কোটি 'লক্ষপতি দিদি'। সংসদের বাজেট অধিবেশন গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। সংসদের উভয় কক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাজেট অধিবেশন।রাষ্ট্রপতি এদিন বলেছেন, আমার সরকার মধ্যবিত্তের নিজস্ব বাড়ি থাকার স্বপ্ন পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, এটি সংসদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, এখন বিপুল সংখ্যক মহিলারা ফাইটার এয়ারক্রাফ্‌ট চালাচ্ছেন, পুলিশে যোগ দিচ্ছেন এবং দেশের কর্পোরেটদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমাদের মেয়েরা অলিম্পিক পদক জিতে দেশকে গর্বিত করছেন। রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, এখন আমাদের যুবকরা স্টার্টআপ থেকে খেলাধুলা থেকে মহাকাশ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশকে গৌরবান্বিত করছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য হল ভারতকে একটি বৈশ্বিক উদ্ভাবন শক্তিশালা করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে, ইন্ডিয়া এআই মিশন শুরু করা হয়েছে। এখন ভারত ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি প্রধান বিশ্ব খেলোয়াড় হিসাবে নিজস্ব উপস্থিতি অনুভব করছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিও ভারতের ইউপিআই লেনদেন ব্যবস্থার সাফল্যে মুগ্ধ। আমার সরকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তিকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দু-বিরোধী বললেন অখিলেশ, বাজেটের নিন্দায় মুখর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দু-বিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। কেন্দ্রীয় বাজেটেরও সমালোচনা করেছেন তিনি। শনিবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ বলেছেন, দেশবাসী বুঝতে পেরেছে, এর চেয়ে বেশি হিন্দু-বিরোধী সরকার আর হতে পারে না। আমার দাবি লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড সেন্টারটি সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা উচিত, কারণ উত্তর প্রদেশ সরকারকে বিশ্বাস করা যায় না এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এর সঙ্গে (পদপিষ্ট) জড়িত উত্তর প্রদেশের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।অখিলেশ আরও বলেছেন, মহাকুম্ভ আসে ১২ বছর পর। আমাদের কাছে মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হে মোরা যাওয়া মানুষের তথ্য বাজেটের ডেটার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কতজন মারা গেছে, নিখোঁজ হয়েছেন বা কতজন আহত হয়েছে তা সরকার বলতে পারছে না। সরকার যে মৃতের সংখ্যা দিয়েছে তা মিথ্যা।

নীতির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু কাউকে অসম্মান করতে পারেন না, সোনিয়াকে নিশানা শাম্ভবীর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। রাষ্ট্রপতির ভাষণের সমালোচনা করে তিনি তাঁকে 'বেচারা লেডি' বলে কটাক্ষ করেন। রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে সোনিয়ার এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন এলজেপি (রাম বিলাস)-এর সাংসদ শাম্ভবী চৌধুরী।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর মন্তব্য সম্পর্কে এলজেপি (রাম বিলাস) সাংসদ শাম্ভবী চৌধুরী বলেছেন, রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে তিনি (সোনিয়া গান্ধী) কী অনুভব করেন সেই চিন্তাভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে। একটি সম্মানজনক পদের প্রতি বিরোধীদের কাছ থেকে ক্রমাগত এই ধরনের দায়িত্ব□নহীন মন্তব্য করা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। আপনি কারওর নীতির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু আপনি এভাবে কাউকে অসম্মান করতে পারেন না।উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয়ে সোনিয়া গান্ধীকে প্রশ্ন করা হলে, শুরুতে তিনি সরাসরি কিছু বলেননি। তবে, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দেখা যায়। এরপর, রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে সোনিয়া বলেন, 'এগুলো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি'। এরপর রাহুল গান্ধী বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণ একঘেয়ে ছিল। তখন সোনিয়া গান্ধী বলেন, 'বেচারা মহিলা... রাষ্ট্রপতিজি শেষের দিকে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।'

হিন্দু ধর্ম নিয়ে বিজেপি, মোদী, যোগীকে কটাক্ষ জয়প্রকাশের, পাল্টা তোপ তথাগতর

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারিঃ হিন্দু ধর্মের প্রশংসা করেও বিজেপি, মোদী, যোগীকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল রাজ্য সহসভাপতি তথা বিজেপি-র প্রাক্তন নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। তাঁকে সামাজিক মাধ্যমে পাল্টা তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তথাগতবাবু এক্সবার্তায় শনিবার লিখেছেন, হিন্দু ধর্মের চোখে শুধু দুরকম হিন্দু আছে। যারা পয়সা খরচ করে লাথি খেয়ে কচুবনে পড়ে যায় এবং যারা তা পড়ে না।এর আগে জয়প্রকাশবাবু এক্সবার্তায় লিখেছিলেন, হিন্দু ধর্ম কখনো গরিব - বড়লোককে আলাদা চোখে দেখেনা। এই পার্থক্য করে বিজেপি, মোদি, যোগী।অস্পৃশ্যতার অভিশাপ তৈরি হয়েছে নতুন অবতারে। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকবছর আগে করিমপুর বিধানসভা উপ নির্বাচনে বিজেপি-র প্রার্থী ছিলেন জয়প্রকাশ। ভোট কেমন হচ্ছে সরেজমিনে দেখতে বেরিয়েছিলেন তিনি। আচমকা হইচই, গন্ডগোল। বেমক্কা একটা লাথির জেরে জয়প্রকাশ ছিটকে পড়লেন কচুবনে। বিষয়টিকে এই বার্তায় স্মরণ করেছেন তথাগতবাবু।

দৃশ্যমানতার অভাবে ভোগান্তি দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ ঘন কুয়াশায় শনিবারও দিল্লি ও হরিয়ানা-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জনজীবন প্রভাবিত হয়েছে। শনিবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল হরিয়ানার আম্বালা, পানিপত-সহ বিভিন্ন জেলা।কুয়াশার দাপট ছিল দিল্লিতেও। দিল্লিতে এদিন সকালে প্রায় শূন্যের কাছে নেমে যায় দৃশ্যমানতা। কুয়াশার কারণে সকালের দিকে ধীর গতিতে চলাচল করেছে যানবাহন। উ।ান পরিষেবাও প্রভাবিত হয়েছে। এদিন সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পুলিশকর্তার নজরদারিতে যোগেশচন্দ্র কলেজে হবে সরস্বতী পুজো

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারিঃ কলকাতার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরি ল কলেজে সরস্বতী পুজো ঘিরে উঠেছিল বিতর্ক। অভিযোগ, কলেজের সরস্বতী পুজোয় বাধা দেওয়া হচ্ছে।সেই মামলার প্রেক্ষিতেই গত শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি জ সেনগুপ্ত নির্দেশ দেন, 'কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকের নজরদারিতে যোগেশচন্দ্র কলেজে হবে সরস্বতী পুজো।পড়ুয়ারা এ বিষয়ে চারু মার্কেট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কলেজে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের সরস্বতী পুজো করতে বাধা দেওয়া এবং ধর্ষণ-খুনের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় ইতিমধ্যেই জোর চাঞ্চল্য ছ।য়িেছে।আদালত নির্দেশ দেয়, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ডে ও ল' কলেজের সরস্বতী পুজো করতে হবে কলকাতা পুলিশের এক যুগ্ম কমিশনারের নজরদারিতে। পুজো এবং বিসর্জন ঘিরে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় সশস্ত্র পুলিশকর্মী নিয়োগ করতে হবে। পুজোর ভিডিওগ্রাফি করতে হবে কলেজ কর্তৃপক্ষকে'।এদিন হাইকোর্টে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়, কলেজের ভেতরে বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে তারা অপারগ। এরপর হাইকোর্টের তরফে বলা হয়, বর্তমানে কলেজের ভিতরে থাকা বিতর্কিত প্যান্ডেল ভেঙে ফেলতে হবে।উল্লেখ্য, দুটি কলেজের ছাত্ররা প্রতি বছর দুটি আলাদা জায়গায় পৃথক পৃথক দুটি পুজো করে। এবছর এমন একটি প্যান্ডেল বানানো হয়েছে যাতে ল'কলেজের পড়ুয়ারা ক্লাসে যেতে পারছেন না বলে অভিযোগ। বহিরাগতরা পুজোয় বাধা দিচ্ছে এই মর্মে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল।এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এই নিয়ে নিজের সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে সুকান্ত মজুমদার লেখেন, 'বাংলাদেশে এতদিন ধরে উগ্র ইসলামপন্থী মৌলবাদীদের কাছ থেকে যে ধরনের হুমকি শোনা যাচ্ছিল, তা এখন আমাদের বাড়ির চারপাশেই শোনা যাচ্ছে। রাস্তার নাম 'আনোয়ার শাহ' হওয়ায় এলাকায় সরস্বতী পূজার কোনো আয়োজন করা যাচ্ছে না! একটি ইসলামি মৌলবাদী দল দক্ষিণ কলকাতার একটি নামী কলেজে প্রবেশ করে ফতোয়া জারি করে চলে গেছে।'

হিন্দুদের প্রধান উৎসব সরস্বতী পুজো

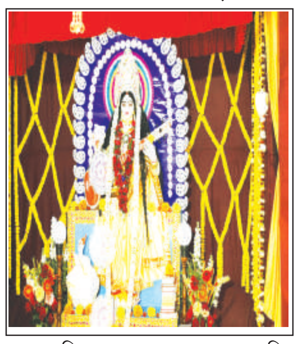

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃসরস্বতী পূজা হিন্দুদের বিদ্যা ও সংগীতের দেবী সরস্বতীর আরাধনা কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত একটি অন্যতম প্রধান হিন্দু উৎসব। বিভিন্ন শিক্ষা -প্রতিষ্ঠান, ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি ও সার্বজনীন পূজা মন্ডপে দেবী সরস্বতীর আরাধনা করা হয়।সরস্বতী হলেন বিদ্যার দেবী। ছাত্র-ছাত্রী, শিল্পী এবং সঙ্গীত□রা প্রায়শই বাগ দেবীর পূজা করেন।শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা আয়োজিত হয়। তিথিটি শ্রী পঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমী নামেও পরিচিত।সরস্বতী পূজার সময় পুষ্পাঞ্জলী দেওয়ার ক্ষেত্রে সাদা বা হলুদ রঙের পোশাক পরার রীতি রয়েছে। হলুদ রং হল □ানের প্রতীক। আর সাদা বিশুদ্ধতা ও শান্তির প্রতীক।সরস্বতী দেবী বিদ্যা ও শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। তাই সরস্বতী মূর্তির স্থানে বা বেদীর কাছে বই ,বাদ্যযন্ত্র এবং শিল্প সামগ্রী রাখা হয়।বর্তমান বছরে সরস্বতী পূজার দিনক্ষণ হল ২ রা ফেব্রুয়ারি। রবিবার। বেলা বারটা থেকে ৩ রা ফেব্রুয়ারি সকাল ৯ টা ৫৯ পর্যন্ত থাকবে পঞ্চমী তিথি। ওই সময়ের মধ্যে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনা করা হবে।সরস্বতী পূজা কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সার্বজনীন পূজা মন্ডপে চলবে দুই দিনব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তর ভারত, উড়িষ্যা,নেপাল ও বাংলাদেশে সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো।

নির্মলাকে মিষ্টি মুখ করালেন রাষ্ট্রপতি, ট্যাব নিয়ে পৌঁছলেন সংসদে

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃকেন্দ্রীয় বাজেট পেশের আগে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। দই ও চিনি দিয়ে নির্মলাকে মিষ্টি মুখ করিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। শনিবার সকালে নিজ বাসভবন থেকে বেরিয়ে সর্বপ্রথম নর্থ ব্লকে অর্থ মন্ত্রকে যান নির্মলা সীতারমন।সেখান থেকে পৌঁছে যান রাষ্ট্রপতি ভবনে। প্রথা অনুযায়ী দেখা করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী-সহ অর্থ মন্ত্রকের শীর্ষ কর্তারা। চিরাচরিত বই-খাতার পরিবর্ত হিসাবে এবারও নির্মলার হাতে ছিল ট্যাব। কেন্দ্রীয়.অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মধুবনী শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্ত দুলারি দেবীর দক্ষতার প্রতি কুর্নিশ জানিয়ে এদিন শাড়ি পরেন। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে নির্মলা পৌঁছে যান সংসদে। সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাজেট অনুমোদন করা হয়।

মহাকুম্ভে পদপিষ্ট নিয়ে আলোচনার দাবি বিরোধীদের, বাজেটের মধ্যেই হইচই

প্রয়াগরাজ, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় লোকসভায় আলোচনার দাবি জানালেন সমাজবাদী পার্টি-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা। বাজেট পেশের মধ্যেই শুরু হয় হইচই। প্রতিবাদ স্বরূপ লোকসভা থেকে বিরোধী দলের সাংসদরা ওয়াকআউট করেন। বিরোধীরা অবশ্য এটা প্রতীকী ওয়াকআউট করেন। যে সমস্ত সাংসদরা ওয়াকআউট করেছিলেন, তাঁরা পুনরায় লোকসভার অধিবেশনে যোগ দেন।সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে এদিন সংসদে দাবি করা হয়, মহাকুম্ভে যারা মারা গিয়েছেন, তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হোক। নির্মলা সীতারমন যখন বাজেট পেশ করছিলেন, তখন অখিলেশ যাদব-সহ সমাজবাদী পার্টির সাংসদরা তুমুল হইহট্টগোল করেন।

দুর্দান্ত বাজেট, প্রতিক্রিয়া রবি কিষাণের

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ বাজেট পেশ করেন নির্মলা। বাজেট পেশের পর কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপি সাংসদ রবি কিষাণ। তাঁর মতে, এই বাজেট দুর্দান্ত হয়েছে।বিজেপি সাংসদ রবি কিষাণ বলেন, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং সকলের জন্য একটি দুর্দান্ত বাজেট পেশ করা হয়েছে। এমন একটি দুর্দান্ত বাজেট পেশ করার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জিকে অভিনন্দন জানাতে চাই।

মোস্তাক হোসেনঃজীবন ও ঐতিহ্য গ্রন্থটি শুভ উদ্বোধন করলেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, ফেব্রুয়ারিঃ২০২৫ কলকাতা বইমেলার সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় 'মোস্তাক হোসেন ঃজীবন ও ঐতিহ্য' গ্রন্থের শুভ উদ্বোধন করলেন উচ্চশিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ব্রাত্য বসু মহাশয় ও কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখার্জি মহাশয়। সাহিত্যিক উজ্জ্বল সিনহা ও উদার আকাশ প্রকাশনের প্রকাশক ও সম্পাদক ফারুক আহমেদ।ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মোস্তাক হোসেনঃজীবন ও ঐতিহ্য' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল ৪৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার প্রেস কর্ণারে। সাতশো কুড়ি পৃষ্ঠার গবেষণা গ্রন্থে কলম ধরেছেন একশো সতেরো জন লেখক। পঁয়তাল্লিশ ফর্মার মূল্যবান গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষক ও কবি ফারুক আহমেদ মহাশয়। বইটি সম্পর্কে কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মোস্তাক হোসেনের জীবনমুখী কার্যকলাপের কথা জেনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি। তার মতো মানুষ সত্যিই বিরল। এই যুগে এমন মানুষ কমই দেখা যায়। এমন জীবনদরদী ও মানবদরদী মানুষ এখন আমাদের খুবই দরকার। আমি তার দীর্ঘায়ু এবং উজ্জ্বলতর ভবিষ্য কামনা করি।' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, কবীর সুমন, তপন মিত্র, অশোক দাশগুপ্ত, মইনুল হাসান, আহমদ হাসান ইমরান, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, খাজিম আহমেদ, সুরজি দাশগুপ্ত, জয়ন্ত ঘোষাল, সুমন ভট্টাচার্য, দেবাশিস পাঠক, জয়ন্ত সিংহ, সাহানা নাগ চৌধুরী, হারাধন চৌধুরী, সুধাংশু শেখর দে, অমর পাল, সাবির আহমেদ, মৌসুমী বিশ্বাস সহ বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, কলামিস্ট, লেখক গুরুত্বপূর্ণ লেখা দিয়ে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ করেছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে তুষারপাতের ভ্রূকুটি, একই পূর্বাভাস হিমাচলেও

শ্রীনগর, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সৌজন্যে ফের তুষারপাতের পূর্বাভাস জম্মু ও কাশ্মীরে। দু'টি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সৌজন্যে জম্মু ও কাশ্মীরে আগামী কিছু দিন তুষারপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে তুষারপাত প্রত্যাশিত।জম্মু ও কাশ্মীরে শীতকালীন সময়ে বৃষ্টি ও তুষারপাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। আসন্ন পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে তুষারপাত হতে পারে।

আবহাওয়া

মহানগরী কলকাতায় তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখীই, শুক্রবারও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকল ২১ ডিগ্রির ঘরেই। ফলে শীতের আমেজ একধাক্কায় উধাও হয়ে গিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী চার-পাঁচ দিনও স্বাভাবিকের উপরেই থাকবে তাপমাত্রা। অর্থাৎ সরস্বতী পুজোয় এবার ঠান্ডা মালুম হবে না। একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝাতেই মাঘ মাসে শীত উধাও। এ ছাড়া, অসম এবং হরিয়ানায় রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। সঙ্গে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আসছে জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ফলে আপাতত বঙ্গে শীতের ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। সরস্বতী পুজোর সময়েও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের শেষে পারদ সামান্য নামতে পারে। সেই সময় দিন কয়েকের জন্য শীতের আমেজ ফিরলেও ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিই এই যাত্রার মতো বঙ্গ থেকে বিদায় নেবে শীত। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা৫৫মনিট এবং রাত ১ টা ৫৫মিনিট। সূর্যউদয় সকাল ৬টা ১৮মিনিট এবং অস্ত ৫টা ১৯মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৯মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,রবিবার, ইংরেজীঃ১□ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৬ মাঘ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিত্রক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ১৭মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১৮মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকূর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃরোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ ধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬

রায়দীঘিতে এক শিশুর মৃতদেহকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো

দুরন্ত বার্তা,রায়দীঘি, ১ ফেব্রুয়ারিঃ ৯ বছরের এক শিশুর মৃতদেহকে ঘিরে সুন্দরবনের রায়দীঘি থানা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো শনিবার সকালে। ঘটনাটি ঘটেছে রায়দিঘি থানার রায়দীঘি পঞ্চায়েতের ২৩ নং লাটের দাস জানা সংসদের দণ্ড পাড়া এলাকায়। মৃত শিশুর নাম ধনঞ্জয় দত্ত (৯)। মৃত শিশুর পরিবারের দাবি, তাদের বাচ্চাকে খুন করে জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।আর তাদের রায়দীঘি থানায় সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের কাজ শুরু করেছে রায়দীঘি থানার পুলিশ। এদিন বেলায় ধনঞ্জয়ের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠালো পুলিশ। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেল, গত ২৮ জানুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় ধনঞ্জয়। বাড়ির কাছেই খেলছিল

সে। এরপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নি। গত ৩০ শে জানুয়ারি রায়দীঘি থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়। শনিবার সকালে গ্রামের পাশের পুকুরে একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখেন এলাকার মানুষ জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ধনঞ্জয়ের দেহ শনাক্ত করেন পরিবারের সদস্যরা। এর পর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসেন রায়দিঘি থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। কী ভাবে বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে এলো ওই শিশু? কী ভাবেই তাঁর মৃত্যু হলো তাঁর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে মৃতের পরিবারের দাবি ধনঞ্জয় সাঁতার জানতো। এ ছাড়াও যে দিন সে নিখোঁজ হয়েছিল সেই দিন এলাকার পুকুরগুলিতেও খোঁজাখুঁজি করা হয়। কিন্তু তখন খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেউ খুন করে ধনঞ্জয়কে জলাশয়ে ফেলে দিয়ে গেছে। তবে কে বা কারা এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়দিঘি থানার পুলিশ।তবে এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

সোনার দোকানে চুরি, পুলিশের জালে দম্পতি

বনস্পতি দে, মগরা হুগলি, ১ ফেব্রুয়ারিঃ 'নিখুঁত প্ল্যান' কষেও শেষ রক্ষা হলো না। পুরোনো গয়না বদল করার নামে সোনার দোকানে চুরি। শুক্রবার পুলিশের জালে ধরা পড়ল মগরার দম্পতি। পুলিশ সূত্রে খবর, পুরনো গয়না বদল করে নতুন গয়না কিনতে গত মঙ্গলবার দুপুরে হুগলির জেড্ডা মার্কেটে একটি সোনার দোকানে ক্রেতা সেজে ঢোকেন এক দম্পতি। বিভিন্ন ধরনের গয়না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেওছিলেন। দম্পতি যখন নানা ধরনের গয়না দেখছিলেন, তখনই নাকছাবির একটি গোছা সরিয়ে ফেলেন তাঁরা। সেই সময়ে দোকানদার অন্যদিকে নজর ঘুরিয়েছিলেন সামান্য সময়ের জন্য। কিছুক্ষণ পরে যুগল দোকানদারকে জানান, কোনও গয়নাই তাঁদের খুব একটা পছন্দ হয়নি এবং এরপরেই তাঁরা দোকান থেকে বেরিয়ে যান। তাঁরা চলে যাওয়ার পরে গয়না গুছিয়ে তুলে রাখতে যান দোকানের মালিক বিশ্বজিৎ বৈদ্য।

সেই সময়েই তিনি বুঝতে পারেন কিছু গয়না কম রয়েছে। সোনার নাকছাবির যে প্যাকেট তিনি ওই যুগলের কাছে রেখেছিলেন তা ওজন করেই ব্যবসায়ী বুঝতে পারেন, কিছু সোনার নাকছাবি খোয়া গিয়েছে। এরপরেই দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন তিনি। দোকান মালিক বুধবার চুরির অভিযোগ দায়ের করেন চুঁচুড়া থানায়। পুলিশ তদন্তে নেমে শুক্রবার মগরার গজঘণ্টা থেকে কার্তিক অধিকারী এবং মৌমিতা অধিকারী নামে ২ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের থেকে কিছু গয়না উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দম্পতি ঘটনার দিন ৩টি সোনার দোকানে ঢুকেছিল। কিন্তু চুরির মতো সুযোগ কোনও দোকানেই পাননি তাঁরা। পরে জেড্ডা মার্কেটের দোকানে সুযোগ বুঝে হাতসাফ করেন। অতীতেও এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে দম্পতি যুক্ত ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগে স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ বাদুড়িয়া থানার যদুরহাটি এলাকার ঘটনা। অভিযুক্ত জামশেদ আলী নামের এক ব্যক্তি। ০৮০৪২০১৮ এর ঘটনায় অভিযুক্ত জামশেদ আলী,তার শালীর মেয়েকে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ করে, সেই ঘটনা জানতে পারায় স্ত্রী তাজমিরা বিবি কে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠেছিলো ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। জানা যায়, জামশেদ আলীর শালী মারা যায়। ফলত শালির চার বছরের শিশু কন্যা তার মামাদের কাছেই বড়ো হচ্ছিলো। নাবালিকার বয়স যখন ৮ বছর হয় তখন ওই নাবালিকাকে জামসেদ আলী ও তার স্ত্রী তাজমিরা বিবি নিজেদের কাছে নিয়ে এসে বড়ো করতে থাকে। তারও চার বছর পর অর্থাৎ ওই নাবালিকার যখন ১২ বছর বয়স হয় তখন ওই নাবালিকা কন্যাকে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ করতো জামশেদ আলী , এমনকি জানাজানি হলে ওই নাবালিকাকে খুন করে দেওয়ারও হুমকি দিত জামশেদ আলী এরকমই অভিযোগ ওঠে। এরপর একদিন অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছালে ওই নাবালিকা তার মাসি তাজমিরা বিবিকে পুরো ঘটনা খুলে বলে। পুরো ঘটনা শোনার পর তাজমিরা বিবি তার স্বামী অর্থাৎ ওই নাবালিকার মেসোমশাই জামশেদ আলীর সাথে এই ঘটনা নিয়ে অশান্তি করে।

অশান্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছালে জামশেদ আলী তার স্ত্রী তাজমিরা বিবিকে শ্বাস রোধ করে খুন করে। ঘটনার পর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জামশেদ আলী। জামশেদ আলীর বিরুদ্ধে দুটো মামলা ঋজু হয়। নাবালিকা ধর্ষণ এবং স্ত্রীকে খুন বিষয়ক দুটি মামলা রুজু করে পুলিশ। এতদিন বসিরহাট আদালতে দুটো কেসের বিচার চলছিল। একদিকে নাবালিকা ধর্ষণের জন্য পকশো কেস চলছে তার বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে স্ত্রীকে খুন করার জন্য যে মামলাটি হয়েছিল সেই মামলায় গতকাল জামসেদ আলীকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের কারাদন্ডে দণ্ডিত করেন বসিরহাট মহাকুম আদালত। কিন্তু জামশেদ আলীর ফাঁসির সাজা চাইছে নির্যাতিতা। পকসো কেসটি এখনো বিচার চলছে আদালতে।

বাড়ি যাবার পথে বাঘের সামনে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল মৈপীঠের অনুপম গিরি

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১ ফেব্রুয়ারিঃ সুন্দরবনের দক্ষিন রায় এখন আর শুধু জঙ্গলে থাকে না। সে জঙ্গল ও লোকালয় দুজায়গাতেই অবাধে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। আর কুলতলির মৈপীঠ এলাকায় ঘনঘন বাঘের দেখা পাওয়ায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে এলাকার মানুষ। কিছুদিন আগেই মৈপীঠের দেবীপুরে জানকী দেবীর বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল বাঘ। এ বার একই অভিজ্ঞতা মৈপীঠের বাসিন্দা অনুপম গিরির। শুক্রবার রাতে তিনি শনিবারের বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময়ে তিনি রাস্তায় আচমকা বাঘ দেখতে পান। আতঙ্কে চিৎকার করতে শুরু করেন তিনি। সেই চিৎকার শুনে স্থানীয়রা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। গ্রামবাসীরা সেখানে পৌঁছতেই পালিয়ে যায় বাঘটি। আর আতঙ্কে জ্ঞান হারায় অনুপম। শুক্রবারের রাতের এই ঘটনায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকা বাসীদের মধ্যে। তাঁদের কথায়, ঘনঘন এমন ঘটনা ঘটছে। ফলে সাধারণ মানুষকে সন্ধ্যা নামলেই বাড়িতে ঢুকে পড়তে হচ্ছে। বন দফতর কি করছে। অনুপম শনিবার বলেন, শুক্রবার

রাতে তিনি শনিবারের বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছেও গিয়েছিলেন। সেই সময়ে অন্ধকারে দুটি চোখ জ্বলজ্বল করতে দেখতে পান তিনি। ডোরাকাটা দাগ গায়ে দেখে বাকিটা আর বুঝতে বাকি ছিল না তাঁর। চিৎকার করে ওঠেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হারান। তাঁকে রাতেই জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় মৈপীঠ কোস্টাল থানায় ও বনদপ্তরকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন দপ্তরের কর্মীরা। রাতে গ্রামের জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে রাখেন গ্রামের বাসিন্দারা। ওই এলাকায় লোডশেডিংয়ের সমস্যা থাকায় জেনারেটর ও ভাড়া করে আনা হয় আলো জ্বালাতে। সারারাত গ্রাম পাহারা দেন টাইগার টিম ও বন কর্মীরা। শনিবার সকালে বাঘটি গ্রামের আশেপাশে রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন বনকর্মীরা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বাঘটি মাকড়ি নদী পেরিয়ে লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় চলে এসেছিল। তবে সে আবার জঙ্গলে ফিরে গেছে বলে মনে করছেন বন কর্মীরা। কুলতলি ও মৈপীঠ সহ সুন্দরবন এলাকায় বাঘে আক্রান্ত দের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। আর সেই সংগঠনের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন,বন দফতরের উদাসীনতায় জঙ্গল থেকে বাঘ লোকালয়ে চলে আসছে বারবার।তবে কেন ঘনঘন লোকালয়ে চলে আসছে বাঘ, তবে কি জঙ্গলে খাবার মিলছে না। তবে এসব প্রশ্নের কোনো ব্যাখা বন দপ্তরের থেকে পাওয়া গেল না।

গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য হুগলিতে

দুরন্ত বার্তা, জাঙ্গিপাড়া হুগলি,১ ফেব্রুয়ারিঃ গলার নলি কেটে খুন। গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য হুগলির জাঙ্গিপাড়া থানার ফুরফুরা ফুলবাগান এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ আফসানা বেগম (৩৬) নামে ওই মহিলাকে নিজের ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় পরে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দা। গলা নলি কাটা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, কেউ বা কারা ঘরের মধ্যেই খুন করেছে ওই মহিলাকে। কিন্তু, খুনের নেপথ্য কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।
স্থানীয় বাসিন্দারাই খবর দেন জাঙ্গিপাড়া থানায়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে আসে জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই কোন অস্ত্র দিয়ে মারা হয়েছে, খুনের সময়, ধস্তাধস্তির চিহ্ন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিষ্কার হবে বলে মনে করেছেন তদন্তকারীরা। অন্য কোনওভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে কিনা তাও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে পরিষ্কার হবে বলে মনে করছে পুলিশ। পুলিশ ইতিমধ্যেই পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। ঘটনার নেপথ্যে কোনও পারিবারিক কোন্দলের ঘটনা আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতের দিদি রুকসোনা বেগম বলছেন, তাঁর বোন বাড়িতে একাই থাকতো। স্বামী থাকতো দূরে। মাঝে মাঝে বাড়িতে যাতায়াত করতো। ওই ব্যক্তির আবার একাধিক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। তাই পারিবারিক কোনও জটিলতা থেকে এই খুন কিনা সে বিষয়েও তদন্তে বিশেষ জোর দিচ্ছে পুলিশ।

নামখানা ব্লকের রাজনগর স্কুলে হলো শিবরামপুর পঞ্চায়েতের দুয়ারে সরকার

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ১ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চলছে দুয়ারের সরকারের ক্যাম্প। নানা প্রকল্পের জন্যই আবেদন করছেন এলাকার সাধারণ মানুষজন। শনিবার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের রাজনগর বিশ্বম্ভর হাই স্কুলে শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুয়ারে সরকার ক্যাম্পটির আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত নবম পর্যায়ের এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে এলাকার বিভিন্ন মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল দশটা থেকে শুরু হয় এই কর্মসূচি চলে বিকেল চারটে পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবাশীষ দাস বলেন, মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা জনপ্রিয় প্রকল্প হল দুয়ারে সরকার। সরকারকে একদম মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। মানুষ খুব আনন্দিত এবং উৎসাহের সঙ্গে আজ এই দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পটিকে সাফল্যমন্ডিত করেছে। শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে এই দুয়ারে সরকার প্রকল্পটি আয়োজন হয়। শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রকল্পে আসা আমার এলাকার সমস্ত মানুষজনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ক্যাম্পে আশা একজন বৃদ্ধা বলেন, আজ আমি খুবই উপকৃত। গতবারের ক্যাম্পে কাগজ জমা দেওয়াতে আমি এখন বিধবা ভাতা পাচ্ছি। আজ আমি আমার বৌমাকে নিয়ে এসেছি লক্ষী ভান্ডারের কাগজ জমা দেওয়ার জন্য। এই প্রকল্পে আবেদনকারীদের ফর্ম পূরণের জন্য যাতে কোন সমস্যা না হয় তার জন্যই পঞ্চায়েত কর্মীরা সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করছেন।

মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের শুভ জন্মদিনে দুস্থদের শীতবস্ত্র কম্বল উপহার

নববারাকপুর, ১ ফেব্রুয়ারিঃ খড়দহ বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ৮১ তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে শনিবার দুপুরে বিলকান্দা ২ আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সজল দাসের উদ্যোগে স্থানীয় বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে অসহায় মানুষদের প্রীতি শীত বস্ত্র কম্বল উপহার প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক, উপপ্রধান অঞ্জলি দেউরি, ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী সহ পঞ্চায়েত সমিতির একঝাঁক সদস্য ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। বিলকান্দা ২ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সজল দাস বলেন রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুপ্রেরণা, আবেগ। পঞ্চায়েত সমিতির সকল সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে তার শুভ জন্মদিন পালনে সেবার মনোভাব নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ২৫০ জনকে প্রীতি কম্বল উপহার প্রদান করতে পেরে নিজেরা গৌরবান্বিত হলাম। একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। স্যারের সুস্বাস্থ্য কামনা করি দীর্ঘ পথ চলার শুভ হোক। শীত বস্ত্র কম্বল পেয়ে খুশির হাওয়া বইছে এলাকায়

মাঠে চাষবাস ঘর সংসার সামলে শতাধিক স্বরসতী ঠাকুর তৈরি করে নজর কেরেছে সুন্দরবনের দেবলা

দুরন্ত বার্তা,বসিরহাট,১ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহাকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের হিঙ্গলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপাড়া বছর ৩৮ এর দেবলা সরদার দুস্থ পরিবারের ছেলে মেয়ের পড়াশোনা সংসারে হাল ধরেছেন দেবলা দেবী।

সারা বছর মাঠে গিয়ে বিভিন্ন সবজির টাচ করে জীবিকা নির্বাহ করেন কিন্তু ছোটবেলা থেকে তার হাতের মাটির মৃত্তিকা বিজলী রং তুলি দিয়ে তোলেন সরস্বতী ঠাকুর প্রায় শতাধিক সরস্বতী ঠাকুর হাতের শিল্পকলা সুন্দর বাগদেবী জেলা ছাড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিমা নিয়ে যায় বছরের এই দিনটাকে অপেক্ষা করে থাকেন কবে সরস্বতী পুজো আসবে, তার একমাস আগের থেকে কর্মযজ্ঞে নেমে পড়েন একদিকে যেমন সরস্বতী ঠাকুর তৈরি করে নজর কারছেন স্বামী নারায়ণ সরদার তিনু একজন পটু।

সারা বছর দুর্গা কালী তৈরি করেন দেবলা দেবী জানান এই অর্থ দিয়ে সংসার ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খরচ যোগাড় করেন শিল্পী ডেভোলা দেবী একদিকে মাঠে কাজ সংসার সামলিয়ে তিনি সরস্বতী ঠাকুর তৈরি করে চলেছেন তার প্রশংসায় সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষেরা

শাড়ি পড়ে ফুটবল খেলে তাক লাগিয়ে দিলেন বাসন্তীর মহিলারা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বাসন্তী, ১ ফেব্রুয়ারিঃ এবার সুন্দরবনে অভিনব ফুটবল খেলা হয়ে গেল। সুন্দরবনের মহিলারা এবার শাড়ি পরেই ফুটবলের ময়দান কাঁপালেন। সম্প্রতি সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের রানীগড় গ্রামে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল গয়েশপুর হামরাহী ট্রাস্ট ও ঝড়খালি সবুজ বাহিনী। রান্না আর চাষের কাজ সামলেও যে ফুটবল খেলা যায়, তার প্রমাণ করলেন সুন্দরবনের মহিলারা। উচ্ছ্বাসে ভাসলেন দ্বীপ অঞ্চলের গৃহবধূরা। স্থানীয় হেমা কয়াল,শিখা বৈরাগী, চন্দনা মন্ডল, বন্দনা মন্ডল, শিবানী মণ্ডল, মলিনা বৈরাগী সহ কয়েকজন মাঠ দাপিয়ে বেড়ালেন ফুটবল পায়ে নিয়ে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মেসি, রোনাল্ডো, ভাইচুং ভুটিয়া সুনীল ছেত্রীর নামই জানেন না। তবে কী ভাবে বল পায়ে নিয়ে

প্রতিপক্ষকে কাবু করতে হয় তা তাঁরা ভালোমতোনই জানেন। এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া মহিলারা জানালেন, তাঁরা এই খেলায় অংশগ্রহণ নিয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত। আর খেলার শেষে আকর্ষণীয় পুরস্কার পেয়ে দারুণ খুশি তাঁরা। গয়েশপুর হামরাহী ট্রাস্ট ও ঝড়খালি সবুজ বাহিনীর আয়োজকরা জানান, সুন্দরবনের মহিলাদের প্রতিভাকে সবার সামনে তুলে ধরার জন্যই আমাদের এই আয়োজন। আয়োজকদের দাবি, ফুটবল খেলার মাধ্যমে মহিলারা শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়। তবে আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যক সুন্দরবনের মহিলারা এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন এবং নিজেদের প্রতিভাকে তুলে ধরবেন।

পাথরপ্রতিমায় সমবায় নির্বাচনে একটি আসনেও জিততে পারলো না শাসক দল

দুরন্ত বার্তা, পাথর প্রতিমার, ১ ফেব্রুয়ারিঃ পাথর প্রতিমার সমবায়ের ভোটে ভরাডুবি শাসক দলের। ঝুলিতে একটিও আসন এলো না তাদের। পুরোটাই গেল বিরোধী জোটের হাতে। দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকে তৃণমূলই শেষ কথা। সেই ব্লকের ১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে রয়েছে। কিন্তু দূর্বা চটিতে পঞ্চায়েত একবারও শাসকদলের দখলে আসেনি। প্রতিবারই সিপিএম কংগ্রেসের জোট আধিপত্য বিস্তার করেছে। আর সেই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দূর্বাচটি রাধাকৃষ্ণনগর কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের ভোটে একটিও আসন পেল শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা। শনিবার নির্বাচনে শেষে গণনায় দেখা যায় ৪২ টি আসনের মধ্যে ৪২ টি জোটের দখলে চলে গেছে। চতুর্দিকে উন্নয়নের মধ্যেও শাসক দল একটিও আসন না পাওয়ায় ভাবিয়ে তুলেছে শাসকদলের প্রতিনিধি দের। তবে সমবায়ে বিরোধীশূন্য করায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাড়তি অক্সিজেন পাবে জোট বিরোধী দল এই এলাকায় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

বিহারের দাগী অপরাধী রাজাবাবু গ্রেফতার

হাওড়া, ১ ফেব্রুয়ারিঃ ডাকাতি, খুন সহ একাধিক ঘটনায় অভিযুক্ত বিহারের দাগী অপরাধী রাজাবাবু গ্রেফতার হাওড়ায়। ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে বিহার নিয়ে যেতে আদালতে আবেদন পুলিশের। বিহারের কুখ্যাত দুষ্কৃতি রাজা মাহাতো ওরফে রাজাবাবুকে হাওড়া থেকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিহারের মোজাফফরপুরে একটি বহুজাতিক সংস্থার গোডাউনে ডাকাতি করার সময় এক কর্মীকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত রাজা ও তার দলবল। এরপর ডাকাতি করে পালিয়ে গিয়েছিল তারা। এই ঘটনার তদন্তে নেমে বিহার পুলিশ মোজাফফরপুর থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজা মাহাতো ওরফে রাজাবাবুর হদিস পায় বিহার পুলিশ। এরপর হাওড়া থানা এলাকার নিত্যধন মুখার্জি লেন থেকে রাজা মাহাতোকে গ্রেফতার করে বিহার পুলিশ এবং হাওড়া সিটি পুলিশের একটি দল।

জয়নগরে হয়ে গেল ২০০ বছরের প্রাচীন পালা গানের মনোমুগ্ধকর আসর

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১ ফেব্রুয়ারিঃ গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে পালা গান,পুতুল নাচ, তরজা সহ একাধিক লোক সংস্কৃতি। আর সেই সব অমূল্য সম্পদকে কিছুটা হলেও ফেরানোর কাজে হাত দিয়েছে জিয়েল এন্ড নোশন নামে একটি সংস্থা। তাদেরই উদ্যোগে শুক্রবার রাতে জয়নগর আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সে বসেছিল ২০০ বছরের প্রাচীন পৌরানিক এক পালা গানের মনোমুগ্ধকর আসর। পাঁচালি লোকগীতির একটি ধারা। এতে গানের মাধ্যমে কোনো আখ্যান বর্ণিত হয়। পাঁচালি রচয়িতাদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ৺ দাশরথি রায়। একসময় 'দাশু রায়ের পাঁচালি' সারা বাংলায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। সংস্কৃতির পীঠস্থান জয়নগর মজিলপুরে পন্ডিত কানাইলাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে ২০০ বৎসর আগের রচনা ৺ দাশরথী রায়-এর পাঁচালী গান শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন পালা গান পরিবেশিত হলো। দাশরথি রায়

১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি পাঁচালির আখড়া স্থাপন করেন। তিনি প্রচলিত পাঁচালির রীতি ত্যাগ করে, কবি গানের মতো চাপান-উতোর ভঙ্গীতে পাঁচালিকে সাজান। একই সাথে উৎকৃষ্ট ছড়া যুক্ত করেন। খোদ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একবার বলেন, ''দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটুতাই তাঁর পাঁচালি লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব ছিলনা, এমন নহে, কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পারে নাই। আজও গ্রাম বাংলার অনেক স্থানে লোকের মুখে মুখে দাশু রায়ের পাঁচালী গান শোনা যায়। এই সময় এসে দাঁড়িয়ে প্রায় লুপ্ত হওয়া কিছু প্রাচীন লোকধারা সবার সামনে তুলে ধরতে জিয়েল এন্ড নোশন তাদের 'শিল্প অভিযান এর মধ্যে দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে আনলো এই পালা গান।তাদের এই প্রয়াসে খুশি এলাকার মানুষ।

হাওড়া পুরসভা পরিচালিত মা ক্যান্টিনের উদ্বোধন হাওড়া জেলা হাসপাতাল প্রাঙ্গনে, উদ্বোধনে অরূপ রায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ ফেব্রুয়ারিঃ হাওড়া পুরসভা পরিচালিত মা ক্যান্টিনের উদ্বোধন হলো হাওড়া জেলা হাসপাতাল প্রাঙ্গনে। শনিবার এর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দীপাপপ্রিয়া। সভাপতিত্ব করেন হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর প্রধান ডা সুজয় চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন সৈকত চৌধুরী এবং দেবাংশু দাস, পুরসভার কমিশনার বন্দনা পোখরিয়াল, পুর সচিব মানস দাস, হাওড়া জেলা হাসপাতালের সুপার ডা নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এদিন মন্ত্রী অরূপ রায় জানান, হাওড়া জেলা হাসপাতালে মা ক্যান্টিন চালু হাওয়ায় রোগীদের আত্মীয় স্বজনরা যারা হাসপাতালে তারা উপকৃত হবেন। মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে খাবার পাবেন এখান থেকে। ভাত, সোয়াবিনের তরকারি, ডাল এবং ভাত পাওয়া যাবে এই মা ক্যান্টিন থেকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগ এর আগে হাওড়ায় হয়েছে। এখানে এশিয়ার সবচেয়ে বড় হাট বসে। সেখানে যারা আসে তাঁরাও এখানে খেতে পারবেন। জেলাশাসক, হাওড়া পুরসভার কমিশনার, প্রশাসকমন্ডলী সকলকেই ধন্যবাদ। মানুষ খুশি হলেই আমরা খুশি। আগে যে 'মা' ক্যান্টিন চালু হয়েছিল তাও চলছে। এই ক্যান্টিন সকলের জন্যই খোলা আছে। যারা আসবেন তাঁরাই খেতে পারবেন। এদিন হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প মা ক্যান্টিনের এদিন উদ্বোধন হলো। এর আগে উত্তর হাওড়ায় ১টি এবং ১টি মধ্য হাওড়ায় 'মা ক্যান্টিন আছে। মন্ত্রী অরূপ রায় এই ক্যান্টিনের উদ্বোধন করেন। এখানে হাওড়া হাসপাতালের মানুষ উপকৃত হবেন। এছাড়া এখানে মঙ্গলাহাট বসে। সেখানে বহু মানুষ কেনাবেচার জন্য এখানে আসেন। এই ক্যান্টিনের জন্য তাঁরাও উপকৃত হবেন। এই ক্যান্টিন বছরের প্রতিদিন দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত খোলা থাকবে। এই ক্যান্টিনে ৫ টাকার বিনিময়ে ভাত, ডাল, সবজি, ডিম পাওয়া যাবে। হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হলো।

অন্যদিকে স্বনির্ভর গোষ্ঠী দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর স্থায়ী প্রদর্শনী ও বিপণি স্বাভিমান ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত ফুডকোর্ট রসনার উদ্বোধন হয়ে গেল হাওড়ায়। শনিবার হাওড়া পুরসভার কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় প্রাঙ্গণে এনইউএলএম বিভাগ পরিচালিত নবনির্মিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর স্থায়ী প্রদর্শনী ও বিপণি স্বাভিমান (পৌর নগর জীবিকা কেন্দ্র) ও তৎসহ স্বনির্ভর গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত ফুডকোর্ট রসনার শুভ দ্বারোদ্ঘাটন

হয়। হাওড়া শহরের একমাত্র নগর জীবিকা কেন্দ্রের (সিটি লাইভলিহুড সেন্টার) উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। এর সভাপতিত্ব করেন হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন সহকারি মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী, দেবাংশু দাস সহ প্রশাসক পর্ষদের সকল সদস্য-সদস্যা সহ জেলাশাসক ও পুর কমিশনার। পুর প্রশাসকমন্ডলীর মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী বলেন, হাওড়া পুরসভার ভিতর একটা সিটি লাইভিউ সেন্টার (সিএলসি) তৈরি করা হল। এখানে আমাদের যারা স্বনির্ভর গোষ্ঠী আছেন তাঁদের হাতে তৈরি জিনিস প্রদর্শনের জন্য স্থায়ী জায়গা পেল। এখানে তাঁরা তাঁদের সামগ্রী বিক্রিও করতে পারবেন। এছাড়া হাওড়া পুরনিগমে ৬ হাজার কর্মী আছেন তাঁদের জন্য আগে কোন ফুড কোর্ট ছিল না। এখন এখানে একটা ফুড কোর্ট করা হল। স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই ফুড কোর্ট চালাবেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সহায়তা করার জন্য সরকারের একটি প্রকল্প আছে। তাঁদের সহায়তা করার জন্য এদিনের এই অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী বলেন, আমরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পাশে দাঁড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি। সিটি লাইভলিহুড সেন্টারের মাধ্যমে একদিকে যেমন পণ্যসামগ্রীর স্থায়ী বিপণী ও প্রদর্শনী কেন্দ্র করেছি, তেমনি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত ফুড কোর্ট তৈরি করেছি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তাঁরা যেমন ক্যান্টিন চালাবেন, তার পাশাপাশি তাঁদের হাতে তৈরি জিনিস এখানে বিপণিতে পাওয়া যাবে। আমরা তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৬৩ সংখ্যা, রবিবার ১৯ মাঘ, ১৪৩১

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে সুভাষচন্দ্র

সুভাষের কংগ্রেস ত্যাগের বীজ বপন হয়েছিল ১৯৩৮ সালে তাঁর প্রথমবার কংগ্রেস সভাপতি পদে আসীন হওয়ার মধ্যেই। সুভাষ তো শুধু পদে আসীন হওয়ার জন্য সভাপতি হননি তিনি সভাপতি পদে আসীন হয়ে তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলে দেশকে স্বাধীন করার পাশাপাশি স্বাধীন ভারতের রূপরেখা তৈরিতেও মনোনিবেশ করেছিলেন। প্রথমবার সভাপতি পদে আসীন হয়ে তিনি দেখেন জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগের সাথে কংগ্রেসের মতানৈক্যের জের কেবলমাত্র প্রাদেশিক সরকার গড়ে তোলায় নয় এমনকি সমাজে হিন্দু - মুসলিম ঐক্য ধরে রাখতেও অন্তরায় হয়ে উঠছে। এর জন্য অনেকাংশে তাঁর পূর্বসূরি জওহরলাল দায়ী। ১৯৩৮ সালের ১৪ ই মে তিনি মালাবার হিলে জিন্নার সাথে বৈঠকে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস চালালেও পূর্বসূরির কৃতকর্মের ফলে সফল হলেন না। তবে, কংগ্রেসের একটা অংশ মুসলিম লিগের সাথে সুভাষের সমঝোতা করতে চাওয়াকে ভালোভাবে নিলো না। সভাপতি সুভাষ কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোকে কংগ্রেসের ছাতার তলায় আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু, এই সংগঠনগুলোর বেশিরভাগই ছিল বামপন্থী। ফলশ্রুতিতে, কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী - ডানপন্থী দ্বন্দ্ব দিনদিন আরো বাড়তে থাকলো। যদিও সুভাষের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে এই দ্বন্দ্ব সামাল দেওয়া গান্ধীর প্রশংসা কুড়োলো। সুভাষের সাথে গান্ধীর প্রথম মতবিরোধ দেখা দিল শিল্পনীতি নিয়ে। বিজ্ঞান অনুরাগী সুভাষের ঝোঁক ছিল বড় ও ভারী শিল্প নির্ভর আগামীর ভারত গড়ে তোলার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার দিকে। যোজনা তিনি ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গড়ে তুলেছিলেন। যার মাথায় বসিয়েছিলেন নেহরুকে। অপরপক্ষে, গান্ধী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প নির্ভর ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। সেসময় গান্ধী শিল্পপতি ঘনশ্যামদাস বিড়লা ও রাজনৈতিক কুচক্রী নলিনীরঞ্জন সরকারের দ্বারা চালিত হচ্ছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী গোষ্ঠীর দিকে ঝুঁকে থাকা সভাপতি সুভাষের শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি দরদ দেখে বিড়লা গোষ্ঠের শিল্পপতিরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাছাড়া, ব্রিটিশদের শাসনে এই ধরণের ব্যবসায়ী বা ভূস্বামীরা যথেষ্টই ফুলে ফেঁপে উঠছিলেন তাই তাদের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তেমন বৈরাগ্য ছিল না। আবার তারাই ছিলেন কংগ্রেসের মূল অর্থের যোগানদাতা ও গান্ধী ঘনিষ্ঠ। ফলে, তারা কেউই সুভাষের তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবে তুষ্ট হলেন না। তাদের পরামর্শেই গান্ধী সুভাষ - শরৎ ভ্রাতৃদ্বয়ের কৃষক প্রজা পার্টির সাথে মিলে বাংলায় প্রাদেশিক সরকার গঠনের ইচ্ছায় জল ঢেলে দিলেন। প্রথমবার সভাপতি থাকাকালীন সুভাষের আপোষহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও আগামীর স্বাধীন ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের মনঃপুত হয়নি। ফলে, তারা চাইছিলেন কোনো দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী সভাপতি পদে আসীন হন। তাদের পছন্দ ছিল আবুল কালাম আজাদ। কিন্তু বুদ্ধিমান আজাদ নিজেকে লড়াই থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। ' ইয়েস ম্যান ' এর খোঁজে উঠেপড়ে লাগা গান্ধী ও তার অনুগামীরা।

বাংলা সঙ্গীত জগতে কালজয়ী

কোনো এক গাঁয়ের বধূর কথা। সালটা ১৯৪৫। তখন সদ্য বিবাহিত হেমন্ত ভবানীপুরের বাসায় থাকেন, ইন্দিরা সিনেমার উল্টো দিকে, ইন্দ্র রায় রোডে সস্ত্রীক বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন। একদিন হঠাৎ সেখানে হাজির এক যুবক। এর আগে দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়িতে ঐ যুবকের সাথে হেমন্ত বাবুর আলাপ হয়েছিল, তবে তেমন কিছু নয়। যুবক তখন আইপিটিএ-র সাথে যুক্ত। নতুন সুর করে। আর সেই তৈরি করা সুর আইপিটিএ-র ফাংশান স্কোয়াডেই এখানে ওখানে গেয়ে বেড়ায়। গ্রামোফোন কোম্পানিতে তখনও সুযোগ পায়নি। যাইহোক সেদিন হেমন্তবাবুকে ঐ যুবক বেশ কয়েকটা গান শোনালেন। প্রগ্রেসিভ গান, স্কোয়াড এর জন্য উপযুক্ত। কিন্তু সোলো রেকর্ড করার মতো নয়। গান শুনে হেমন্ত বাবু বেশ প্রসংশাও করলেন, কিন্তু বললেন- এসব গান তো আর রেকর্ড করা যাবে না, অন্য গান থাকে তো দাও। সেই মুহূর্তে ঐ যুবকের অন্য কোন গান মনে পড়ছিল না। শেষে হেমন্তবাবুর থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন, হেমন্ত বাবুও এগিয়ে দেওয়ার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, হঠাৎই ঐ যুবকের একটা আধখানা অসমাপ্ত গানের কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে হেমন্তবাবুকে বলল; হেমন্তদা, একটা অন্য ধরনের গানেরও সুর করেছি। আমারই লেখা। অবশ্য এখনও পুরোটা লেখা হয় নি। তা যেটুকু হয়েছে শোনাব? দুজনেই আবার ফিরে এলেন। ঐ আধখানা গান শুনে হেমন্ত বাবু বললেন- রেকর্ড করার পক্ষে এটাই ঠিক গান! কিন্তু আরো বড় করতে হবে। কাহিনী-সংগীত যখন, রেকর্ডের দু'পিঠের মতো কথা বাড়াও। তাহলে খুব ভাল হবে। তুমি এটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিয়ে এসো। সেই রাতেই ঐ যুবক ঐ গানটা শেষ করে, বাকি অংশটা সুর করে কয়েকদিনের মধ্যেই হেমন্তবাবুর হাতে তুলে দিলেন। ওইসময় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাজার দারুন। যে গানই করছেন, হটকেক! তবে এহেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুপারিশ সত্ত্বেও গ্রামোফোন কোম্পানি রেকর্ড করতে চায়নি সেই গান। তাদের বক্তব্য ; এ সব পাঁচালি কে শুনবে? কে কিনবে? অবশেষে গণনাট্য সঙ্ঘের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা কোম্পানির রেকর্ডিং-ইন-চার্জ ক্ষিতীশ বসু মধ্যস্থতা করেন। ইতিমধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়েছে। ঐ যুবকের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে রাজনীতি করার ফলে। সুতরাং খানাতল্লাশি এড়াতে তিনি আত্মগোপন করলেন। এদিকে সুরকারের অবর্তমানেই হেমন্ত বাবু গানটা রেকর্ড করলেন। যুবক সুরকারের ছকে দেওয়া যন্ত্রানুসঙ্গেই গানটি রেকর্ড করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজেই। কিছু দিনের মধ্যেই এইচএমভি-র শারদ অর্ঘ্যে ঠাঁই হয় সেই কালজয়ী গানের।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শুধু ধর্ম করলেই হবে না। কর্ম করতে হবে। মানব সেবা করতে হবে। জীব সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হব। জাগ্রত করতে হবে। বেদ বেদান্ত পড়ে কোনও কিছু হবে না। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে। পুজো অর্চনা করে কোনও সময়ে দেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা নারী শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নারী জাগরণ তৈরি করতে হবে। নারীর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করতে হবে। ভারতকে জাগরিত করতে হবে। এখন ঘুমানোর সময় নয়। শক্তি তৈরি কর। মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। মাথা নত করবে না। শিরদাঁড়া শক্ত করে দাঁড়াও। সোজা হয়ে দাঁড়াও। একজন ভারতবাসীর অপমান মানে সব ভারতবাসীর অপমান। ভারতকে মাতা হিসাবে দেখতে শুরু করো। মায়ের মুক্তির কথা চিন্তা করো। মাকে স্বাধীন করতে পারলে ভারতবাসী মুক্তি লাভ করবে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য জয় করতে পারবে। না হলে ইউরোপীয়রা ভারতকে বারবার বাধা দিচ্ছে। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তিশালী তরুণরা অংশ গ্রহণ করুক সেটা চাইতেন। তিনি পাড়ায় কুস্তির আখড়া তৈরি করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তরুণরা শরীর চর্চা করুক সেটা তিনি চাইতেন মনেপ্রাণে। তিনি ভারত মাতার মুক্তি কামনা করতেন। সেই কারণে তিনি বারবার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। শিক্ষা শক্তিশালী করতে হবে।

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ক্রমশ বিশ্ব মেলায় পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে এবং আধুনিক কালে তৈরি হচ্ছে ডিজিটাল পুস্তক সম্ভার

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতা বইমেলার একটি আন্তর্জাতিক সম্মান আছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশ এই বইমেলার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এই বইমেলা দিয়ে তাদের দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বাংলার সব মানুষের কাছে বিশেষ করে বইপ্রেমীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। এবারে বাংলাদেশ কলকাতায় বই মেলায় থাকছে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সেখানে ক্রমাগত ভারত বিরোধী স্লোগান ওঠা এবং ভারত বিরোধী মানসিকতা তৈরি হতে শুরু করেছে। তার ফলেই এবারে কলকাতা বইমেলা থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ভারত বিরোধিতা কমলে ভারত সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে সদভাব রেখে চলা যায় কিনা তা ভেবে দেখবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। জার্মান এবারে কলকাতা বইমেলা থিম। এবারে কিন্তু জার্মান থেকে বহু লেখকেরা কলকাতা বইমেলায় উপস্থিত হয়েছে। জার্মান দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সবাই পরিচিত হওয়ার সুযোগ থাকছে। পাশাপাশি জার্মান দেশের লেখক এবং শিল্পীরা একে উপস্থিত হচ্ছেন। তাঁরা এখনকার সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন। জার্মানের শিল্পীরা তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবেন। মোট কথা মেলা জমে উঠতে বেশি সময় নেবে না। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাঙালি কলকাতা বইমেলার দিকে তাকিয়ে থাকে। বইমেলা তো নয়। এটা একটি বিশ্ব সম্মেলন। বইয়ের চাহিদা কোনও সময়ে কমবে না। বরং আরও বেশি করে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ডিজিটাল ভারত গড়ার দিকে সবাই যখন নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে তখনও কিন্তু বইকে একেবারে কেউই ত্যাগ করেনি। তবে বইয়ের পাঠক তৈরি করতে হবে। করোনা সংক্রমণ বইয়ের জগতে একেবারে হ্রাস করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। করোনা সংক্রমণ শেষ হতেই আবার বাঙালিরা কলকাতা বইমেলায় ভিড় করতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু বাঙালিরা কেন কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যারা বসবাস করেন তারা প্রত্যেকে কলকাতা বইমেলায় এসে ভিড় করে। বই কেনার আগ্রহ প্রকাশ করে। কলকাতা বইমেলা ময়দান থেকে বিদায়গ্রহণ করে ছিল। তখন সায়েন্স সিটির বিপরীত মাঠে বইমেলা বসত। সেখান থেকেও বইমেলাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে নিয়ে যাওয়া হল। বহু মানুষের অসুবিধা হয়েছে প্রথমে প্রথমে। কিন্তু তারপরে আজকে বইমেলা যাওয়াটা বেশ সুবিধা হয়ে গিয়েছে। শিয়ালদহের মেট্রো রেলে করে এখন সল্টলেকের করুণাময়ী থেকে বইমেলা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সল্টলেকে সেন্ট্রাল পার্কে গিয়ে বইমেলা দেখে বাড়ি ফিরে আসাটা একেবারে অতি সহজ হয়ে গিয়েছে ভিড় যানজট নেই। বাস প্রচুর রয়েছে। তার ওপরে মেট্রো রেল তৈরি হওয়াতে যাতায়াতে সহজ হয়ে গিয়েছে। অন্য বছরের ন্যায় এবারে বইমেলার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন জার্মান দেশের রাষ্ট্রদূত। জানা গিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আনন্দ বোসও একদিন বইমেলা দেখতে যাবেন। তিনি বলেছেন, কলকাতা বইমেলা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করে রয়েছি। বই কেনার একটা নেশা আমার রয়েছে। বই কিনতে বইমেলাতে যাব। বই কোনও দিন হারিয়ে যাবে না। বইয়ের একটি নিজস্ব জগত রয়েছে। যারা বইকে ভালোবাসে তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। ডিজিটাল যুগে বইকে ত্যাগ করে শুধু মাত্র কম্পিউটারকে নিয়ে বেশ কিছু মানুষ ব্যস্ত থাকবে। ডিজিটাল আধুনিক যুগের হাতিয়ার। কিন্তু বই হচ্ছে সর্বকালের হাতিয়ার। এক হাজার বছর আগেকার বইকে দেখতে পাওয়া যায়। তখন তালপাতায় লেখা হতো। তাকে বলা হতো পুঁথি। আবার কোথায় কোথাও পাথরের ওপরে খোদাই করে লেখা হতো। সেই সব লেখা উদ্ধার করা সম্ভব। সম্রাট অশোকের শিলালিপি থেকে তাঁর সময়কার বহু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। মোঘল যুগের বহু বই এখন সংরক্ষিত রয়েছে। সেই সব বইগুলি হারিয়ে যায়নি। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কিংবা 'মেঘদূতম' কাব্যের পুঁথি আজও দেখতে পাওয়া যায়। আসলে বইকে যতখানি বেশি করে সংরক্ষিত করা যেতে পারে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কিন্তু সেটা একেবারে সম্ভব হবে না। ডিজিটাল ব্যবস্থায় যদি একবার মেশিন বিগড়তে শুরু করে তাহলে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া খুবই মুশকিল। এবং বহু তথ্য সেই সময়ে তথ্য উড়ে যাওয়ার সম্ভব রয়েছে। কিন্তু পুঁথিতে সেটা সম্ভব নয়। হাতের লেখা কোনও হারিয়ে যাবে না। তাকে সংরিক্ষত করে রাখলে বহু বছর ধরে অটুট থাকবে। সেই কারণে বইয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। ডিজিটালকে পাশে রেখে বইকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তারা ছাত্রদের বোঝতে শুরু করেছে য়ে বইকে ভালোবাসতে হবে। বইকে রক্ষা করতে হবে। বইয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে হবে। আগে যখন কলকাতা বইমেলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হতো তখন কলেজ

স্কোয়ার থেকে বের হতো একটি পদযাত্রা। বইয়ের জন্য হাঁটা। সেটা এখন আর হয় না। তার কারণ বইমেলাটা দূরে চলে যাওয়ার জন্য এই বইয়ের জন্য হাঁটাকে রয়েছে বই মেলা প্রাঙ্গনের মধ্যেই। বইয়ের প্রতি আকর্ষন বৃদ্ধি করতে হবে। বই পাঠক তৈরি করবে। এমন সব বই প্রকাশ করতে হবে যার প্রতি পাঠকেরা আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। বই পাঠক সৃষ্টি করলে বইয়ের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। আগেকার লেখকেরা বই প্রকাশ করে পাঠক সৃষ্টি করতো। এমনকভাবে তারা তাদের লেখনি ধরতো যে সেই লেখা বই আকারে প্রকাশ হলেই বাজারে সাড়া পড়ে যেত। যেমন মনে আছে 'আমি সুভাষ বলছি' বইটির কথা। এই বইটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। লেখক শৈলেশ দে এর ফার্ন রোডে একটি কয়লার দোকান ছিল। তিনি দুপুর বেলায় কয়লার দোকানে গিয়ে বসতেন। আবার বিকেল হলে বাড়ি ফিরে যেতেন চা খেতে। সন্ধ্যার সময়ে আবার দোকানে এসে বসতেন। সেই সময়ে 'আমি সুভাষ বলছি' বইটির জন্য বিশাল লাইন হয়েছিল বইয়ের দোকানের সমানে। ভিড় সামাল দেওয়া একেবারে মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ ডেকে ভিড়কে সামাল দিতে হয়েছিল। তার ওপরে লেখাতে গল্প বলার কৌশলে নেতাজীর জীবনী এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কথা বিবৃত করে গিয়েছিলেন। কি অসাধারণ তাঁর লেখার ধার। একবার বইটি পড়তে শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত বইটিকে ছাড়া সম্ভব হয় না। তখন লাইব্রেরী কালচার ছিল। লাইব্রেরীর সদস্যরা আগাম রিকুইজেসন দিয়ে রাখতো বইটি পড়ার জন্য। এক সপ্তাহের বেশি কাউকে 'আমি সুভাষ বলছি' বইটি রাখতে দেওয়া হতো না। তার বইটি পড়ার জন্য তখন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল লাইব্রেরীর অধিকাংশ সদস্যরা লাইন দিয়ে বসে রয়েছে।

বই পাঠক তৈরি করে সেটা বোঝা উচিত। বিমল মিত্র 'আসামি হাজির' বইটি লিখলেন। সেই বইটিও পাঠক তৈরি করেছে। বিশাল আকারে

লেখার সমাহারে বইটি তৈরি হয়েছে। এই বিশাল বইটির গল্পের মধ্যে একটি ছন্দ রয়েছে। সেই লেখার ছন্দই পাঠকদের বই পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে। বিমল মিত্রের আর একটি বই রয়েছে তার নাম হচ্ছে 'বেগম মেরি বিশ্বাস'। মহাভারত আকারে বই বলা যেতে পারে। বাংলার নবাবের পতন এবং ইংরেজ শাসনের সূচনার পটভূমিকায় বইটি লেখা হয়েছে। বইটি পড়তে শুরু করলে একেবারে শেষ না করে ওঠা একেবারে অসম্ভব। বিশাল আকারের লেখা উপন্যাসটি পড়তে একেবারে বিরক্ত লাগবে না। তখন বই পড়ারা একটা নেশা ছিল। আবার উল্লেখযোগ্য লেখকেরাও ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই উন্নতমানের বই লিখতে পারতেন। শংকরের লেখা 'কত অজানারে' বইটি কতগুলি সংস্করণ হয়েছে তা বোধ হয় কেউ জানে না। প্রতি বছরই এই বইটি সংস্করণ হয়েছে। বাঙলিরা প্রত্যেকেই এই বইটি পড়েছেন। আবার তাঁর লেখা আর একটি বই 'চৌরঙ্গী' বইটিও খ্যাতি অর্জন করেছে। বাঙালি জীবনে 'স্যাটা বোস' চরিত্রকে নিয়ে আসেছিলেন লেখক শংকর। ফার্ন রোডে আর একজন গোয়েন্দা লেখক থাকতেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার নীহাররঞ্জন রায়। তিনি গোয়েন্দা উপন্যাস গল্প লিখতেন। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্র ছিল কিরীটী রায়। 'কালো ভ্রমর' বিখ্যাত গোয়েন্দা বই। দস্যু কালো ভ্রমরের সঙ্গে কিরীটা রায়ের গ্রেফতারের গল্প। দস্যু কালো ভ্রমরকে ধরতে পারছে না গোয়েন্দা কিরীটি। দস্যুকে ধরতে বর্মা পর্যন্ত ছুটে গিয়েছে। চোখে ধুলো দিয়ে দস্যু কালো ভ্রমর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কিরীটী তাকে ধরতে পিছু ধাওয়া করেছে। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো গল্প। আসলে বই লেখা হবে একেবারে সরস করে। সরস বই লেখক হতে পারলে তাকে আর বই ছাপানোর কথা চিন্তা করতে হবে না। পাঠকেরা প্রকাশদের বিবক্ত করে ছাড়বে। প্রকাশ নিজেদের বাঁচার তাগিদে লেখকের বইটি প্রকাশ করবে। প্রকাশ হয়ে বইটি অপেক্ষামান পাঠকদের হাতে পড়তে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পারে প্রকাশকেরা। কার্টুন শিল্পী নায়ারণ দেবনাথ নিজে ছবি আঁকতেন এবং গল্প লিখতেন। তিনি নিজেই সেই গল্প তৈরি করতেন। তাঁর সৃষ্টি চরিত্রগুলির মধ্যে বিখ্যাত হয়েছে 'বাঁটুল দি গ্রেট' এবং 'হাঁদা ভোঁদা'। এই সব কার্টুন এক সময়ে পাঠক সৃষ্টি করেছিল। শিশু পাঠক তৈরি হয়েছিল। এখন শিশুরা মোবাইল দিয়ে কার্টুন দেখে। কিন্তু যখন মোবাইল ছিল না তখন ছিল 'শুকতারা' এবং 'শিশুসাথী' বা 'মৌচাক' এর মতো শিশুদের মাসিক পত্রিকাগুলি। শিশুদের বহু বইও ছিল পড়ার মতো। 'ঠাকুমার ঝুলি', 'রাক্ষস খোকস', 'ঠাকুরদার ঝুলি'। এই সব বইগুলি শিশুদের পড়তে উৎসাহ দিত বাড়ির অভিভাবকেরা। কিন্তু আজকে সেই অভিভাবকেরা নেই। তারা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। 'নবকল্লোল' পত্রিকা ছিল। ছিল 'দেশ' পত্রিকা। দেশ পত্রিকা তো লেখক এবং পাঠক সৃষ্টি করতো। তারা যেসব গল্প উপন্যাস এবং প্রবন্ধ প্রকাশ করতে তা বই আকারে বের করতে প্রকাশকেরা লেখকের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হতো। আজকে সেই জগতটা একেবারে উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। এখন লেখকদের প্রকাশক খুঁজে বের করতে হয়। প্রকাশকেরা লেখক খুঁজতে বের হয় না। তার কারণ বোধ হয় ভালো লেখক সৃষ্টি হচ্ছে না। জনপ্রিয় লেখকদের বয়স হয়ে গিয়েছে। ফলে তারা আর লিখতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। আবার নতুন শক্তিশালী লেখক বা কবি তৈরি হচ্ছে না। তবে যেভাবে এর মধ্যে বইমেলা ক্রমশ আকর্ষন বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বাংলার সংস্কৃতি রক্ষা পাচ্ছে। বাংলার হারিয়ে যাওয়া যে মানসিকতা তাকে ফিরিয়ে দিতে পারছে বইমেলা। বইমেলাতে শুধু প্রকাশকেরা আসছে তা নয়। বইমেলাকে ঘিরে সঙ্গীত শিল্পী থেকে শুরু করে চিত্রশিল্পীরাও এসে উপস্থিত হচ্ছে। লিটল ম্যাগাজিনকে বইমেলার কর্তৃপক্ষ স্টল করার অনুমতি দিয়েছে। তার ফলে গ্রাম বাংলা থেকে শুরু করে শহর বাংলায় যেসব ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে তার সঙ্গে পাঠকেরা পরিচিত লাভ করতে পারছে। শহরের কোলাহল থেকে দূরে নির্জন স্থানে বইমেলা হওয়াতে সবাই খুশি। বইমেলার পরিবেশটা ক্রমশ সুস্থ হতে শুরু করেছে।

নোবেল পুরস্কার জয়ী মাদাম মেরি কুরিকেও বহু গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অসত্যে

বিশেষ প্রতিবেদক

ইয়ে মানে আপনি নোবেল পাচ্ছেন বটে, কিন্তু প্রাইজটা নিতে আসবেন না প্লিজ। এমন চরিত্রহীনা নারী পুরস্কার নিতে এলে খুব বদনাম হবে আমাদের! আমরা.... আমরা আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দেব প্রাইজ। ১৯১১ সাল। সারা

দুনিয়াকে চমকে দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য নোবেল প্রাইজ ঘোষণা হল বিজ্ঞানী মাদাম মেরি কুরির নামে। তার আগে দ্বিতীয়বার নোবেল কেউ পাননি। তাও আবার দুটো আলাদা বিভাগে!

অথচ কী আশ্চর্য, নাম ঘোষণা করেই স্টকহোমের নোবেল কমিটি তড়িঘড়ি মেরি কুরিকে চিঠি লিখল, দয়া করে আপনি কিন্তু পুরস্কার নিতে আসবেন না। আমরা আমাদের বদনাম চাইছি না। প্লিজ মাদাম! আমরা আপনাকে পুরস্কারটি পাঠিয়ে দেব যথাসময়ে।

মেরি কুরি বিস্মিত। আহতও। আটবছর আগে স্বামী পিয়েরের সঙ্গে যৌথভাবে যখন প্রথম নোবেল প্রাইজটি পেয়েছিলেন, অসুস্থতায় দুজনের কেউই যেতে পারেননি, এবার কেন যাবেন না? তিনি তো কোন অন্যায় করেননি! দৃঢ়ভাবে তিনি জানিয়ে দিলেন,আমি পুরস্কার নিতে যাব। যাবই। ধন্যবাদ। নোবেল কমিটি পড়ল মহা ফ্যাসাদে। মেরি কুরির নাম যখন ইন্টারনাল কমিটিতে চূড়ান্ত হয়েছে, তখনো অবধি যে তাঁদের হাতে এসে পড়েনি হাতে গরম ফরাসী সংবাদপত্রগুলো! কিন্তু সেগুলোয় যে এখন ছেয়ে যাচ্ছে কেচ্ছা। বিশ্বের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী মাদাম মেরি কুরি নাকি পরকীয়ায় লিপ্ত! তাও আবার মৃত স্বামীর ছাত্র পলের সঙ্গে।

নানারকম কাল্পনিক প্রতিবেদনে তখন ফরাসী মিডিয়া লাগাতার আক্রমণ করে চলেছে দেশের সবচেয়ে প্রতিভাবান নারীটিকে। দেশের নাগরিকরা জঘন্যতম বিশেষণে ছিছিক্কার করছে। সবার মনেরই চাপা অসন্তোষ ফেটে বেরোচ্ছে এখন উল্লাসে। আহা, গত কয়েক দশক ধরে যতই দেশের নাম উজ্জ্বল করুক, মেয়ে হয়ে এত বাড়বাড়ন্ত কি ভাল বাপু? মেয়ে হয়েছ, আর্ট পড়ো, তা নয় সায়েন্সে গেছে। দেশের পুরুষগুলো বসে আছে, আর যত রাজ্যের পুরস্কার থেকে বড় বড় বিজ্ঞান সংস্থার মাথায় কিনা একটা মেয়েমানুষ!

বিখ্যাত প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে তাবড় তাবড় অধ্যাপকরা পড়ানোর সুযোগ পান না। সেখানে কিনা প্রথম মহিলা অধ্যাপক হিসেবে জয়েন করেছেন। না, এতটা মেনে নেওয়া যায় না। সুযোগ যখন একটা পাওয়া গেছে, সেটা কেউ ছাড়ে? তার ওপর মেরি ফ্রান্সের ভূমিকন্যা নন, পোল্যান্ডে জন্ম তাঁর। অন্য দেশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসায় জনসাধারণের আক্রোশ হয়ত আরো বেশি।

নিজের জগতে এমনিই বহু পুরুষ বিজ্ঞানী সহ্য করতে পারতেন না মেরিকে, তাঁরাও পরোক্ষ সমর্থনে তাতাতে লাগলেন জনতাকে। কেউ পল মেরির পরকিয়া নিয়ে আজগুবি সাক্ষাতকার দিয়ে লাইমলাইটে আসতে চাইছিলেন, কেউ অন্য কোনভাবে। বিংশ শতকের গোড়ার রক্ষণশীল ইউরোপীয় সমাজ ফুঁসছিল। এই মেয়েই কিনা আগে গর্বোদ্ধত সুরে বলেছিল, মানুষ হওয়ার যাবতীয় অধিকার আমাদের সমাজে পুরুষরাই মনোপলি নিয়ে রেখেছে। উদ্ধত মেয়েটাকে এবার বাগে পাওয়া গেছে। মেরির স্বামী পিয়ের শুধু তাঁর জীবনসঙ্গী ছিলেন না, ছিলেন গবেষণার সহকর্মী থেকে সবচেয়ে কাছের বন্ধু। সেই পিয়েরের হঠাৎ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে মেরি একেবারে ভেঙে পড়ে ছিলেন। কাজে হারিয়ে ফেলেছিলেন উৎসাহ। সেই সাংঘাতিক মানসিক বিপর্যয়ে তিনি হয়ত মানসিক আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন পদার্থবিদ পল লজেভঁ-র কাছে। পল ছিলেন পিয়ের কুরিরই ছাত্র, মেরির চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট। পলের সঙ্গে মানসিক আদানপ্রদানে মেরি ক্রমশই জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসছিলেন। পল নিজেও বিবাহিত ছিলেন, যদিও স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে আগেই। আলাদা থাকেন বহুদিন।

দুই একাকীত্বে ভোগা বিজ্ঞানীর বন্ধুত্ব হয়ত দুজনকেই শান্তি দিচ্ছিল। কিন্তু পলের প্রাক্তন স্ত্রী জেনি কী করে যেন পেয়ে গেলেন দুজনের কিছু চিঠিপত্র! রাগে ক্ষোভে উন্মত্ত জেনি মেরিকে খুনের হুমকি তো দিলেনই, দেশের কাছে দেবীস্বরূপা মেরির ইমেজ একেবারে টুকরো টুকরো করে দিতে সেই চিঠিগুলো তুলে দিলেন মিডিয়ার হাতে।

ব্যাস, আর কি! মিডিয়া লুফে নিল। সাধারণ চিঠির ওপর ক্রমাগত রঙ চড়িয়ে পরিবেশিত হতে লাগল রগরগে কেচ্ছা। এমনকি কিছু কিছু কাগজে কিস্তিতে ছাপা হতে শুরু করল মেরি, পলের কাল্পনিক প্রেম কাহিনী। প্রকাশিত হতে লাগল পলের স্ত্রী ও শ্বাশুড়ির সাক্ষাৎকারও। পল যে আগে থেকেই বিবাহ বিচ্ছিন্ন, সেই তথ্যটাকে 'ফুটেজ' এর লোভে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হতে লাগল, বারবার বলা হতে লাগল, মেরি পলের সংসার ভাঙছেন।

সাংবাদিক গুস্তেভ টেরি আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে লিখলেন, আসলে পিয়ের বেঁচে থাকতেই এই পরকীয়া শুরু। পিয়েরের মৃত্যু মোটেই অ্যাক্সিডেন্ট নয়, স্ত্রীর এই বিশ্বাসঘাতকতায় পিয়ের নিজেই ঘোড়ার গাড়ির তলায় ঝাঁপ দিয়ে সুইসাইড করেন।

এমন জলজ্যান্ত মিথ্যাচারে মেরি হতবাক। স্বামী পিয়ের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন মেরির প্রিয়তম বন্ধু। তিনি জীবিত থাকার সময়ে পলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তো দূর, ভালভাবে পরিচয়ও ছিল না মেরির। কিন্তু উত্তেজিত জনতা আর কবে যুক্তি দিয়ে কিছু বুঝতে চেয়েছে? যুক্তির চেয়ে গুজবের শক্তি বরাবরই বেশি। সাংবাদিক গুস্তেভ টেরির ওই প্রতিবেদনে আগুনে ঘি পড়ল যেন। জ্যান্ত মানুষের সম্মানের চেয়ে মরা পিয়েরকে ছদ্ম সমবেদনা জানানোর লোক কয়েকশো গুণ বেশি।

যে মানুষটা বিশ্ব দরবারে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন, সেই মেরি কুরিরই বাড়ি ঘেরাও করে চলল উন্মত্ত জনতার বিক্ষোভ আর তাণ্ডব। সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ আর হুমকি। সন্তানদের নিয়ে তখন ভয়ে কুঁকড়ে রয়েছেন নোবেলজয়ী কিংবদন্তী বিজ্ঞানী মেরি।

বড় মাপের মানবিক চিন্তা নিয়ে সত্য কথা

শঙ্করলাল কর্মকার

বাড়ির দরজায় টোকা দিয়ে ডাকপিয়ন হাঁক পাড়লেন,কে আছেন ? চিঠি আছে নিয়ে যান। ভেতর থেকে একটা মেয়ের কণ্ঠ ভেসে উঠলো... আসছি, একটু অপেক্ষা করুন। মিনিট পাঁচ হয়ে গেলে কেউ না আসায় ডাকপিয়ন আবার বললেন, আরে ! কেউ আছেন? আপনাদের চিঠি নিয়ে যান।আমাকে আরও অনেক জায়গায় চিঠি দিতে যেতে হবে। মেয়েটির কণ্ঠ আবার ভেসে এলো, পোস্টম্যান কাকা তাড়া থাকলে চিঠিটা দরজার নিচ দিয়ে দিয়ে দিন। আমি আসছি, আর একটু সময় লাগবে। এবার ডাকপিয়ন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, না, আমি অপেক্ষা করছি। রেজিষ্টার্ড চিঠিতো,সি করতে হবে। এরপর প্রায় দশ মিনিট পর দরজা খুললো। পোস্টম্যান দেরির জন্য সত্যি সত্যিই খুব রেগে গিয়েছিল , মেয়েটিকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দরজা খোলার সাথে সাথে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন এবং তার সমস্ত রাগ মুহুর্তের মধ্যে উবে গেল।

তার সামনে উপস্থিত মেয়েটি একজন প্রতিবন্ধী যার দুটি পাই নেই। মেয়েটি বিনম্র ভাবে পোস্টম্যানের দিকে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা দিতে বললো। ডাক পিয়নও নিঃশব্দে চিঠিটি দিয়ে তাকে সই করিয়ে চলে গেলেন। প্রতিবন্ধী মেয়েটি দিনের বেশির ভাগ সময়ই বাড়িতে একা থাকত। তার মা নেই আর বাবা কাজের জন্য রোজ বাইরে যেতেন।

মেয়েটির দেখাশোনার জন্য ও রান্নাবান্নার জন্য এক ভদ্রমহিলা সকাল-সন্ধ্যা আসেন। দিনের বাকি সময় মেয়েটি তার বাড়িতে সম্পূর্ণ একা থাকত। সময় যেতে থাকল। কখনো দিন পনেরো, কখনো মাসে, কখনো বা দু'মাসে একবার, যখনই সেই মেয়েটির জন্য কোনও চিঠি আসতো, পোস্টম্যান ডাকতেন এবং মেয়েটি দরজায় না আসা পর্যন্ত শান্তভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। ধীরে ধীরে তাদের বন্ধুত্ব এবং মানসিক সংযোগ বাড়তে থাকে। একদিন মেয়েটি খুব মনোযোগ দিয়ে পোস্টম্যানের দিকে তাকাল এবং দেখতে পেলো যে তাঁর পায়ে জুতো নেই। তিনি সব সময় খালি পায়েই চিঠি বিলি করতে আসেন। দেখতে দেখতে বর্ষাকাল এসে গেল। একদিন ডাকপিয়ন এসে চিঠি পৌঁছে দিয়ে চলে গেলে, মেয়েটি ভেজা কাদায় পোস্ট ম্যানের দু'পায়ের ছাপের ওপর দুটো কাগজ রেখে পায়ের ছাপের ছবি তুলল। পরের দিন তিনি তার বাড়ির কাজের ভদ্রমহিলাকে দিয়ে ওই সাইজের জুতা কিনে আনিয়ে বাড়িতে রাখল। দীপাবলি আসার ঠিক আগে পোস্টম্যান উৎসবের জন্য এলাকার সমস্ত বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বখশিস চাইতে লাগলেন। কিন্তু উনি ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে দেখা করবেন ঠিক করলেন আর এও ঠিক করলেন মেয়েটির কাছে কোন বখশিস উনি নেবেন না। সেই সঙ্গে ভাবতে লাগলেন, উৎসবের সময় একটা ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে খালি হাতে দেখা ঠিক হবে না। তাই মেয়েটির জন্য কিছু চকলেটও কিনলেন। মেয়েটির বাড়িতে এসে দরজায় কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে একটা আওয়াজ এলো কে? আমি তোমার পোস্টম্যান কাকা। মেয়েটি এসে দরজা খুললে ডাকপিয়ন কাকা তার হাতে চকলেট দিয়ে বলল, এগুলো দেওয়ালীতে তোমার গরীব কাকুর উপহার। মেয়েটি খুব খুশি হোল এবং পোস্টম্যানকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলল। তারপর সে তার বাড়ির ভেতর থেকে একটি বড় বাক্স নিয়ে এসে পোস্টম্যানের হাতে দিয়ে বললেন, কাকা দীপাবলিতে তোমার জন্য আমার ছোট্ট উপহার।

‘খাগের কলম’ ফিরিয়ে আনে শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যের ইতিহাস

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ একদিনের প্রয়োজন হলেও আজও এই কলম ফিরিয়ে আনে শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যের ইতিহাস! আর একদিন পরই সরস্বতী পুজো। আর সরস্বতী পুজো মানেই খাগের কলম। এখন থেকেই জলপাইগুড়ির বাজারে পুজোর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। এ'বছরও খাগের কলমের চাহিদা বেশ ভালো। হাসি ফুটেছে বিক্রেতাদের। নতুন প্রজন্মের অনেকেই জানেন না কী এই খাগের কলম? তাই বইয়ের পাতা নয়, বাগদেবীর আরাধনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা খাগের কলম এখন বাজারে টিকে থাকার জন্যে অস্তিত্বের লড়াই চালাচ্ছে। সরস্বতী পুজোর আগে একদিনের জন্য আলোচনায় আসে,

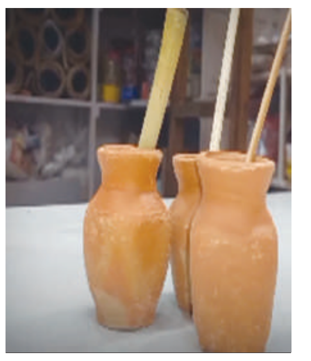

বিক্রি হয় কিছুটা, তারপর ফের চলে যায় স্মৃতির আড়ালে। কিন্তু, বছরে একদিনের জন্য হলেও পুরনো স্মৃতি তাজা করে যায় খাগের কলম। সাধারণ মানুষের কথায়, খাগের কলম ছাড়া সরস্বতী পুজো ভাবাই যায় না। কাঁচা দুধে ডুবিয়ে বেলপাতায় ওম সরস্বতৈঃ নমঃ লেখাই তো সরস্বতী পুজোর আসল অনুভূতি। সেই কলমেই খাতার প্রথম পাতায় নাম লেখাও একটা নস্টালজিয়া। আজও বছরের এই দু'দিন কিছু পরিবার খাগের কলমের বিক্রির উপর নির্ভরশীল। বছরের মাত্র এক-দুইদিন ভালো বিক্রি হলেই তাদের মুখে হাসি ফোটে। বাজারে এখনও খাগের কলম মিলছে, তবে আগামীতেও কি থাকবে? সে প্রশ্নের উত্তর কারও জানা নেই! প্রযুক্তির আশীর্বাদে এখন চাইলেই মুহূর্তে বার্তা পাঠানো যায়। অথচ, এই ছোট্ট কলম একসময় আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল। তবু আজও কিছু মানুষ রয়েছেন, যাঁরা ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়-পরের প্রজন্ম কি জানবে খাগের কলমের গল্প?

বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমান সহযোদ্ধার উদ্যোগে ও বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থা, কৃষ্ণপুর উচ্চবিদ্যাল এবং বর্ধমান মডেল স্কুলের সম্মিলিত সহযোগিতায় কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় শনিবার। এদিনের প্রতিযোগিতায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারপার্সন কাকলি গুপ্ত তা, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, বর্ধমান মহিলা থানার আইসি কবিতা দাস, বর্ধমান মহিলা থানার প্রাক্তন আইসি বনানী রায় গলসি কলেজের অধ্যাপক সৌরবধী ভট্টাচার্য্য, ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন মুখার্জি, মানুষ মানুষের জন্য সংস্থার সভাপতি শেখ পিন্টু, কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌমেন কোনার, সহযোদ্ধার সভাপতি জগন্নাথ ভৌমিক প্রমুখ। এদিনের কর্মসূচিতে অংকন, গান এবং আবৃত্তি এই তিনটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। প্রথম- দ্বিতীয়- তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কার এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য শংসাপত্র এবং ছোট্ট উপহার। প্রতিযোগিতা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেই অনুষ্ঠান থেকে বর্ধমান ব্লাইন্ড একাডেমি সহ অন্যান্য বিদ্যালয়ের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এবং যুবক-যুবতীরা আবৃত্তি এবং সংগীতে অংশগ্রহণ করে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের দ্বারাই সম্পূর্ণ হয়। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগের ৯০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

গরুর পাশাপাশি উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার ৫ দুষ্কৃতী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ গরুপাচার চক্রের আড়ালে অস্ত্রপাচারের ছক? শুক্রবার মধ্যরাতে বাঁকুড়া জেলার তালড্যাংরা এলাকা থেকে গরু-সহ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় এই যোগ আরও স্পষ্ট হল। গরু চুরি করে পালাতে গিয়েও শেষ রক্ষা হল না। জয়পুর ও কোতুলপুর পুলিশের হাতে বমাল ধরা পড়ল দক্ষিণ ২৪ পরগনার রবীন্দ্রনগর থানা এলাকার ৫ দুষ্কৃতী। তাদের কাছ থেকে একটি দেশি বন্দুক-সহ এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ, ২টি ভোজালি এবং একগাছি দড়ি। আটক করা হয়েছে ৫টি গরুকেও। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে অচিন্ত্য রায় নামে ৬০ বছরের এক বৃদ্ধ জয়পুরের বনকাটি গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। বাকি দুষ্কৃতীদের মধ্যে মোজাম্মেল মণ্ডল, শেখ ইসলাম, সরফরাজ খান ও রঞ্জিত দোলুই দক্ষিণ ২৪ পরগনার রবীন্দ্রনগর থানার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। এদের প্রত্যেকেরই বয়স ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। ধৃতদের কাছ থেকে অস্ত্র ছাড়াও নগদ ১০,১৮০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এদিন বিষ্ণুপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মকসুদ হাসান সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, কয়েকদিন ধরেই জয়পুর ও কোতুলপুর থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে গরু চুরির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল। সেই চক্রকে ধরার জন্য জয়পুর থানা এবং কোতুলপুর থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালাতে থাকে। শুক্রবার আমরা জানতে পারি, দক্ষিণ বাঁকুড়ার তালড্যাংরা এলাকা থেকে দুষ্কৃতীরা বেশ কিছু গরু চুরি করে পালানোর চেষ্টা করছে। তখন জয়পুর থানা এলাকায় নাকা চেকিং বসানো হয়। আনুমানিক রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ একটি ছোট লরিকে পুলিশ আটকায়। যার মধ্যে ৫টি গরু-সহ একাধিক ব্যক্তি ছিল। পুলিশ গাড়ি আটকাতেই কয়েকজন ছুটে পালিয়ে যায়। ওই গাড়ি থেকে ৫ জনকে পুলিশ ধরতে পেরেছে। গরু নিয়ে যাওয়ার জন্য বৈধ কোন কাগজ তারা দেখাতে পারেনি। এরপরই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। পুলিশের জেরায় তারা গরু চুরি করে পাচারের কথা কবুল করে বলে জানা যায়। আরও খবর পাওয়া গেছে যে তাদের সঙ্গে আরও একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ৫ দুষ্কৃতীকে শনিবার বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ওই দুষ্কৃতীদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে সম্পূর্ণ পাচার চক্রকে ধরার চেষ্টা করছে বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

মাটি বোঝাই নৌকা বাজেয়াপ্ত করল ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ দিনের পর দিন অবৈধভাবে ভাগীরথী নদীর চর কেটে চলছিল অবাধে মাটি পাচার। শনিবার সকালে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে প্রাচীন মায়াপুর জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন গঙ্গার ঘাটে যৌথ অভিযান চালায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও নবদ্বীপ থানার পুলিশ। অভিযান চালিয়ে একটি মাটি বোঝাই নৌকা বাজেয়াপ্ত করে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। যদিও মাটি পাচারের ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারিনি পুলিশ। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক সোমদীপ চক্রবর্তী জানান, বেশ কিছুদিন ধরেই খবর আসছিল মন্দির নগরী মায়াপুর নিদয়া অঞ্চলে ভাগীরথী নদীর চরের মাটি কেটে বেআইনিভাবে মাটি পাচার করছিলেন মাটি মাফিয়ারা। শনিবার সকালে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি মাটি বোঝাই নৌকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও এই অভিযানে কাউকে গ্রেফতার করতে পারিনি পুলিশ। অভিযানের খবর পেয়ে চালক সহ সকলেই নৌকা ফেলে পালিয়ে যায় বলে জানায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক সোমদীপ চক্রবর্তী। ভূমি রাজস্ব দপ্তরের ওই আধিকারিক জানান, শুক্রবার গভীর রাত থেকে শুরু হয়েছে গৌরাঙ্গ সেতু সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে মাটি পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান। তিনি জানান,

এই অভিযানে বেশ কিছু ট্রাক্টরের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়েছে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে। ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক জানান, ভাগীরথীর খাত থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এমনকি ক্ষতি হতে পারে চৈতন্যভূমি নবদ্বীপের গর্ব গৌরাঙ্গ সেতু। পাশাপাশি এই ধরনের কার্যকলাপে নদীর গতিপথ বদলে যাওয়ারও প্রবল আশঙ্কা রয়েছে বলে জানান ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক সোমদীপ চক্রবর্তী। অবৈধ মাটির পাচারকারীদের বিরুদ্ধে লাগাতর অভিযান চলবে বলে জানান, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক।

নারী সুরক্ষায় ‘স্মার্ট শক জুতো’ বানিয়ে তাক লাগল দশম শ্রেণীর ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ নারী সুরক্ষায় এবার অভিনব আবিষ্কার দশম শ্রেণীর ছাত্রের। নদীয়ার শান্তিপুর এম এন উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র ঋত্বিক সাহা সামাজিক মাধ্যম এবং চ্যাট জিপিটির সাহায্য নিয়ে নারী সুরক্ষায় বানিয়েছে স্মার্ট শক সু। ৩ হাজার টাকা খরচ করে এই অভিনব জুতো বানিয়েছে ঋত্বিক। এই বিষয়ে ছাত্র জানায়, এই জুতো পরে মহিলারা রাস্তায় বেরোলে কোনো দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলে জুতোর মাধ্যমে প্রাণ বাঁচাতে পারবে। এই জুতোতে রয়েছে ইলেকট্রিক শক। শুধু তাই নয়, জুতোয় থাকা সেন্সর আক্রান্তের পরিবারে পাঠাবে ম্যাসেজ এবং জিপিএস এর মাধ্যমে দেবে লাইভ লোকেশন। তবে এই জুতো বানিয়ে এখন রীতিমতো শান্তিপুরে চর্চায় ঋত্বিক। মাত্র ১০ দিনে বানিয়ে ফেললেন এই স্মার্ট জুতো। বন্ধুরাও এই জুতো বানাতে তাকে সাহায্য করেছে বলেও জানায় ঋত্বিক। তবে তার ইচ্ছে বড় হয়ে আরও নতুন নতুন কিছু আবিষ্কার করার। অন্যদিকে দশম শ্রেণীর ছাত্রের এই অভিনবত্বতে মুগ্ধ হযেছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও। ঋত্বিক এও জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে নারীদের নিরাপত্তা নেই, বাড়ির বাইরে বেরোলে মেয়েরা কতটা সুরক্ষিত তা নিয়ে সবসময় চিন্তিত থাকে পরিবার। তবে আগামী দিনে এই জুতো মেয়েদের সুরক্ষার জন্য হতে চলেছে এক অন্যতম হাতিয়ার। এক প্রকার মেয়েদের রক্ষা কবজ বলা যেতেই পারে।

শুরু হল পঞ্চম মালদা জেলা গ্রামীণ বইমেলা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভাষা দিয়ে সম্প্রীতি গড়বো এই স্লোগানকে সামনে রেখে সামসী কলেজ ময়দানে শুরু হল পঞ্চম মালদা জেলা গ্রামীণ বইমেলা। চলবে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বইমেলার উদ্বোধন করেন নাট্যকার পরিমল ত্রিবেদী। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন সামসী রেলওয়ে স্টেশন থেকে সামসী কলেজ ময়দান পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের প্রচারে বিশেষ ট্যাবলো, ফেস্টুন, ব্যানার নিয়ে এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আযোজন করা হয়। শোভাযাত্রায় পা মেলায় সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা, সমাজসেবী সংগঠনের সদস্যরা, চাঁচোল ২ নং ব্লকের আনন্দধারা সদস্যরা ও বই প্রেমীরা। বইমেলায় উদ্বোধনের দুপুরে দেখা যায় পাঁচ- ছয়টি বইয়ের স্টল বই সাজিয়ে রেখেছে, বাকি স্টল গুলো ফাঁকা। তবে বইমেলা কমিটির সম্পাদক তথা চাঁচল ২ নম্বর ব্লকের বিডিও সান্তনু চক্রবর্তী জানান, বিভিন্ন প্রকাশকের উপস্থিতে বইমেলার স্টলের লটারি হয়ে গেছে। প্রকাশকরা চলে এসছেন। বইমেলার প্রথম দিন দূর দুরান্ত থেকে প্রকাশকরা এসেছেন, তাই স্টল সাজাতে দেরি হচ্ছে। এছাড়াও তিনি জানান বইমেলার পাঁচ দিনই থাকবে নানা অনুষ্ঠান। যেমন - বক্তব্য, নৃত্য, সংগীত, কুইজ, অংকন, আবৃত্তি, নাটক, যেমন খুশি সাজো, ছৌ নাচ, আদিবাসী নৃত্য সহ প্রভৃতি। বইমেলায় উপস্থিত হয়ে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন বলেন, বই হলো প্রকৃত বন্ধু, তাই বই পড়ুন। এছাড়াও তিনি একাধিক বইমেলার স্টলে ঘুরে ঘুরে বই দেখেন এবং বইমেলায় বই কেনেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বইমেলার প্রথম বই ক্রেতা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল নির্মাণে স্থানীয়দের থেকে নির্মাণ সামগ্রী নেওয়ার দাবি জানাল স্থানীয়রা

দুরন্ত বার্তা, বাগডোগরা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল নির্মাণে স্থানীয়দের থেকে নির্মাণ সামগ্রী নেওয়ার দাবি জানাল স্থানীযরা। এদিকে নির্মাণকারী সংস্থার আধিকারিকরা মোটা কমিশনের বিনিময়ে বাইরে থেকে নির্মাণ সামগ্রী এনে কাজ করছেন। এতে স্থানীয়রা অবহেলিত হচ্ছে। এমনটাই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন খোদ দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের জন্য বেশ কিছু জমি সম্প্রসারণ করা হয়। সেই কাজে জমি দেওয়া মুনিবস্তি, তরিভিটার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিমানবন্দরে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী বাইরে থেকে আসছে। বিমানবন্দর তৈরির জন্য তারা জমি দিয়েছেন। তবে তাদের কাজ দেওয়া হচ্ছে না। বিমানবন্দর তৈরীর সময় তাদের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করেছিলেন তারা। তবে ওই নির্মাণ কাজের সংশ্লিষ্ট কোম্পানি একই মূল্যে বাইরে থেকে নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে এসে কাজ করছেন। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ডাম্পার গুলি অবৈধভাবে ওভারলোড অবস্থায় সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে। তাদের দাবি ওই নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী স্থানীয়দের থেকে নিতে হবে এবং স্থানীয় শ্রমিকদের নির্মাণ কাজে রাখতে হবে। এই দাবি নিয়ে আজ বেশ কিছু স্থানীয় বিমানবন্দরের প্রধান গেটের সামনে জমায়েত করে। অপরদিকে সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, নির্মাণকারী ওই সংস্থার কাজের ধরন এখনো পর্যন্ত তার কাছে সঠিক মনে হয়নি। তারা স্থানীয়দের কথা চিন্তা করছে না। ওই কোম্পানির কিছু বড় বড় আধিকারিকেরা কমিশনের বিনিময়ে ভুটানের মত ভিন দেশ থেকে নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে আসছে। স্থানীয়দের আবেগ নিয়ে যা খুশি তাই করলে তিনি সেটা হতে দেবেন না বলেই জানান।

নতুন রূপে সেজে উঠল দার্জিলিংয়ের সবচেয়ে বড় সরস্বতী মূর্তি

দার্জিলিং, ১ ফেব্রুয়ারিঃ নতুন রূপে সেজে উঠছে দার্জিলিংয়ের সবচেয়ে বড় সরস্বতী মূর্তি। প্রতি বছরের মতো এই বছরও দারুণ ভাবে আয়োজন চলছে সরস্বতী পুজোর। খামতি নেই কোন কিছুর। সারা বছর ধরেই দার্জিলিয়ের এই জায়গায় সরস্বতী মায়ের মূর্তি বিরাজ করে। সাধারণত মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে পালিত হয় সরস্বতী পূজা। বসন্ত পঞ্চমীর শুভ তিথিতে দেবীর আরধনা করা হয়। পাহাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় সরস্বতী মূর্তি প্রতি মুহূর্তে নজর কাড়ে সকলের। দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী গোর্খা রঙ্গমঞ্চ অর্থাৎ ভানুভবন সেখানেই রয়েছে এই সরস্বতীর বিশাল মূর্তি। চলতি বছরে প্রথম থেকেই চলছে জমজমাট প্রস্তুতি।

ইতিমধ্যেই নতুন রঙে রাঙিয়ে তোলা হয়েছে সরস্বতী মায়ের মূর্তিকে। পাহাড়ের বুকে এই সরস্বতী পুজো মনমুগ্ধ করে পাহাড়ে ঘুরতে আসা পর্যটক থেকে শুরু করে পাহাড়ের স্থানীয় বাসিন্দাদের। সব রীতিনীতি মেনে ধুমধাম করে পুজোর আয়োজন করা হয়। সেই অর্থেই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। শৈলশহরে গেলে একবার হলেও নজর পড়ে বহু প্রাচীন এই স্থাপত্যের দিকে। এবং এই প্রাচীন স্থাপত্য অর্থাৎ গোর্খা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের মুখেই বড় করে তৈরি করা হযেছে বিশাল আকার সরস্বতীর মূর্তি এবং এর ঠিক বিপরীতেই রয়েছেন দেবী কালী। সাধারণত বসন্ত পঞ্চমীতে বাগদেবীর আরাধনায় মেতে ওঠে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে সকলেই। ভানুভবনের দায়িত্বে থাকা লাকপা লামা জানান, সমস্ত রীতিনীতি মেনেই ধুমধাম করে পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে।

মহাকুম্ভের সময় তীর্থযাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে রেল প্রশাসনের তরফে বিশেষ ট্রেন

গোরক্ষপুর,১ ফেব্রুয়ারি,ঃ বিশাখাপত্তনম থেকে ০৪ নম্বর পর্যন্ত এটিআরের ৭ম পাসের কারণে জাতীয় মহাসড়ক অবরুদ্ধ। ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ মঙ্গলবার এবং গোরক্ষপুর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ মঙ্গলবার ০১ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ০৮৫৮৮ বিশাখাপত্তনম - গোরক্ষপুর মহাকুম্ভ২ স্পেশাল ট্রেনটি ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে বিশাখাপত্তনম থেকে রাত ২২.২০ মিনিটে ছেড়ে বিজয়নগরম পৌঁছাবে এবং রাত ২৩.২০ মিনিটে সিমলায় পৌঁছাবে এবং দুপুর ০০.১ মিনিটে শেষ হবে। ৬ অক্টোবর, ২০১৮, সন্ধ্যা ৬৩৫, বরহামপুর। সান্যায়ু বালুগাঁও থেকে ০৪.২২ মিনিটে, খোরধা রোড থেকে ০৫.৪০ মিনিটে, ভুবনেশ্বর থেকে ০৬.১০ মিনিটে, নরাজ মার্থপুর থেকে ০৬.৩৭ মিনিটে, ধোনকানাল থেকে ০৭.৩৭ মিনিটে, আঙ্গুল থেকে ০৯.০৫ মিনিটে, সিটি বাইন্দা থেকে ০৯.৪২ মিনিটে, রেধাবল থেকে ০৬.১০ মিনিটে রাত ১১.৩০ মিনিটে ছাড়বে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ থেকে দুপুর ১২.১৫ টা ১২.১৫ মিনিটে, রায়গড় থেকে দুপুর ১৩.৫৭ মিনিটে, চম্পা থেকে বিকাল ১৫.০২ টা, বিলাসপুর থেকে বিকাল ১৬.১৫ টায়, পান্না রেওয়া ১৮.০২ টায়, অনুপপুর রেওয়া ১৮.৫০ টায়, শেহরালা রেওয়া ১৯.৪০ টায়, উমর রেওয়া ২০.৪৪ টায়, বিকাল ৩.০২ টায় ২০ মিনিট। ০২.৫৫ বিকাল, মানিকপুর টিকিট ০৪.২০ বিকাল, প্রয়াগরাজ ছেওকি থেকে ০৬.২৫ বিকাল, মার্জপার টিকিট ০৭.২৭ বিকাল, ভিডিও টিকিট ০৭.৫৭ বিকাল, বারাণসী জংশন। এটি জৌনপুর থেকে রাত ১১.৩০ মিনিটে, জুনপুর থেকে দুপুর ১.০০ মিনিটে, মাউ থেকে বিকেল ৪.২০ মিনিটে এবং দেওরিয়া সদর থেকে বিকেল ৫.৩০ মিনিটে ছেড়ে গোরখপুরে পৌঁছাবে রাত ৭.৩০ মিনিটে। যাত্রী ছাড়ার তারিখ, ০৮৫৮৭ গোরখপুর- বিশাখাপত্তনম মহাকুম্ভ স্পেশাল ট্রেন ০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ শহরে বিকেল ৫.৪৫ মিনিটে পৌঁছাবে, বিকেল ৫.৫০ মিনিটে পৌঁছাবে, রাত ৮.৩০ মিনিটে পৌঁছাতে পারে, অপরিচিত মেয়েটি দুপুর ১.০ টায় ঘুম থেকে উঠল, বার। দুপুর ২.৪৫ মিনিটের খবর, বিকেল ৪.১২ মিনিটের আপডেট, বিকেল ৪.৪৫ মিনিটের মারজপার সংবাদ, বিকেল ৫.৫৫ মিনিটের প্যারেডের কুচকাওয়াজ, রাত ৮.৫৭ মিনিটের মানিকপুর সংবাদ, দুপুর ১২.২৫ মিনিটের আপডেট, ঘুম থেকে উঠলাম দুপুর ১২.৫৫ মিনিটে, ঘড়িতে দুপুর ১.৪৫ মিনিটে ৫১.৬ মিনিটে, শিমলা ৫১.৬ মিনিটে, গুয়াহাটি। সানিয়া, অনুপপুর থেকে বিকাল ১৭.২৫ মিনিটে, পান্না থেকে বিকাল ১৮.১৭ মিনিটে, বিলাসপুর থেকে রাত ২১.৩০ মিনিটে, চম্পা থেকে রাত ২২.২০ মিনিটে, রায়গড় থেকে রাত ২৩.২৫ মিনিটে, তাদপতি ঝারসুগুড়া রোড থেকে রাত ০০.৫৫ মিনিটে, সম্বলপুর স্টিট থেকে ছাড়বে।

NOTICE INVITING E-TENDER FOR WORK CONTRACT
KEORADANGA GRAM PANCHAYAT
Invites Online / e-Tender for
(i) **N.I.eT. No. 77/KGP/BISH-I/2025**, Dated: **24/01/2025** for the **Construction of New Gram Panchayat Office Building, Fund 15th CFC 2024-2025 2nd Installment (Untied)**. Its Online Bid Submission date closes on **04/ 02/2025** till **12.00 Noon**. For further details please contact physically with the undersigned.
Sd/-
Pradhan
Keoradanga Gram Panchayat
Under Bishnupur-I Dev. Block
Village- Rajakgohalia, P.O.- Dosatina,
South 24 PGS

Corrigendum
This is to inform you that the advertisement published on **01.02.2025** of Sompara-II G.P., please read the name as Sompara-II Gram Panchayat which is published as Sompara-I Gram Panchayat at the top of the advertisement. other details will remain unchanged.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
অ্যাডমিন ইউনিট/জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল পাবলিসিটি, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশনিং অথোরিটিঃ** সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **অটো এক্সটেনশন জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশন সময়সীমাঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ সময়সীমাঃ** ৩০ মিনিট। **সাকসেসিভ লটস্ ক্লোজিং ইন্টারভালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ডিসিশন মোডঃ** অটো, **আরপি ডিসপ্লেডঃ** না, **আরপি-র কম পারমিট বিডঃ** হ্যাঁ।
(ক) অকশন ক্যাটালগ নংঃ পিএনইউ-এসডিএএইচ-২৫-২৪
অকশন শুরু (সকল লট)ঃ ০৮.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ০৮.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। **ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছেঃ** ২৪.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৫৩ মিনিট। **ক্যাটেগরিঃ** পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেটস্। **এসইকিউ. নং., লট নং., বিবরণ, লট বন্ধের তারিখ ও সময়** নিম্নরূপঃ **এএ/১**, পিএনইউ-এসডিএএইচ-জেডিপি-টিওআই-১৭-২৩-১, শিয়ালদহ ডিভিসনের যাদবপুর (জেডিপি) রেলওয়ে স্টেশনে জনসাধারণকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল অথবা শৌচালয় সুবিধাদির ব্যবস্থা, ০৮.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এএ/২**, পিএনইউ-এসডিএএইচ-এমপিআরডি-টিওআই-৭৩-২৩-১, শিয়ালদহ ডিভিসনের মথুরাপুর রোড (এমপিআরডি) রেলওয়ে স্টেশনে জনসাধারণকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল অথবা শৌচালয় সুবিধাদির ব্যবস্থা, ০৮.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এএ/৩**, পিএনইউ-এসডিএএইচ-এফএলইউ-টিওআই-১৪০-২৫-১, শিয়ালদহ ডিভিসনের ফুলিয়া (এফএলইউ) রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-তে জনসাধারণকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল অথবা শৌচালয় সুবিধাদির ব্যবস্থা, ০৮.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এএ/৪**, পিএনইউ-এসডিএএইচ-এমজিএম-টিওআই-৫৪-২৪-১, শিয়ালদহ ডিভিসনের মুড়াগাছা (এমজিএম) রেলওয়ে স্টেশনে জনসাধারণকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল অথবা শৌচালয় সুবিধাদির ব্যবস্থা, ০৮.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা।
(খ) অকশন ক্যাটালগ নংঃ পিএনইউ-এসডিএএইচ-২৬-২৪
অকশন শুরু (সকল লট)ঃ ১৩.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ১৩.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট। **ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছেঃ** ২৯.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.২০ মিনিট। **ক্যাটেগরিঃ** পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেটস্। **এসইকিউ. নং., লট নং., বিবরণ, লট বন্ধের তারিখ ও সময়** নিম্নরূপঃ **এএ/১**, পিএনইউ-এসডিএএইচ-বিআরজে-টিওআই-৯৯-২৪-১, শিয়ালদহ ডিভিসনের ব্রেস ব্রীজ (বিআরজে) রেলওয়ে স্টেশনে জনসাধারণকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল অথবা শৌচালয় সুবিধাদির ব্যবস্থা, ১৩.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এএ/২**, পিএনইউ-এসডিএএইচ-এমএমজি-টিওআই-৬৪-২৩-২, শিয়ালদহ ডিভিসনের মধ্যমগ্রাম (এমএমজি) রেলওয়ে স্টেশনে জনসাধারণকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল অথবা শৌচালয় সুবিধাদির ব্যবস্থা, ১৩.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এএ/৩**, পিএনইউ-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-টিওআই-১৪১-২৫-১, শিয়ালদহ ডিভিসনের শিয়ালদহ (এসডিএএইচ) রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ০৬-তে জনসাধারণকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল অথবা শৌচালয় সুবিধাদির ব্যবস্থা, ১৩.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এএ/৪**, পিএনইউ-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-টিওআই-১৪২-২৫-১, শিয়ালদহ ডিভিসনের শিয়ালদহ (এসডিএএইচ) রেলওয়ে স্টেশনে সাউথ ইউনিটে জনসাধারণকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল অথবা শৌচালয় সুবিধাদির ব্যবস্থা, ১৩.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। **এএ/৫**, পিএনইউ-এসডিএএইচ-কেপিএ-টিওআই-১৪৩-২৫-১, শিয়ালদহ ডিভিসনের কাঁচড়াপাড়া (কেপিএ) রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-তে জনসাধারণকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল অথবা শৌচালয় সুবিধাদির ব্যবস্থা, ১৩.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.১০ মিনিট। **এএ/৬**, পিএনইউ-এসডিএএইচ-সিডিএইচ-টিওআই-১২৩-২৪-১, শিয়ালদহ ডিভিসনের চাকদহ (সিডিএইচ) রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-তে জনসাধারণকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পরিষেবা যেমন বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল অথবা শৌচালয় সুবিধাদির ব্যবস্থা, ১৩.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট।
রেট ইউনিটঃ অ্যানুয়াল লাইসেন্সিং ফি (প্রতিটির জন্য)। **ট্রিপ/দিনঃ** ১০৯৬ (প্রতিটির জন্য)। **ন্যূনতম আইএনসিআর. (%)ঃ** ০.২ (প্রতিটির জন্য)। **লট স্ট্যাটাসঃ** নিউ ইন ড্রাফ্ট ক্যাটালগ (প্রতিটির জন্য)।
SDAH-344/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনার চেন ছিনতাই করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়লো ২ ছিনতাইকারী

দুরন্ত বার্তা, বাগডোগরা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ মহিলার গলা থেকে সোনার চেন ছিনতাই করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়লো ২ ছিনতাইকারী। জানা গেছে, এদিন বাগডোগরা পানিঘাটা রোডে বাইকে করে এসে মহিলার সোনার চেন ছিনতাই করার চেষ্টা করে ২ ছিনতাইকারী। মহিলা চিৎকার করতেই বাইক থেকে পড়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে যায় ছিনতাইকারীরা। পরে বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ২ জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতরা হল শিভম কুমার ও ঋষি কুমার। বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লোহার অস্ত্র দেখিয়ে মহিলাদের টার্গেট করে ছিনতাই করে ধৃতরা। তাদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র ও বাইক উদ্ধার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

মহিলার গলা থেকে সোনার চেন ছিনতাই করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়লো ২ ছিনতাইকারী। জানা গেছে, এদিন বাগডোগরা পানিঘাটা রোডে বাইকে করে এসে মহিলার সোনার চেন ছিনতাই করার চেষ্টা করে ২ ছিনতাইকারী। মহিলা চিৎকার করতেই বাইক থেকে পড়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে যায় ছিনতাইকারীরা। পরে বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ২ জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতরা হল শিভম কুমার ও ঋষি কুমার। বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লোহার অস্ত্র দেখিয়ে মহিলাদের টার্গেট করে ছিনতাই করে ধৃতরা। তাদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র ও বাইক উদ্ধার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

গর্ভবতী মা ও শিশুদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ গর্ভবতী মা ও শিশুদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। সেই কাজের শুভ সূচনা করা হয়। বছরে তিন হাজার অসহায় ও দরিদ্র গর্ভবতী মা ও শিশুদের সহায়তা করবে জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন। জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে শুরু হলো মাদার এন্ড চাইল্ড প্রজেক্ট। এই প্রজেক্ট এর মাধ্যমে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকায় মা ও শিশু দেয় খাবার বা অন্যান্য পরিসেবা দিবে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের সহযোগিতায় মা ও শিশুদের কোন স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রয়োজন হলে তা জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল প্রদান করবে। এইদিন জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম এই শুভ প্রকল্পের কাজ সূচনা করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন সদর মহকুমা শাসক ও জলপাইগুড়ি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক।

বিশেষ অভিযানে পুলিশের জালে আটক পাঁচ জুয়ারি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ কথায় আছে চোরের দশ দিন, আর গৃহস্থের একদিন, আর নদীয়ার তাহেরপুর থানা যেন তারই জ্বলন্ত এক উদাহরণ দিলো। শনিবার নদীয়ার তাহের পুর থানার পুলিশ প্রশাসনের বিশেষ অভিযানে পুলিশের জালে আটক পাঁচ জুয়ারি, উদ্ধার নগদ ১০,০ ৫০ টাকা। পুলিশ সূত্রে খবর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ ভাবে জুয়া, সাট্টার ঠেক চলছিলো, আর শনিবার সকালে তাহেরপুর থানার অফিসার প্রভাস মন্ডলের নেতৃত্বে একটি টিম কালিনারায়নপুরের একাধিক এলাকায় হানা দেয়, আর এলাকায় হানা দিয়েই, মেলে বড় সাফল্য, পুলিশের জালে গ্রেপ্তার হয় পাঁচ জুয়ারি। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃতদের নাম সুবল মন্ডল, (৩৫) বাড়ি কালিনারায়নপুর স্কুল পাড়া ২. বিশু মন্ডল(৩০) বাড়ি কালিনারায়নপুর স্কুল পাড়া ৩. মঙ্গল মন্ডল (৪৫) বাড়ি কালিনারায়নপুর খদপাড়া, ৪. মুকুল মন্ডল, (৪৪) ৫. দিলীপ মন্ডল(২৩) বাড়ি কালিনারায়নপুর খদপাড়া। শনিবার ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ঠ ধারায় মামলা রুজু করে রানাঘাট আদালতে পাঠানো হয়। তবে এলাকায় অবৈধ ভাবে চলতে থাকা জুয়া, সাট্টার ঠেক যে আর চলবে না বা প্রশাসন যে এবার খবর পেলেই এর বিরুদ্ধে দ্রুত কড়া পদক্ষেপ নেবে তা এদিনের পুলিশের ভূমিকায় আরও একবার স্পষ্ট হলো।

প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জয়সওয়াল

গোরক্ষপুর, ১ ফেব্রুয়ারী ঃ শ্রী প্রকাশ চন্দ্র জয়সওয়াল ১৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে, আপনি উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপকদাবি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণকারী শ্রী প্রকাশ চন্দ্র জয়সওয়াল, যিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নির্বাচিত হন এবং ১৯৯৬ সালের ভারতীয় রেলওয়ে ট্র্যাফিক সার্ভিসের ব্যাচের মাধ্যমে রেলওয়ে সার্ভিসে যোগদান করেন। আপনার প্রথম নিয়োগ ছিল বারাণসী বিভাগে সহকারী অপারেশন ম্যানেজার হিসেবে। এরপর, শ্রী জয়সওয়াল সমস্তিপুর বিভাগ, ইজ্জতনগর বিভাগ, বারাণসী বিভাগ এবং তৎকালীন অবিভক্ত উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরে বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন - বিভাগীয় সুরক্ষা কর্মকর্তা, সিনিয়র বিভাগীয় অপারেশন ম্যানেজার, সিনিয়র বিভাগীয় বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক, অতিরিক্ত বিভাগীয় রেলওয়ের ডেপুটি চিফ অপারেশন ম্যানেজার।

নাতনিকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেপ্তার দাদু

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ একরত্তি নাতনির উপর যৌন নির্যাতন করল দাদু। ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার নবদ্বীপে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাজদিয়ার বাগানপাড়া এলাকায় শুক্রবার বেলায় এই ঘটনা ঘটেছে। ধৃত ব্যক্তির নাম উত্তম নট্ট। ওই নির্যাতিতা শিশুর মায়ের শ্বশুরবাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। কিন্তু স্বামী ভিন রাজ্যে কাজের সূত্রে থাকায় তিনি মেয়েকে নিয়ে বাপেরবাড়িতেই থাকেন। সেসময় বাড়িতে আর কেউ ছিল না। ফাঁকা বাড়ি পেয়ে গুণধর দাদু নাতনির সঙ্গে কুকর্ম করতে যান। দাদুর ঝাঁপিয়ে পড়ায় শুরুতে ভয় পেয়ে যায় ওই নাবালিকা। পরে বাঁচার জন্য কাতর আর্তনাদ করতে থাকে। সেই আওয়াজ শুনে আশপাশের প্রতিবেশীরা ওই বাড়িতে ছুটে গেলে ওই পরিস্থিতি দেখতে পায়। উত্তম নট্ট নামে ওই ব্যক্তিকে পাকড়াও করে শুরু হয় মারধর। এদিকে ওই ঘটনায় শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওই শিশুকে উদ্ধার করে নবদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ফাঁকতালে ওই ব্যক্তি সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ গুণধর দাদুকে গ্রেপ্তার করে। ওই ব্যক্তির নামে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। শনিবার ধৃতকে কৃষ্ণনগর বিশেষ আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পকসো আইনে ধৃতের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছে।

খাওয়া- দাওয়া

বিটরুট ও ক্ষীর কমলার সন্দেশ, সহজে অতিথির মন জয় করা যাবে

ক্ষীর কমলার সন্দেশ

সন্দেশের উপকরণঃ ছানা দেড় কাপ, কমলার রস আধা কাপ, অরেঞ্জ রাইন্ড (কমলার খোসা কুচি) ১ চা-চামচ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, কনডেন্সড মিল্ক সিকি কাপ, এলাচিগুঁড়া সামান্য, ঘি ৩ টেবিল চামচ, পেস্তাবাদাম সামান্য।

প্রণালিঃ ছানা হালকা হাতে মেখে নিন। এবার যে হাঁড়িতে সন্দেশ বানাবেন, সেটাতে ছানা, গুঁড়া দুধ, কনডেন্সড মিল্ক, কমলার রস ও খোসা কুচি দিয়ে চুলায় বসান। নেড়ে সব একসঙ্গে ভালো করে মেশান। রস টানাতে হবে। ঘি দিয়ে আরেকটু নেড়ে হাঁড়ির তলা ছেড়ে এলে নামিয়ে নিন। ঘি ব্রাশ করা মোল্ডে ঢেলে সমান করে ওপরে পেস্তা ছড়িয়ে দিন।

ক্ষীরের উপকরণঃ ঘন দুধ ১ কাপ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, কনডেন্সড

মিল্ক সিকি কাপ, ঘি ১ টেবিল চামচ।

বিটরুট সন্দেশ

প্রণালিঃ সব উপকরণ একসঙ্গে চুলায় জ্বাল দিন। ক্ষীর ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। এবার সেটা সন্দেশের মোল্ডের ওপর ঢেলে সমান করে দিন। ফ্রিজে রেখে কিছুটা জমে গেলে নামিয়ে চার কোনা করে কেটে পরিবেশন করুন।

উপকরণঃ ছানা ২ কাপ, বিটরুটের ঘন রস ২ কাপ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, কনডেন্সড মিল্ক সিকি কাপ, এলাচিগুঁড়া সামান্য, ঘি ৩ টেবিল চামচ, পেস্তা।

প্রণালিঃ ছানা হালকা হাতে সামান্য ভেঙে নিন। বিটরুট গ্রেট করে ব্লেন্ড করে ছেঁকে নিলে যে রস বের হবে, ওটাই আমরা সন্দেশে ব্যবহার করব। এবার যে পাত্রে সন্দেশ বানাবেন, তাতে ছানা, গুঁড়া দুধ, কনডেন্সড মিল্ক, বিটরুটের রস দিয়ে চুলায় বসান। নেড়েচেড়ে সব একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে রস টানাতে হবে। শুকিয়ে এলে ঘি ও এলাচিগুঁড়া দিয়ে নাড়ুন। হাড়ির তলা ছেড়ে এলে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। এবার ছাঁচে নিয়ে পছন্দমতো সন্দেশের আকার দিন। ওপরে পেস্তা ছড়িয়ে দিন। ফ্রিজে রেখে কিছুটা শক্ত হলে পরিবেশন করুন।

নান রুটি ও গ্রিলড চিকেনের রেসিপি

নান রুটি

উপকরণঃ ময়দা ২ কাপ, ইস্ট ১ চাচামচ, চিনি দেড় চাচামচ, লবণ আধা চাচামচ, টক দই সিকি কাপ, কুসুম গরম জল আধা কাপ, তেল ২ টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ একটি কাপে হালকা গরম জলেতে ইস্ট ও চিনি দিয়ে ৩৪ মিনিট রেখে দিলেই ফুলে উঠবে। একটি পাত্রে প্রথমে ময়দা ও লবণ মিশিয়ে এরপর ইস্ট মেশানো জল আর টক দই দিয়ে ভালো করে মেখে নরম খামির তৈরি করুন। এবার সেটা ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে ১ ঘণ্টার জন্য একটু উষ্ণ জায়গায় রেখে দিন। খামিরটা আবার ২ মিনিট মেখে সমান ৮ ভাগ করে মোটা রুটির আকার দিন। চুলায় মাঝারি আঁচে তাওয়া গরম করে তাতে নান বসিয়ে দিন। রুটির এক পাশে জল দিয়েই সহজে বসাতে পারবেন। কম আঁচে ঢেকে দিতে হবে। রুটির ওপর দিক ফুলে উঠলে তাওয়া উল্টে সেঁকে নিন। পরিবেশনের আগে মাখন লাগিয়ে নিতে পারেন।

গ্রিলড চিকেন

উপকরণঃ চামড়া ছাড়া মুরগি দেড় কেজি, টক দই আধা কাপ, মরিচগুঁড়া ২ চাচামচ, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চাচামচ, গরমমসলার গুঁড়া ১ চাচামচ, জায়ফলগুঁড়া ১ চিমটি, আদাবাটা ২ চাচামচ, রসুনবাটা ১ চাচামচ, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, বিট লবণ আধা চাচামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ, ঘি ২ টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ মুরগি ৪ টুকরা করে কেটে গায়ে একটু চিরে দিন। এবার ঘি বাদে বাকি সব উপকরণ দিয়ে মেখে ১ ঘণ্টা রেখে দিন। নির্দিষ্ট সময় পর গ্রিল প্যানে অল্প তেল দিয়ে মাংস উল্টেপাল্টে পোড়া পোড়া করে ভেজে নিন। নামানোর আগে ঘি ব্রাশ করুন।

ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা চালানোটা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ঐতিহাসিক একটি ভুল হবে

ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রে ইসরায়েল বা যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো ধরনের হামলা হলে আঞ্চলিকভাবে সর্বাত্মক যুদ্ধ বেধে যেতে পারে বলে হুঁশিয়ার করেছেন সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই হুঁশিয়ারি দেন তিনি। কাতার সফরকালে আল জাজিরা অ্যারাবিককে সাক্ষাৎকারটি দেন আরাগচি। তিনি বলেন, ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা চালানোটা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ঐতিহাসিক একটি ভুল হবে। আরাগচি আরও বলেন, যেকোনো হামলার জবাব 'তাৎক্ষণিক ও চূড়ান্তভাবে' দেওয়া হবে। এর মধ্য দিয়ে অঞ্চলটিতে সর্বাত্মক যুদ্ধ বেঁধে

যাবে বলেও হুঁশিয়ার করেন আরাগচি। দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা চালানোর জন্য শক্তি জোগাতে পারেন বলে আশঙ্কা করছে ইরান। এর মধ্যেই আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে কাতারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুলরহমান বিন জসিম আল থানির সঙ্গে দোহায় বৈঠক করেন আরাগচি। গতকাল শুক্রবার সম্প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে আরাগচি বলেন, 'গাজায় যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছাতে কাতারের মধ্যস্থতাকে আমরা অত্যন্ত সাধুবাদ জানাই। আশা করি অন্য সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' কাতারে অবস্থানকালে হামাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বলেন, গাজায় ইসরায়েলের বিধ্বংসী যুদ্ধের পরও ফিলিস্তিনিরা গাজায় বিজয় অর্জন করেছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস ইসরায়েলে হামলা চালায়। এতে কমপক্ষে ১ হাজার ১৩৯ জন নিহত হয় এবং ২ শতাধিক মানুষকে জিম্মি করা হয়। জবাবে একই দিন থেকে গাজা উপত্যকায় হামলা শুরু করে ইসরায়েল। হামলায় এই পর্যন্ত ৪৭ হাজার ৪০০-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। ১৫ মাসের বেশি সময়ের যুদ্ধে গাজা উপত্যকা অনেকটাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দার একটা বড় অংশ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

জমি নিয়ে দুই পক্ষে বিবাদ তুঙ্গে

উদয়পুর, ১ ফেব্রুয়ারিঃ সরকারি জায়গা নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে গেমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার গর্জি এলাকায় উত্তেজনা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ছুটে যেতে বাধ্য হয় গর্জি ফাঁড়ির পুলিশ এবং উদয়পুর মহকুমার ডেপুটি কালেক্টর। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে গর্জি বাজারের পাশে। উদয়পুর মহকুমার গর্জি একটি মিশ্র বসতি এলাকা। বহুদিন ধরে এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ শান্তি সম্প্রীতিতে বসবাস করে আসছে। কিন্তু বুদ্ধিজীবী মহলের মতে গর্জি এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে আচমকা কিছু লোক সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কাজকর্ম করছে কিছু লোক প্রাচীন এই মিশ্র বসতির এলাকাটির সম্প্রীতি ও মিলন ভাবনাকে দূষিত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। গর্জি এলাকায় তৈনানী রাস্তার মুখে কল্যাণ সংঘ নামের একটি ক্লাব এবং পার্শ্ববর্তী আফজল মিয়ার সরকারি জায়গার ভোগ দখল নিয়ে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। আফজল মিয়ার পরিবার এবং কল্যাণ সংঘ দুটিরই স্থায়িত্ব গর্জির ওই এলাকাতে বহু প্রাচীন বলে জনগণের অভিমত। কিন্তু ইদানিং ঘন ঘন বিষয়টি নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। আফজল মিয়ার পরিবারের অভিযোগ, সরকারি রাস্তার পাশেই তাদের জায়গা। সেই মূলে পার্শ্ববর্তী সরকারি তথা পূর্ত দফতরের জায়গাটি ভোগ দখলের অধিকার তাদের পরিবারের। আফজল মিয়ারা আরও অভিযোগ করেন, কল্যাণ সংঘ নামের ক্লাবটির কোন রেজিস্ট্রেশন নেই এবং জোর করে তাদের জায়গার সামনের জায়গাটি ক্লাব দখল করে আছে এবং সেখানে অন্যায় ভাবে অনুমতিবিহীন মাটি ফেলছে। আফজল মিয়ার পরিবারের লোকজন ক্লাবের সদস্যদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগও করেন।

শুল্ক আরোপের বিরুদ্ধে জোরালো কিন্তু যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক আরোপের বিরুদ্ধে জোরালো কিন্তু যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। গতকাল শুক্রবার কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদের একটি বৈঠকে জাস্টিন ট্রুডো বলেন, 'আমার বলতে দ্বিধা নেই, আসছে দিন ও সপ্তাহগুলোতে আমাদের দেশকে কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হবে। আমি জানি, কানাডার নাগরিকেরা হয়তো উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। কিন্তু আমি তাঁদের জানাতে চাই, ফেডারেল সরকার ও সরকারি সব সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কথা ভেবেই নেওয়া হয়।' আজ ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কানাডার পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগেই কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যের ওপর বড় অঙ্কের শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন।

স্থানীয় সময় গতকাল রাতে হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয়, এ সপ্তাহান্ত থেকেই কানাডা ও মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা পণ্যকে ২৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। এ ছাড়া চীনের পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। তবে কানাডার তেলের ওপর ২৫ শতাংশ নয়, বরং ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। তেলের ওপর শুল্ক কার্যকরও এখনই হচ্ছে না বলে গতকাল জানিয়েছেন ট্রাম্প। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে দেশটির তেলের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক কার্যকর হবে। ট্রাম্প তিন কারণে এ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার তিনি বলেছিলেন, 'এক নম্বর কারণ, ওই সব (দেশের) মানুষ আমাদের দেশে ভয়ানকভাবে ও অনেক বেশি সংখ্যায় প্রবেশ করেন। দ্বিতীয় কারণ, মাদক, ফেন্টানাইল (একধরনের মাদক) ও অন্যসব (অবৈধ) আমাদের দেশে আসে। তৃতীয় কারণ, আমরা ঘাটতির আকারে কানাডা ও মেক্সিকোকে বিশাল পরিমাণ ভর্তুকি দিচ্ছি।' ওয়াশিংটনের শুল্ক আরোপের পর অটোয়া ও মেক্সিকো সিটি পাল্টা শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা করছে। এর ফলে উভয় পক্ষের বাণিজ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর ও বাইরে থেকে ব্যবসায়ী নেতারা ট্রাম্প প্রশাসনের এ পদক্ষেপে বিশ্বজুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, কানাডার সর্ববৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার যুক্তরাষ্ট্র। দুই প্রতিবেশী

দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মিত্রতার সম্পর্কের ইতিহাসও রয়েছে। কানাডার মোট রপ্তানি পণ্যের ৭৫ শতাংশ যায় যুক্তরাষ্ট্রে। ট্রুডো বলেছেন, 'বাণিজ্য বিরোধ ও কূটনৈতিক জটিলতা আমরা চাই না। কিন্তু যদি ট্রাম্প তাঁর হুমকি বাস্তবে অনুসরণ করেন, তবে আমরাও ব্যবস্থা নেব।' কানাডা যদি প্রতিশোধমূলক শুল্ক আরোপ করে, তবে তাতে প্রথম দফায় যুক্তরাষ্ট্রের সামান্য ক্ষতিই হবে। প্রথম দফায় শুল্ক আরোপের প্রভাব কানাডায় যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি করা ৩ হাজার ৭০০ কোটি কানাডীয় ডলার মূল্যের পণ্যের ওপর পড়বে। তবে কানাডা সরকার ভবিষ্যতে আরও ১১ হাজার কোটি কানাডীয় ডলার মূল্যের মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করার পরিকল্পনা করবে বলে জানিয়েছে। এদিকে এ বাণিজ্য বিরোধের মধ্যে মার্কিন ডলারের বিপরীতে কানাডীয় ডলারের দাম পড়ে গেছে।

এতে কানাডার অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা। বিবিসির খবরে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ বাণিজ্য অংশীদারদের অন্যতম চীন, কানাডা ও মেক্সিকো। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি পণ্যের ৪০ শতাংশ গেছে এ তিন দেশে থেকে। আর তিনটি দেশ থেকেই পণ্য আমদানিতে শুল্ক আরোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে যেতে পারে।

সরস্বতী পূজার প্রাক্কালে দুস্থদের মধ্যে কম্বল দান কোননগরে

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কোন্নগর, ১ ফেব্রুয়ারিঃ ১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার প্রতি বছরের মতো এবারও সরস্বতী পুজো উপলক্ষে নতুন কম্বল উপহার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো কোন্নগরে। এই উপলক্ষে আজ কোন্নগরের কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাঁ শা ই অটো স্ট্যান্ডের নিকট মাদার মেরি পাবলিক স্কুলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অরুন কুমার মিশ্রা প্রায় পাঁচশত গরীব দুস্থ মানুষের হাতে নতুন কম্বল তুলে দিলেন।

ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বেদাতিতা নন্দ জি মহারাজ (রবি মহারাজ) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দির রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠ, শ্রী এস, কে, শ্রীবাস্তব প্রধান অধ্যক্ষ আগ্রাসান বালিকা শিক্ষা সদন ,লিলুয়ার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, স্কুলের সম্পাদক অরুন কুমার মিশ্রা , শ্রীমতি কাঞ্চন মিশ্রা প্রধান শিক্ষিকা, আয়ুষ মিশ্রা বিশিষ্ট সমাজসেবক সহ বিশিষ্টজনেরা। কম্বল তুলে দিয়ে অরুন কুমার মিশ্রা বলেন মানুষের সুখে দুঃখে পাশে থেকে তাদের আনন্দের দিনগুলিতে আরো আনন্দময় করে তুলতে প্রতিবছর সরস্বতী পুজোয়, এবং হিন্দি ভাষাভাষী ভাইদের ছট পুজোয়, মুসলমানদের পবিত্র ঈদ উৎসবে দুস্থ ভাই-বোনদের হাতে আমরা শীতবস্তু কম্বল তুলে দিই। বর্তমান সমাজে একজন ব্যক্তির এই উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তারই উদ্যোগে প্রতিবছর এখানে শীতবস্ত্র উপহার কর্মসূচি পালিত হয়ে আসছে।

যা রাজ্যের অন্য কোন জায়গায় এই কর্মসূচি পালিত হয় না এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের। দুপুরে কয়েকশত মানুষকে বসিয়ে খাওয়ানো হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কঠোর অভিবাসন ও শরণার্থী নীতি নিয়ে রাজনৈতিক অসন্তোষ

জার্মানিতে তিন দিন ধরে কঠোর অভিবাসন ও শরণার্থী নীতি নিয়ে রাজনৈতিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। আপাতত সে অসন্তোষ থামবে বলে মনে করা হচ্ছে। জার্মান পার্লামেন্ট বা রাইখস্ট্যাগে গতকাল শুক্রবার বিকেলে প্রস্তাবটি আইন হিসেবে পরিণত করার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেতে ব্যর্থ হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় কঠোর অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে জার্মানির বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করেন। আজ শনিবার আবারও বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে। গত ২৯ জানুয়ারি জার্মান পার্লামেন্টে অভিবাসন ও শরণার্থী নীতিবিরোধী পরিকল্পনার প্রস্তাবটি করেছিল দেশটির অন্যতম বড় দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন (সিডিইউ)। এ প্রস্তাব সংসদে পাস করতে সহায়তা করেছে জার্মানির কট্টর রক্ষণশীল অভিবাসী বিরোধী দল অলটারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ড (এএফডি)। দলটি ইতিমধ্যে দেশটিতে নব্য নাৎসি এবং কট্টর অভিবাসীবিরোধী দল হিসেবে পরিচিত। এই প্রস্তাবের মূলে রয়েছেন সিডিইউর সভাপতি ফ্রিডরিশ মের্জ। তিন সপ্তাহ পর জার্মানিতে ২১তম নির্বাচন। ওই নির্বাচনে সিডিইউর চ্যান্সেলর প্রার্থী হচ্ছেন তিনি। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি জার্মানির চ্যান্সেলর হতে যাচ্ছেন। গতকাল বিকেলে জার্মান পার্লামেন্টে কঠোর অভিবাসন ও শরণার্থী নীতি নিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে আবেগঘন বিতর্ক হয়। অনেক সংসদ সদস্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বর্বরতার ঘটনাসহ স্বৈরাচার অ্যাডলফ হিটলারের জাতিবিদ্বেষী রাজনীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। অনেক সংসদ সদস্য বিতর্ক করতে গিয়ে জার্মানির আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের আগে অভিবাসীবিদ্বেষী রাজনীতিকে সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার অভিলাষ হিসেবে বর্ণনা করেন। এ বিতর্কের পর ভোটাভুটিতে কঠোর অভিবাসন নীতিবিষয়ক প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেতে ব্যর্থ হয়। জার্মান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফ্রেজার আগামী দিনে এএফডির সমর্থনে ফ্রিডরিখ মের্জকে আবারও এ ধরনের চেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সিডিইউ 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কেন্দ্র ত্যাগ করেছে'। প্রাক্তন চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল সংসদে তাঁর দল সিডিইউর এ ধরনের প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি এএফডির মতো দলটির কাছ থেকে সহায়তা নিয়ে এ ধরনের প্রস্তাব পাসের জন্য দলটির বর্তমান নেতা ফ্রিডরিখ মের্জের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তবে ফ্রিডরিখ মের্জ সংসদে পরাজিত হলেও আগামী দিনে এ প্রস্তাব সংসদে অনুমোদনের চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে ক্যাম্পেইন নামের একটি সংগঠন জার্মানির রাজনীতিতে রক্ষণশীলদের প্রভাবের বিরুদ্ধে আগামীকাল রোববার ব্র্যান্ডেনবার্গ গেটে আবারও বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে।

জার্মানির কঠোর অভিবাসন ও শরণার্থী নীতিবিষয়ক প্রস্তাবে ইউরোপের বাইরে থেকে আসা জার্মানিতে তৃতীয় দেশের নাগরিকদের অবৈধ অনুপ্রবেশ সীমিত করার আহ্বান করা হয়েছিল। সেই অনুসারে অভিবাসন ও শরণার্থী নিয়ন্ত্রণ কঠোর করার লক্ষ্যে বেশ কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করার কথা রয়েছে।

যেমন কোনো সুরক্ষাপ্রাপ্ত শরণার্থী বা অভিবাসীর সঙ্গে পারিবারিক পুনর্মিলনের যে সুযোগ ছিল, তা বন্ধ করার প্রস্তাব রয়েছে। নতুন প্রস্তাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নবহির্ভূত দেশগুলোর নাগরিকদের ভ্রমণ নথিপত্র হারিয়ে গেলে বা যাঁরা ভিসা পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের জন্য যে সহনশীলতা দেখানো হতো, তা বাতিল করার প্রস্তাব করা হয়।

Name Change

I, Pradip Chakraborty (old name) son of Madan Mohan Chakraborty, residing at Vill-Petyakana, P.O.- Gholkunda, P.S.- Onda,Taldangra, Bankura-II, Bankura, 722152, West Bengal, India, shall henceforth be known as Pradip Kumar Chakraborty (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 31/01/2025. Pradip Kumar Chakraborty (new name) and Pradip Chakraborty (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Anantadev Patra & Ananta Deb Patra (Old Names) son of Bishnupada Patra, residing at Hatgacha Patrapara, Howrah Rural Uluberia, Pin- 711316, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Anantadeb Patra (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 31/01/2025. Anantadeb Patra (New Name) and Anantadev Patra & Ananta Deb Patra (Old Names) all are same and identical person.

Name Change

I, Maswood Ahamad (old name) S/o Late S M Zaki, Resident of 11/1 Circus Avenue, Kolkata - 700017, West Bengal, India, have changed my name and Shall henceforth be Known as Maswood Ahmed (new name) vide an Affidavit sworn before the notary Public Kolkata on Dated 31/01/2025. Maswood Ahmed (new name) and Maswood Ahamad (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Aarpan Saha (old name) S/o Soumen Saha, Resident of 20/3 BIPLABI BARIN GHOSH SARANI, ULTADANGA, KOLKATA, PIN-700067, West Bengal, India, have changed my name and Shall henceforth be Known as Arpan Saha (new name) vide an Affidavit sworn before the notary Public Kolkata on Dated 31/01/2025. Arpan Saha (new name) and Aarpan Saha (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sanjoy Kumar Saha (Old Names) son of Rashmohan Saha, residing at Madhya Baluria Purbangsh Barasat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700126, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Saha (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 31/01/2025. Sanjay Saha (New Name) and Sanjoy Kumar Saha (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Krishna Saha (Old Names) wife of Sanjay Saha, residing at Aambagan, Lottery Kali Bari, Nabapally, Barasat, Dist- North 24 Pgs, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Krishna Rani Saha (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 31/01/2025. Krishna Rani Saha (New Name) and Krishna Saha (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, SHILPI KOLEY (OLD NAME), W/O SUBHASIS KOLEY, RESIDENT OF D-35/4, NAYABAD AVENUE, PS -PANCHASAYAR, KOLKATA-700094,WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHILPI KOLEY SAHA(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2025. SHILPI KOLEY (OLD NAME) AND SHILPI KOLEY SAHA (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, DOSHI JITENDR MAGANLAL @ JITENDRA M DOSHI (OLD NAME),S/O LATE MAGANLAL DOSHI RESIDENT OF 46/1B,CHAKRABERIA ROAD NORTH,1ST FLOOR, PS-BHAWANIPORE, KOLKATA-700020,WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JITENDRA MAGANLAL DOSHI (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2025.DOSHI JITENDR MAGANLAL AND JITENDRA M DOSHI (OLD NAME) AND JITENDRA MAGANLAL DOSHI (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SANDIP AGARWAL (OLD NAME),S/O LATE INDER KUMAR AGARWAL,RESIDENT OF 16A,GURUSADAY ROAD, BLOCK-2, 1ST FLOOR, FLAT NO.1C, BALLYGUNGE, PS-KARAYA, KOLKATA-700019, WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANDIP KUMAR AGARWAL (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2025.SANDIP AGARWAL (OLD NAME) AND SANDIP KUMAR AGARWAL (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sukharanjan Parichha S/O Lt. Gopal Krishna Parichha, declare that my father said name Gopal Parichha (old name), residing at Vill & P.O.- Mohanpur, P.S.- Mohanpur, Pin- 721436, West Bengal, India, have changed my father name and he shall henceforth be known as Gopal Krishna Parichha (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 28/01/2025. Gopal Krishna Parichha (new name) and Gopal Parichha (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I,MASIAR RAHAMAN MALITA(OLD NAME),S/O LATE ALI AHAMMED MALITA @ ALI AHMED MALITA,RESIDENT OF VILL-GANGANANDA-PUR,PO-GAZIPUR,DIST-24 PARGANAS (NORTH),PIN-743251,WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSIAR RAHAMAN MALITA(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/01/2025. MASIAR RAHAMAN MALITA (OLD NAME) AND MOSIAR RAHAMAN MALITA(NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,TAHAJEL MONDAL (OLD NAME),S/O AJIJUL MONDAL,RESIDENT OF VILL-HARACHANDRAPUR, PO-MATIKUMRA, PIN-741201, DIST-NADIA,WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAHAJEL MANDAL(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/01/2025. TAHAJEL MONDAL (OLD NAME) AND TAHAJEL MANDAL (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,RIYAJ MONDAL @ RIYAZ MANDAL (OLD NAME), S/O TAHAJEL MANDAL,RESIDENT OF VILL-HARACHANDRAPUR, PO-MATIKUMRA, PIN-741201,DIST-NADIA, WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIYAJ MANDAL(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/01/2025. RIYAJ MONDAL AND RIYAZ MANDAL(OLD NAME) AND RIYAJ MANDAL (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Papia Sarkar (Old Name) wife of Pritwish Sarkar and daughter of Susanta Ghosh, residing at 78 Rafi Ahamed Kidwai Road, P.S.- Dum Dum, North 24 Pgs, Pin-700055, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Papiya Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 31/01/2025. Papiya Sarkar (New Name) and Papia Sarkar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Moumita Debnath Bhowmick, W/o-Sri Biswajit Debnath Resident of Vill-Majdia Beldanga, P.O. - Charbrahmanagar, P.S.- Kakdwip, Dist.- Nadia, Pin-741301 do hereby solemnly affirm and declare my actual name MOUMITA DEBNATH BHOWMICK instead of MOUMITA BHOWMICK, vide affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Nabadwip, Nadia on 16/12/2024. MOUMITA DEBNATH BHOWMICK and MOUMITA BHOWMICK both are same and one identical person.

Name Change

I, Radha Hitesh Gorasia (Old Name) wife of Hitesh J Gorasia, residing at Tolly Exotica, Flat-4B, 4th Floor, 130, Nsc Bose Road, P.O.- Regent Park, P.S.- Golf Green, Kolkata- 700040, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Radha Gorasia (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 31/01/2025. Radha Gorasia (New Name) and Radha Hitesh Gorasia (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Hitesh Jayantilal Gorasia (Old Name) son of Jayantilal J Gorasia, residing at Tolly Exotica, Flat-4B, 4th Floor, 130, Nsc Bose Road, P.O.- Regent Park, P.S.- Golf Green, Kolkata- 700040, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Hitesh J Gorasia (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 31/01/2025. Hitesh J Gorasia (New Name) and Hitesh Jayantilal Gorasia (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Hitesh Gorasia (Old Name) son of Jayantilal Gorasia, residing at Tolly Exotica, Flat-4B, 4th Floor, 130, Nsc Bose Road, P.O.- Regent Park, P.S.- Golf Green, Kolkata- 700040, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Hitesh J Gorasia (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 31/01/2025. Hitesh J Gorasia (New Name) and Hitesh Gorasia (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Purvi Hitesh Gorasia (Old Name) daughter of Hitesh Gorasia, residing at Tolly Exotica, Flat-4B, 4th Floor, 130, Nsc Bose Road, P.O.- Regent Park, P.S.- Golf Green, Kolkata- 700040, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Purvi Gorasia (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 31/01/2025. Purvi Gorasia (New Name) and Purvi Hitesh Gorasia (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Veena Kamal Gorasia (Old Name) wife of Kamal Gorasia, residing at Manojyoti Niketan, 87, Nsc Bose Road, P.O.- Regent Park, P.S.- Regent Park, Kolkata- 700040, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Veena Gorasia (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 31/01/2025. Veena Gorasia (New Name) and Veena Kamal Gorasia (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I KASHMIRA KHATUN (OLD NAME), W/O SK ABUL KASEM,D/O LATE NAJBUL SARKAR, R/O VTC: BAGBARI, PO-BALIGORI, PS-TARAKESWAR, HOOGHLY RURAL PIN-712410, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KASMIRA KHATUN (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2025, THAT KASHMIRA KHATUN (OLD NAME) AND KASMIRA KHATUN (NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SK ABUL KASHEM & ABUL KASEM SEKH (OLD NAMES), S/O ABDUL SATTAR SEKH, R/O VTC: BAGBARI, PO-BALIGORI, PS-TARAKESWAR, HOOGHLY RURAL PIN-712410, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ABUL KASEM (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/01/2025, THAT SK ABUL KASHEM & ABUL KASEM SEKH (OLD NAMES) AND SK ABUL KASEM(NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Sekh Saiful Islam & Saiful Islam (Old Names) son of Shaikh Nurul Islam, residing at Vill.- Tajpur, P.O.- Morah, P.S.- Haripal, Dist.- Hooghly, Pin-712403, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Saiful Islam (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 30/01/2025. Sk Saiful Islam (New Name) and Sekh Saiful Islam & Saiful Islam (Old Names) all are same and identical person.

Name Change

I, Sonu Sharma Singh (Old Name) daughter of Late Banwari Lal Sharma & wife of Abhishek Singh, residing at Purti Aqua, Flat No- Mist 504, AS/363, Block- D, Dashadron Near Spencer's, Gopalpur Rajarhat Road, P.S.- Baguiati, Kolkata-700136, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sonu Sharma (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 31/01/2025. Sonu Sharma (New Name) and Sonu Sharma Singh (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I ANEES & ANEES SHEIKH (old name), S/O LUKMAN SHEIKH, R/O JOYPUR, PANDUA, PO+PS PANDUA, HOOGHLY RURAL-712149, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHEKH ANEES (new name), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/01/2025, THAT ANEES & ANEES SHEIKH(old name) AND SHEKH ANEES(new name) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Monoranjan Ghosh (Old Name) S/O–Balaram Ghosh resident of Vill & Po-Karuigachhi, Ps-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741163 do hereby decrale that I have changed my name from Monoranjan Ghosh to Manoranjan Ghosh and hencefort I shall be known as Manoranjan Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/01/2025 . My name Manoranjan Ghosh & Monoranjan Ghosh both are same and one identical person.

কুম্ভমেলায় গিয়ে বেলাকোবার নিখোঁজ মহিলা ফিরলেন বাড়িতে, স্বস্তিতে পরিবার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ কুম্ভ স্নানে গিয়ে হুড়োহুড়ির মধ্যে পরিবারের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিল। তারপর ভিড়ের জনসমুদ্রে হারিয়ে যান। রাজগঞ্জের শিকারপুর অঞ্চলের বছর ৫৫ ওই মহিলা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বাড়িতে ফিরে এলে নিজে থেকেই। তুলে ধরলেন কুম্ভ মেলার ভয়ংকর অব্যবস্থার কথা। শুক্রবার সন্ধ্যায় পুলিশ সুপার জানান ওই মহিলা নিজে থেকেই বাড়িতে ফিরে এসেছেন। বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ি ওই মহিলাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসেন। এই ব্যাপারে ওই মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান স্নান করতে গিয়েছিলেন পরিবারের সঙ্গেই ছিলেন এমন সময় হুড়োহুড়ি। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় কাউকে খুঁজে না পেয়ে পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন ওই মহিলা কিন্তু তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এমনকি লাঠির পেটাও করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়াদের মধ্যে পড়াশোনার সামগ্রী বিতরণ করলেন মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার শিলিগুড়ি জংশন ভারতী হিন্দি বিদ্যালয়ের (উ.মা.) উদ্যোগে ২০২৫ - এর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হলো। শিলিগুড়ির মেয়র শ্রী গৌতম

দেব ওই মঞ্চ থেকে সবুজ সাথী প্রকল্পের অন্তর্গত বাই-সাইকেল প্রদান করলেন। তিনি জানালেন, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পড়াশোনার সামগ্রী অতি প্রয়োজনীয়। সবার সামর্থ্যের বাইরে চলে যায় বই-খাতা কেনা। সামনে পরীক্ষা ওদের কিছু অসুবিধা হতে পারে, এই ভেবেই ওদের হাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। সামনেই পরীক্ষা ওদের শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা জানাই , সবাই পরীক্ষা ভালো দিক। এছাড়াও আজকে সবুজ সাথীর সাইকেল তুলে দেওয়া হল। কারণ সবার পক্ষে রোজ রোজ ভাড়া করে আসা একেবারেই সম্ভব না। আমাদের দরকার আপনি থাকলে যাতে রোজ স্কুলে আসতে পারে। এই চেষ্টা আমরা করি। ভবিষ্যত ওদের যাতে উজ্জ্বল হয় এই চেষ্টাই করি জানালেন মেয়র গৌতম দেব। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পৌরসভার বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর এবং এমএমআইসিরা।

মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে পরিযায়ীরা, কারণ জানালেন বিশেষজ্ঞরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ তিস্তার পাড়ে নিস্তব্ধ প্রকৃতি! পরিযায়ী পাখিরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কয়েক বছর আগেও শীত এলেই তিস্তার পাড়ে দেখা মিলত পরিযায়ী পাখিদের ঝাঁক। আকাশে তাদের ওড়া-উড়ি, জলাশয়ে অবাধ বিচরণে মুখর হয়ে উঠত পরিবেশ। কিন্তু এখন দৃশ্য বদলেছে। দোমোহনী থেকে জলপাইগুড়ির জুবলী পার্ক সংলগ্ন এলাকায় আর দেখা যায় না সেই পরিচিত পাখিদের। স্থানীয় এক বাসিন্দা আক্ষেপ করে বলেন, আগে ভোর হতেই পাখির ডাকে ঘুম ভাঙত, এখন সব নিঃশব্দ। নদীর ধারে যে জলাশয়টায় একসময় দেশি-বিদেশি পাখিরা আসত, এখন সেটাও ফাঁকা পড়ে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর পিছনে রয়েছে দুটি বড় কারণ-প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মানুষের কর্মকাণ্ড। ২০২৩ সালে উত্তর সিকিমের দুর্যোগের কারণে তিস্তা নদীতে বিপুল পরিমাণ বালি ও বর্জ্য এসে পড়ে, বদলে যায় নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ। কোথাও কোথাও নদী শুকিয়ে গেছে, ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর অভাব দেখা দিয়েছে। যেগুলো পরিযায়ী পাখিদের প্রধান খাদ্য। অন্যদিকে, দখল হয়ে যাওয়া নদীর চরে শুরু হয়েছে চাষাবাদ, যেখানে লাগামহীনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক।

রাতের অন্ধকারে ভেঙে দেওয়া হয়েছে দোকানঘর, ধর্ণায় ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাতের অন্ধকারে ভেঙে দেওয়া হয়েছে দোকানঘর, শহর জুড়ে পৌরসভার ড্রেনের ওপর দোকান, শুধু আমাদের ওপর কেনো এই পদক্ষেপ । জলপাইগুড়ি পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের নয়া বস্তি মোড় এলাকায় বি এড কলেজ যাবার পথের ধারে নিকাশি নালার ওপর দীর্ঘ সময় ধরে পোল্ট্রি মুরগি বিক্রেতা দের অস্থায়ী দোকান

ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এরপূর্বে পৌরসভার পক্ষ থেকে শুধু মাত্র বি এড কলেজ যাবার পথের ধারে থাকা দোকান গুলোকে সরিয়ে নেবার কথা বলেছিলেন উক্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা জলপাইগুড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। এদিকে নিজেদের রুটি রুজি হারিয়ে ফেলা ব্যবসায়ীরা শনিবার সকালে হাতে প্লাকার্ড নিয়ে বিচার এবং ব্যাবসা করার জন্য বিকল্প জায়গার দাবিতে সরব হয়ে ধর্ণা অবস্থান শুরু করে। এই প্রসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী অভিষেক রায় বলেন, আমরা কোনো খারাপ কাজ করছি না , ব্যাবসা করে সংসার চালাচ্ছি, শহরের বিভিন্ন স্থানে পৌর সভার নিকাশি নালার ওপর বহাল তবিয়তে দোকান চলছে, তাহলে শুধুমাত্র আমার বা আমাদের ওপর এই জুলুম কেনো? আমরা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে দেখা করে কথা বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দেখা পাওয়া যায়নি। আজ আমরা চাই পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় আসুন আমরা আমাদের দাবি গুলো ওনাকে জানাতে চাই।

বিমা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সীমা ৭৪ থেকে বেড়ে ১০০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। সংসদে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। আর্থিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিমা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা ৭৪ থেকে বাড়িয়ে ১০০ শতাংশ করা হবে। এই সুযোগ পাবে সেই সব বিমা সংস্থা যারা প্রিমিয়াম বাবদ পাওয়া অর্থের সবটাই ভারতে বিনিয়োগ করবে। পেনশন ক্ষেত্রেও সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি নতুন মঞ্চ গড়ে তোলার কথা জানানো হয়েছে। কেওয়াইসি প্রক্রিয়াকে আরও সরল করে তুলতে এবছরই চালু করা হবে কেন্দ্রীয় কেওয়াইসি রেজিস্ট্রি। বাণিজ্যিক সংস্থার সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়াটিকেও সহজ-সরল ও দ্রুত করে তোলা হচ্ছে। বিদেশি বিনিয়োগের প্রসারে জোর দেওয়া হবে ‘ ডেভেলপ ইন্ডিয়া’ নীতিতে। এদিন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তরফে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে।

মোটরবাইকের বিকট শব্দের বিরুদ্ধে এবার কড়া পদক্ষেপ রানাঘাট পুলিশ জেলার ট্রাফিকের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্তমান সময়ে বহু বাইকার বা যুবকের একাংশকে দেখা যায় তারা যে কোম্পানির মোটরবাইক কেনে কোম্পানির দেওয়া সাইলেন্সর পাইপ পালটে নতুন সাইলেন্সর পাইপ লাগিয়ে বাইক চালায়, আর তা থেকে বেরোয় বিকট শব্দ! এবার এর বিরুদ্ধেও আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে দেখা গেলো নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার ট্রাফিকে। আর এমন ঘটনা যা আগে দেখা খুব কম গেছে। মূলতঃ দীর্ঘদিন ধরেই একটা চাপা অভিযোগ প্রশাসনের কাছে ছিলোই, সেটা হলো বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ নিজেদের মোটরবাইকের সাইলেন্সর পাইপ পালটে গাড়ির বিকট আওয়াজ বের করছে বা সুপার বাইক করে এত দ্রুত চালাচ্ছে সাথে গাড়ির বিকট আওয়াজের ফলে

মানুষের যেমন সমস্যা হচ্ছে তেমন হচ্ছে শব্দ দূষণ। এরই সাথে দুর্ঘটনারও ঝুঁকিতো থাকেই, আর সেটা আটকাতেই রাস্তায় নামলো এবার রানাঘাট পুলিশ জেলার ট্রাফিক। শুক্রবার সন্ধ্যার পরেই এ্যকসান মুডে নেমে পরতে দেখা গেলো প্রশাসনকে, যারা বিকট আওয়াজ সম্পূর্ণ বাইক নিয়ে রাস্তায় বেড়াচ্ছে তাদের ধরে ধরে সাইলেন্সর পাইপ খোলাচ্ছে রানাঘাট ট্রাফিক ওসি অলোক ভট্টাচার্য্য ও তার টিম। সাথে বড় সংখ্যার ফাইনও। আর শহররে বুকে নাগরিক পরিষেবায় এমনি বিরল ঘটনা সাক্ষী রইল রানাঘাটবাসী। যা আগে বাংলার মানুষ খুব কম দেখেছে বলেও বলতে শোনা যায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা বহু সাধারণ মানুষকেও। এই বিষয়ে পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজ আমাদের জানান যারা হিরো সাজার জন্য বাইকের সাইলেন্সর পাইপ পালটে বিকট আওয়াজে বাইক নিয়ে সুপার ম্যানের মত চলাফেরা করছেন তাদের হিরো থেকে জিরো করার জন্য আমাদের এই অভ্যিান চলবেই। এই বিকট আওয়াজের ফলে মানুষের ও পরিবেশের অনেক সমস্যা হচ্ছে এর এটার বিরুদ্ধেই আমাদের এই অভিযান চলবেই। তাই সকলে সাবধান করছি সাইলেন্সর পাইপ পাল্টে বা বাইক নিয়ে সুপার ম্যানের মত চলাফেরা বন্ধ করুন। তাতে সকলের ভালো হবে।

৫৮ বছর বাদে অসহায় বৃদ্ধার ভাঙ্গা ঘরে জ্বলে উঠলো আলো

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ অভাব যতই থাকুক বিদ্যুৎ বিহীন ভাবে বসবাস এখন বেনজির দৃষ্টান্ত! নদীয়ার শান্তিপুর পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষীতলা পাড়া এলাকার বৃদ্ধা কৃষ্ণা সরকার তার জীবনের ৫৮ বছরের এই প্রথম বৈদ্যুতিক আলো পেলেন নিজের ঘরে। বাবা ঈশ্বর মনোরঞ্জন সরকার অত্যন্ত অভাবী তাঁতি ছিলেন। এই স্বল্প রোজগারে কৃষ্ণা এবং রিক্তা দুই মেয়েকে কোনরকমে সামান্য পড়াশোনা শিখিয়ে বিয়ে দিতে সমর্থ্য হয়েছিলেন বড় মেয়ে রিক্তা কে। এরপর তিনি গত হন, প্রায় ২৫-৩০ বছর আগে স্ত্রী হেনা সরকারও মারা যান। এরপর থেকে কৃষ্ণা দেবী একাই থাকেন পৈত্রিক ভিটাতে। উপার্জন বলতে দু'চারটে ছাগল প্রতিপালন, আর

বর্তমানে লক্ষীর ভান্ডারের ভাতা হিসেবে প্রতিমাসে এক হাজার টাকা আর বিনামূল্যের সামান্য রেশন সামগ্রী। এই দিয়েই কোন মতে চলে একার সংসার, বাড়িঘর ভেঙে পড়ার উপক্রম হলেও সারানোর অর্থ নেই, শৌচালয়ের নেই দরজা। তবে সম্প্রতি শান্তিপুর পৌরসভার বিনামূল্যে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছানোর প্রকল্প পৌঁছেছে তার বাড়ি। কিন্তু বিদ্যুতের আবেদন করলেই তো আর হলো না দরকার সরঞ্জাম কেনা এবং সামান্য নগদ অর্থ জমা দেওয়া। বাড়ির পাশেই তৃণমূল কংগ্রেস নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত ঘোষ থাকেন। তিনি ওই এলাকাতে গত ২৮ জানুয়ারি ওরিয়ান্টাল একাডেমী তে বসা দুয়ারে সরকারে ওই বৃদ্ধার বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করিয়ে দেন। বিদ্যুৎ বিভাগ থেকেও বৃদ্ধার পরিস্থিতি খোঁজখবর নিয়ে খুশির আলোক প্রকল্পে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়ে মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এর মধ্যেই জয়ন্তবাবু নগদ অর্থ জমা দিয়ে সরঞ্জাম কিনে প্রস্তুত ছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে কর্মীরা এসে বৈদ্যুতিক সংযোগ করে দেন। অন্ধকার ঘুচে তাদের ছোটবেলার বর্তমানে বোনের ঘরে এই প্রথম জ্বলা আলো দেখতে হবিবপুরে বিবাহ হওয়া দিদি রিক্তা সেনও উপস্থিত হন। দিদি এবং বোন দুজনেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুয়ারে সরকার বিদ্যুৎ বিভাগ এবং তৃণমূল নেতৃত্ব জয়ন্ত বাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। তবে তারা শৌচাগার এবং একটি সরকারি আবাস যোজনার ঘর পাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

সরস্বতী দেবী বিসর্জনের জন্য সার্কুলার রেলওয়ে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য প্রশাসনের অনুরোধে, পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ বিভাগ পরের দিন ০৩.০২.২০২৫ (সোমবার), ০৪.০২.২০২৫ (মঙ্গলবার) এবং ০৫.০২.২০২৫ (বুধবার) বিকেল ৪.০০ টা থেকে ০৫.০০ টা পর্যন্ত সার্কুলার রেলওয়ে ট্রেন পরিষেবায় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী নির্ধারণ করেছেঃ সার্কুলার রেলওয়ে ইএমইউ লোকাল (৩০৩১২, ৩০৩১৪ এবং ৩০১২২) এর ০৩ (তিন) নম্বর ট্রেন কলকাতা স্টেশনে সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধ থাকবে এবং ০৩ (তিন) নম্বর ট্রেন চলবে। সার্কুলার রেলওয়ের EMU লোকাল (৩০৩৩১, ৩০১১১ এবং ৩০৩১৩) কলকাতা স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্তভাবে চলাচল করবে। সার্কুলার রেলওয়ের EMU লোকাল (৩০১৫৪ এবং ৩০১২৩) এর ১ (এক) জোড়া শিয়ালদহ (উত্তর) স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্তভাবে চলাচল করবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে চলাচল করবে। সার্কুলার রেলওয়ের EMU লোকাল (৩০৭১১ এবং ৩০৫৫২) এর ১ (এক) জোড়া বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্তভাবে চলাচল করবে। সার্কুলার রেলওয়ের EMU লোকাল (৩০১১২) এর ১ (এক) নম্বর বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্তভাবে চলাচল করবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে চলাচল করবে এবং সার্কুলার রেলওয়ের EMU লোকাল (৩০৩১৭) এর ১ (এক) নম্বর বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্তভাবে চলাচল করবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে চলাচল করবে এবং বালিগঞ্জ-কাঁকুড়গাছি হয়ে চলবে। ২ (দুই) নম্বর। সার্কুলার রেলওয়ের ইএমইউ লোকাল (৩০৪১৬ এবং ৩০৪৫১) বাতিল থাকবে। সার্কুলার রেলওয়ের ১ (এক) নম্বর ইএমইউ লোকাল (৩০৩৩২) কাঁকুড়গাছি রোড জংশন- বালিগঞ্জ রুট হয়ে মাঝেরহাটে যাবে। সার্কুলার রেলওয়ের ১ (এক) নম্বর ইএমইউ লোকাল (৩০৩৫৩) মাঝেরহাট থেকে ডাইভার্টেড রুট দিয়ে চলবে এবং ১ (এক) নম্বর সার্কুলার রেলওয়ের ইএমইউ লোকাল (৩০১৩৫) বালিগঞ্জ হয়ে ডাইভার্টেড রুট দিয়ে চলবে। ১ (এক) শিয়ালদহ - বারুইপুর স্পেশাল শিয়ালদহ থেকে সন্ধ্যা ৭.১০ টায় ছেড়ে যাবে এবং বালিগঞ্জ থেকে ৩০৪৫১ এর পথ এবং লিঙ্ক অনুসরণ করবে।

উত্তরবঙ্গের নিউ চ্যাংড়াবান্ধা স্টেশনে দাঁড়াবে পদাতিক এক্সপ্রেস! পর্যটকদের খুশির খবর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গের রেল যাত্রীদের জন্য বিরাট খবর! শুধুমাত্র সাধারণ যাত্রী নয়, পর্যটকদের জন্যেও সুখবর। পদাতিক এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে এবার থেকে দাঁড়াবে পদাতিক এক্সপ্রেস। উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের জন্য পদাতিক এক্সপ্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন। এই ট্রেনটির উপর নির্ভরশীল উত্তরবঙ্গের রেল যাত্রী থেকে পর্যটকেরা। নিয়মিত এই ট্রেনের চাহিদা থাকে যাত্রীদের মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরেই এই ট্রেনটির অতিরিক্ত আরও একটি স্টপেজের দাবি ছিল যাত্রীদের মধ্যে। রেল যাত্রীদের সুবিধার কথা ও চাহিদা বৃদ্ধি থাকায় রেলের পক্ষ থেকে জনপ্রিয় পদাতিক এক্সপ্রেস ট্রেনের আরো একটি নতুন স্টপেজ ঘোষণা করা হয়েছে রেলের পক্ষ থেকে। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে উত্তরবঙ্গের নিউ চ্যাংড়াবান্ধা স্টেশনে দাঁড়াবে পদাতিক এক্সপ্রেস। রেল সূত্রে জানা গেছে, ১২৩৭৭ / ১২৩৭৮ শিয়ালদহ নতুন আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস ট্রেনটি নিউ চ্যাংড়াবান্ধা স্টেশনে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে দাঁড়াবে। এই স্টেশনে ট্রেনটি উভয়দিক থেকে যাওয়ার সময় দুই মিনিট করে দাঁড়াবে। রেলের পক্ষ থেকে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন নিউ চ্যাংড়াবান্ধা। এতদিন এই স্টেশনে পদাতিক এক্সপ্রেসের স্টপেজ ছিল না। এতে করে স্থানীয় রেলযাত্রী থেকে পর্যটকদের কিছুটা হলেও সমস্যায় পড়তে হত। চাহিদা থাকাই ও বারবার যাত্রীদের পক্ষ থেকে দাবি তোলায় অবশেষে পদাতিক এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে নিউ চ্যাংড়াবান্ধা স্টেশনে। খুশি রেল যাত্রীরা।

শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের সরস্বতী পুজোয় এবার বিশেষ আকর্ষণ ‘মান্ডালা’

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাত পোহালেই সরস্বতী পুজো, আর সেই সরস্বতী পুজোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শহর শিলিগুড়ি জুড়ে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে জোড় প্রস্তুতি। ঠিক তেমনি একই ছবি উঠে এলো শিলিগুড়ি কমার্স কলেজেও। এদিন কমার্স কলেজে সকাল থেকেই কলেজ পড়ুয়ারা সরস্বতী পুজোকে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। যেহেতু রাত পোহালেই সরস্বতী পুজো সে কারণেই কমার্স কলেজ প্রাঙ্গনে চলে মন্ডপ তৈরির কাজ এবং আলোকসজ্জার কাজ। সন্ধ্যে নামতেই পড়ুয়ারা একত্রিত হয়ে মন্ডপ প্রাঙ্গণের সামনে ‘মান্ডালা’ তৈরীর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মূলত জানা যায়.গত বছরের মত এবছরও শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের বিশেষ আকর্ষণ মান্ডালা। মূলত হিন্দু শাস্ত্রের সাংস্কৃতিক দিককেই তুলে ধরা হবে এই মান্ডালার মধ্য দিয়ে। যে কারণে মান্ডালার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই করা হচ্ছে মন্ডপসজ্জা ও প্রতিমাসজ্জা। যা প্রত্যেক বারের মতো এবছরও কমার্স

কলেজের জন্য নজর কারতে চলেছে শহরবাসীর কাছে এমনটাই দাবি পড়ুযাদের। এছাড়াও পড়ুয়ারা জানান আগামী ২ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আজ সরস্বতী পুজো করা হবে, কমার্স কলেজ প্রাঙ্গনে। যার ফলে আজ সকাল থেকেই জোরকদমে চলছে তাদের প্রস্তুতি এবং প্রত্যেকবারের মতো তাদের এইবছর ব্যাপক সংখ্যক ভিড় হবে কলেজ প্রাঙ্গনে এমনটাই আশাবাদী কলেজ পড়ুয়ারা।

ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এর নতুন কমিশনার হলেন অজয় কুমার ঠাকুর

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এর নতুন কমিশনার হলেন অজয় কুমার ঠাকুর। এই পদে এতদিন ছিলেন আলোক রাজোরিয়া । তাঁকে রাজ্য পুলিশের ডি আইজি ট্রাফিক করা হলো। অন্যদিকে অজয় কুমার ঠাকুর এতদিন কারেকশনাল সার্ভিসের ডিআইজি ছিলেন। রাজ্য পুলিশের এস পি ট্রাফিক রাজ নারায়ন মুখার্জী কে স্টেট আর্ম পুলিশ ফোর্স এর কমান্ডেন্ট করা হলো। আজ পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে ।

কন্ট্রোল রুম চালু করেছে রাজ্য

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনার প্রেক্ষিতে এই রাজ্যের পুণ্যার্থীদের সহায়তা করতে রাজ্য সরকার একটি কন্ট্রোল রুম চালু করেছে। প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলায় গিয়ে যে কোন বিপদে পড়লে রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের ওই ২৪ ঘন্টার হেল্পলাইনে যোগাযোগ করা যাবে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। ০৩৩২২১৪-৩৫২৬ এবং ১০৭০ নিঃশুল্ক নাম্বার দুটিতে ঐ হেল্পলাইনে যোগাযোগ করা যাবে।

আধুনিক প্রযুক্তিতে আলু বীজ উৎপাদন শুরু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার নিজের জেলায় উৎপাদন হচ্ছে উন্নত আলু বীজ। জলপাইগুড়ির কৃষকদের আর ভিন রাজ্য থেকে আলু বীজ আনতে গিয়ে খরচের বোঝা বইতে হবে না। কৃষি দফতরের পরীক্ষামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে জেলার প্রতিটি ব্লকে এখন উৎপাদিত হচ্ছে উন্নত, রোগমুক্ত আলু বীজ। নেট হাউসের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে এই বীজ তৈরি করা হচ্ছে, যা কৃষকদের জন্য এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এতদিন কৃষকদের বাইরে থেকে আলু বীজ কিনতে হতো, যা ছিল খরচসাপেক্ষ এবং রোগ-বালাইয়ের ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এখন, সরকারের সহায়তায় আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজেদের জেলাতেই তৈরি হচ্ছে উন্নতমানের আলু বীজ। এতে একদিকে খরচ কমছে, অন্যদিকে ফলনও বাড়ছে। সবচেয়ে বড় বিষয়, এই বীজের মধ্যে কোনও রোগ নেই, ফলে কৃষকদের ক্ষতির আশঙ্কাও কম।

কুম্ভ থেকে ফিরেই হতবাক পরিবার

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ কুম্ভ মেলায় গিয়েছিলেন শিক্ষক। সেই সুযোগে বাড়িতে ঢুকলো চোরের দল। চুরি করার পাশাপাশি ফ্রিজে রাখা খাবারও হাত সাফ করলো তারা। ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট শহরের বড়রঘুনাথপুর এলাকায়। জানা গেছে বড় রঘুনাথপুর এলাকার বাসিন্দা সত্যম দত্ত গত ২৬ তারিখ তার পরিবারকে নিয়ে কুম্ভ মেলায় গিয়েছিলেন। শনিবার বাড়ি ফিরেই তার চক্ষু চড়ক গাছ। বাড়ি ফিরে শিক্ষক দেখেন চোরের দল এলসিডি টিভি প্রিন্টার সোনা গহনা টাকাসহ একাধিক জিনিস নিয়ে চম্পট দিয়েছে। সিসিটিভি অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখা হয়েছে। পাশের বাড়ির দরজা বাইরে থেকে লাগিয়ে অপারেশন চালিয়েছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শনিবার।

রেলের জমি দখলমুক্ত করার প্রকাশ্য বিরোধিতায় রাজনৈতিক দলগুলো

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ জবরদখল হঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল-কর্তৃপক্ষ। দখলকারীরা সরতে নারাজ। রাজনৈতিক দলগুলো দখলকারীদের পাশে। শনিবার তাঁদের মধ্যে দফার দফায় কথা হয় স্থানীয় স্তরে। ঘটনাস্থল খড়গপুরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পাঁচপীর এলাকার বস্তিতে। সেখানে প্রায.৮০০ পরিবারের বাস রয়েছে। অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সরিয়ে ফেলতে বৃহস্পতিবার বিকেলে রেল কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়েছে। জানিয়েছে, নির্দেশ না মানলে উচ্ছেদ করা হবে। রেল কর্তৃপক্ষের এই আচরণে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে। অভিযোগ, তাতেই ইন্ধন জোগাতে শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলো। কারণ, ভোট বড় বালাই। বস্তি এলাকায় গিয়ে খড়গপুরের প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা বিধায়ক প্রদীপ সরকার দখলদারদের আশ্বস্ত করেছেন। সঙ্গে ছিলেন ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রোহন দাস-সহ তৃণমূল নেতা, কর্মীরা। রেলের নোটিসও ছিঁড়ে ফেলা হযেছে। স্থানীয় বিজেপির কাউন্সিলর অনুশ্রী বেহেড়াও ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তিবাসীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। রেলের খড়্গপুর ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম তথা জনসংযোগ আধিকারিক অলোক কৃষ্ণা বললেন, রেল কোথাও উচ্ছেদের নোটিশ দেয়নি। কেবল রেলের জায়গায় বেআইনি নির্মাণ সরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে। অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে রেলের এটা অনেক আগের অবস্থান।

তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতার সূচনা

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার থেকে কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলনী কেন্দ্রে শুরু হল দশম রাজ্য তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। রাজ্যের ১৭ টি জেলার ৬২০ জন প্রতিযোগী ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন তাইকোন্ডো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদক গ্র্যান্ডমাস্টার কিমি আর জগতিয়ানি। এছাড়া ছিলেন কোরিয়ান গ্র্যান্ড মাস্টার শিওংকুক জিযং, মাস্টার এল এম সিং, আয়োজক বেঙ্গল অ্যামেচার তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক গ্র্যান্ড মাস্টার রূপকমল নন্দী প্রমুখ। রবিবার পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলবে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীরা জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে জানান রূপকমল। প্রতিযোগিতা ঘিরে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

Office of the Pradhan, Haturia-II Gram Panchayat
Under Bagnan-I Development Block, Dist.:- Howrah
Has invited E-tender Notice. List of Tender Notice:- **1) NIT No:-WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT-069/15 th CFC (Tied)/2024-25 Sl. No:-01 to 03, Dated:-31/01/2025, 2) NIT No:-WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT-070/15 th CFC(Untied)/2024-25 Sl. No:-01, Dated:-31/01/2025**
Bid submission date:- **01/02/2025 at 10:30 AM** and End of Bid Submission:- **08/02/2025 at 01:00 PM.** Date of Opening Technical Bid:- **10/02/2025 at 1.05 PM**. And The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Haturia-II Gram Panchayat

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : P.O.Jagatdal, 24 Parganas (North), West Bengal-743125
Phones: (033) 2581-2038/25812757
Fax: 2581-3795
Email : ail@aucklandjute.com
Website : www.aucklandjute.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 14th day of February, 2025 at the Corporate Office of the Company at 5, Middleton Street, Kolkata-700071 inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the third quarter and nine months ended on 31st December, 2024, amongst other businesses.
Further as per the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 & Code of Conduct framed thereunder, the Company has closed the trading window w.e.f. January 01, 2025 for all designated persons (as defined in the code) of the Company which shall remain closed till the closure of 48 hours after the announcement/ declaration of Unaudited Financial Results of the Company for the third quarter and nine months ended on 31st December, 2024.
For Auckland International Limited
Place: Kolkata
Date : 01.02.2025
Sd/-
Sangeeta Ghose
Company Secretary

যশমান দীপক লিমিটেড
কর্পোরেট পরিচয় নম্বরঃ
L67120WB1975PLC029901
নিবন্ধিত অফিসঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট প্রথম তলা কলাকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৭
ইমেইলঃ yashmandeepakltd@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.yashmandeepak.com
যোগাযোগের নম্বর ৮৭৩৭৮৪০৪৭৫
নোটিশ
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭-এর সাথে পঠিত রেগুলেশন ২৯ অনুসারে যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা **সোমবার ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানির প্রশাসনিক অফিস ৪৯ এমআইজি, রতন লাল নগর, কানপুর -২০৮০২২। দুপুর ২.৩০ এ ৩১ ডিসেম্বর শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদন করতে।
বোর্ডের আদেশানুসারে
যশমান দীপক লিমিটেডের পক্ষে এবং পক্ষে
স্থানঃ কানপুর স্বা /-(তালিব) কোম্পানি সচিব
তারিখঃ ০১.০২.২০২৫ মেম নংঃ ৭৪৮৯৫

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE
1.**E-Tender No. WB/HWH/UNPUR/NIET-16/EO/24-25**, Dt-31/01/2025 for 04 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity & Corrigendum Notice for **Tender ID-2025_ZPHD_809909_1 to 2025_ZPHD_809909_4**.
2. E-Tender No.- **WB/HWH/UNPUR/NIET-17/EO/24-25**, Dt-31/01/2025 for 06 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. **Tender ID-2025_ZPHD_810097_1 to 2025_ZPHD_810097_6**. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

DASGHARA (1) GRAM PANCHAYET
VILL- Rajipur (Nelorpar), P.O- Kananadi,
P.S.- Dhaniakhali, Dist.– Hooghly.
Ph- 03213-258361, Email ID: dasghara1gp@gmail.com
Notice Inviting Tender No: WB/HG/DNK/DAS-1/NIT-03/2024-25
Tender Id- 2025_ZPHD_810287_1
Memo No. 59/Dasghara-I/2024-25 Date: 01/02/2025
Notice inviting E-tender are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed Contractors for Construction of Market Complex near Dedhara. FUND: 5 th SFC. TIME OF COMPLETION OF WORK.(DAYS): 90 Days. Documents download start date & time(Online) **01/02/2025 at 5:30 PM**. Bid proposal submission start date & time from **02/02/2024 at 10:30 AM up to 15/02/2025 at 04:30 PM**. Bid opening Date & time for Technical Proposal **19/02/2025 at 09:15 AM**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Prodhan
Dasghara 1 Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়া। ক্রমিক নং. ১, ই-টেন্ডার নংঃ ৩৩১_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/বাজারসৌ-এর শাখায় কিমি ১৩১/০০০ থেকে ১৭৫/০০০ পর্যন্ত (কাটোয়া-আজিমগঞ্জ) পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৪১,২৪,০৪৭.৮৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,২০,৬০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, ই-টেন্ডার নংঃ ৩৩২_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে এসএসই (পি.ওয়ে)/আজিমগঞ্জের শাখায় কিমি ১৭৫/০০০ থেকে ১৮১/০০০ পর্যন্ত (কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা), ০২/২৩০ থেকে ৪৩/৭৪০ পর্যন্ত (আজিমগঞ্জ-নলহাটি) পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,২৫,৫০,২৩১.১৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,১২,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস (ক্রমিক নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২১.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-581/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডার্বি জিতে শিল্ডের আরও কাছে গেল মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার আইএসএলে মহামেডান-মোহনবাগান ফিরতি ডার্বি ছিল। চার গোলে মহমেডানকে হারিয়ে দিল মোহনবাগান। দু'দলের হাতে গোনা কিছু সমর্থক এসেছিলেন অনুশীলন মাঠে। আসলে লিগ টেবিলে দুই দলের অবস্থানই এই পরিবেশের জন্য দায়ী। একটা দল লিগ টেবিলের শীর্ষস্থানে। অন্যদলের অবস্থান একেবারে শেষে। দুই দলের মধ্যে ২৯ পয়েন্টের ব্যবধান। তার উপর মহামেডানে রয়েছে একাধিক অভ্যন্তরীণ সমস্যা। ডার্বির আগেই কোচ ছুটি নিয়ে দেশে চলে গিয়েছেন। ফুটবলাররাও বেতন সমস্যার মুখোমুখি। যদিও সাদা-কালো কর্তারা বৃহস্পতিবারই সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, ফুটবলারদের বেতন সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়েছেন। আর মোহনবাগান, দু'ম্যাচ ড্র করার পর গত ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে জিতে ফের স্বমহিমায়। প্রথম লেগে এই ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছিলেন গ্রেগ স্টুয়ার্টরা। মহামেডান অনুশীলন মাঠে দাঁড়িয়েই মহামেডান ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাস বলছিলেন, পচা শামুকেও পা কাটে কিন্তু। সামনে নবাগত বিদেশি স্ট্রাইকার মার্ক আগেই সামারবাক অনুশীলন করছিলেন। কিছুক্ষণ আগেই দলের সহকারী কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু সাংবাদিক সম্মেলনে বলে গিয়েছিলেন, মার্ক ফিট, এই ম্যাচ খেলার জন্য তৈরি। প্রথম একাদশে না নামলেও তাঁকে যে ডার্বিতে নামাবেনই, তা একপ্রকার নিশ্চিত। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি যদি দারুণ কিছু করে দেখাতে পারেন। পাশের মাঠে তখন মনবীর, লিস্টনদের দুই উইং দিয়ে বারবার বক্সের মধ্যে সেন্টার করাচ্ছিলেন মোলিনা। সেই সেন্টার ধরে গোলে শট নিচ্ছিলেন জেসন কামিংস, দিমিত্রি পেত্রাতোসরা। বিশাল কাইথকে পরাস্ত করে একের পর এক শট জালে জড়াচ্ছিলেন মোহনবাগান আক্রমণভাগের ফুটবলাররা। বোঝাই যাচ্ছিল, পয়েন্টের তফাত নিয়ে এতটুকু মাথাব্যথা নেই সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের। বরং এই ম্যাচটা জিততে লিগ শিল্ডের আরও কাছে পৌঁছে যাবেন তারা। তাই এই সুযোগটা হারাতে চাইছেন না কামিংসরা। এদিন আরেকটা খবর খুশি করতে পারে মহামেডান সমর্থকদের। ডার্বির চব্বিশ ঘণ্টা আগে দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে দেখা গেল না মোহনবাগানের রক্ষণের নির্ভরযোগ্য আলবার্তো রডরিগেজকে। তিনি ও অনিরুদ্ধ থাপা সাইডলাইনে ফিজিওর কাছে অনুশীলন করলেন। স্বাভাবিকভাবে এই দুই ফুটবলারকে পাওয়া যাবে না শনিবার। আলবার্তোর না থাকাটার ফায়দা তুলতে পারবে কি আলেক্সিসরা? সেটা অবশ্য সময় বলবে। মোহনবাগান কোচ মোলিনার দর্শন হল, খুব বেশি দূরে তিনি তাকান না। সমর্থক, ফুটবলাররা লিগ শিল্ড নিয়ে যতই আশাবাদী হোন না কেন, মহামেডান ম্যাচের আগে মোলিনা বলছেন, এটা ঠিক যে আমরা সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে রয়েছি। তা সত্ত্বেও বলছি লিগ শিল্ড এখনও অনেক দূরে।

আপাতত আমাদের ফোকাস

ক্যারিবিয়ানরা হোয়াইটওয়াশ করল বাংলাদেশকে

সেন্ট কিটস, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ সেন্ট কিটসে শেষ টি-২০ তে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ৩ ম্যাচের সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে জিতে ক্যারিবিয়ানরা হোয়াইটওয়াশড করল বাংলাদেশকে। শনিবার ভোরে শেষ হওয়া ম্যাচে ২০ ওভারে বাংলাদেশ তুলেছিল মাত্র ১০৪ রান। ক্যারিবিয়ানরা ম্যাচ জিতে যায় ৯ বল বাকি রেখে, ১৮.৩ ওভারে ১০৫৫ করে। প্লেয়ার অব দা ম্যাচ হয়েছেন ক্যারিবিয়ানদের জেনেলিয়া গ্লাসগো। আর প্লেয়ার অব দা সিরিজ হয়েছেন ড্রেন্ড্রা ডটিন।

সচিন তেন্ডুলকর ছাড়া শনিবার যারা বর্ষসেরা পুরস্কার পাচ্ছেন

মুম্বই, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার বিসিসিআইয়ের আজীবন সম্মাননা পুরস্কার পান ভারতের সর্বকালের সফলতম আন্তর্জাতিক ব্যাটসম্যান সচিন তেন্ডুলকর।

এই স্বীকৃতির কেতাবি নাম ' সিকে নাইডু লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড।' বিসিসিআইয়ের বার্ষিক অ্যাওয়ার্ড আয়োজনে শনিবার এই পুরস্কার গ্রহণ করেন তেন্ডুলকর। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ তিনিই। আর অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল বর্ষসেরা ক্রিকেটাররা।

সচিন তেন্ডুলকর ছাড়া বর্ষসেরা তালিকায় যারা আছেন- জাসপ্রিত বুমরাহ ছেলেদের ক্রিকেটে বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার ' উমরিগার ট্রফি' পাচ্ছেন জাসপ্রিত বুমরাহ। কয়েকদিন আগে আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটারের খেতাব জিতেছেন এই ফাস্ট বোলার। স্মৃতি মান্ধানাঃ ভারতের বর্ষসেরা মহিলা ক্রিকেটারের পুরস্কার পাচ্ছেন স্মৃতি মান্ধানা। বাঁ-হাতি এই ওপেনার আইসিসি অ্যাওয়ার্ডে জিতেছিলেন বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটারের খেতাব। সব সংস্করণ মিলিয়ে ভারতের সেরা ব্যাটার ছিলেন তিনি গত বছর। রবিচন্দ্রন অশ্বিন ভারতীয় ক্রিকেটে অবদানের জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে সদ্য অবসর নেওয়া রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। ২০১১ সালে টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেকের পর এক যুগের বেশি সময় ধরে দুর্দান্ত ধারাবাহিকতায় ভারতের টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় সফলতম বোলার তিনি। দেশের মাঠে টেস্ট ক্রিকেটে ১২ বছর ধরে ভারতের ১৮টি সিরিজে অপরাজেয় থাকার পেছনে মূল কারিগরদের একজন ছিলেন এই অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার। সারফারাজ খানঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেরা অভিষেকের পুরস্কারটি পাচ্ছেন সারফারাজ খান। গত ফেব্রুয়ারিতে অভিষেকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে রাজকোটে দুই ইনিংসেই আগ্রাসী ফিফটি উপহার দিয়েছিলেন মুম্বইয়ের ব্যাটসম্যান। আশা সোভানাঃ মহিলা ক্রিকেটে সেরা আন্তর্জাতিক অভিষেকের জন্য পুরস্কৃত হবেন আশা সোভানা। গত জুনে ওয়ানডে অভিষেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২১ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন এই অফ স্পিনার। দীপ্তি শর্মাঃ ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ উইকেটের জন্য একটি ট্রফি পাবেন অফ স্পিনার দীপ্তি শর্মা। তানুশ কোটিয়ানঃ ঘরোয়া ক্রিকেটে সেরা পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি পাচ্ছেন তানুশ কোটিয়ান। গত মরসুমে মুম্বইয়ের রঞ্জি ট্রফি জয়ে এই অফ স্পিনিং অলরাউন্ডারের ছিল বিরাট অবদান। ১০ ম্যাচ ৫০২ রান করার পাশাপাশি ২৯ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। অশ্বিনের অবসরের পর বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির ভারতীয় দলেও ২৬ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডারকে নেওয়া হয়েছিল।

শ্বাসকষ্ট নিয়েও সাঁতারে সোনা জয় সৌবৃতির, ভারত্তোলনে রুপো শ্রাবণীর

১ ফেব্রুয়ারি ঃ দু'জনই কিছুদিন আগে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন নিজের বিভাগে। কিন্তু চলতি জাতীয় গেমসে বদলে গিয়েছে

একজনের পদকের রং। সাঁতারের ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে সোনা ধরে রাখলেন বাংলার সৌবৃতি মণ্ডল। তবে ভারোত্তোলনের ৫৫ কেজি ক্যাটেগরিতে রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল শ্রাবণী দাসকে। তবে হাওড়ার দুই কন্যারই পাখির চোখ এখন এশিয়ান গেমস। আগামী বছরের এই মেগা ইভেন্টের যোগ্যতা অর্জন করা ছাড়া আর কিছু ভাবছেন না তাঁরা।

চলতি জাতীয় গেমসের তৃতীয় দিনে এসে প্রথম সোনাটা পেল বাংলা। আনলেন ২৩ বছরের সৌবৃতি। বছর দেড়েক আগে গোয়ায় জাতীয় গেমসে ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে রুপো পেয়েছিলেন সালকিয়ার এই তরুণী। এবার পদকের রং সোনালি করার পথে ২ মিনিট ২৪ সেকেন্ড সময় লাগল তাঁর। যদিও সৌবৃতির সেরা সময় ২ মিনিট ২১ সেকেন্ড। তবে সেটা আরও অন্তত তিন সেকেন্ড কমিয়ে ফেলাই লক্ষ্য তাঁর। কারণ এশিয়ান গেমসের যোগ্য হতে সেটা করতেই হবে। উত্তরাখণ্ড থেকে ফোনে বলছিলেন, এর আগে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছি। এবার জাতীয় গেমসেও জিতলাম। ভালো লাগছে। তবে আমাকে আরও পরিশ্রম করতে হবে। আগামী এক বছরের মধ্যে সময়টা ২ মিনিট ১৮ সেকেন্ডে নামিয়ে আনতে হবে। কারণ এবার আমার লক্ষ্য এশিয়ান গেমসের দলে জায়গা করে নেওয়া।

অবশ্য উত্তরাখণ্ডে পদক জয়ের জন্যও বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়েছে সৌবৃতিকে। কারণ ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বড় চ্যালেঞ্জ ছিল তাঁর কাছে। বলছিলেন, আমি দিল্লিতে ইন্ডোর পুলে অনুশীলন করি। সেখানে হিটার থাকে। কিন্তু এখানে সেই ব্যবস্থা থাকবে কি না, স্পষ্ট ছিল না। সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের পাহানি, ঠান্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াও ছিল চ্যালেঞ্জ। সেজন্য দিল্লিতে ঠান্ডার মধ্যে বাইরে থাকতাম। পরিস্থিতিটা কী হতে পারে, তা ভিসুয়ালাইজ করার চেষ্টা করতাম। সঙ্গে সংযোজন, তাছাড়া আমার শ্বাসকষ্ট, সাইনাসের সমস্যা আছে। ফলে আমার জন্য চ্যালেঞ্জটা আরও বেশি ছিল। এখানে আসার পর থেকেই শ্বাসকষ্ট আর কাশি হচ্ছে। আজকে তা নিয়েই পুলে নেমেছিলাম। কিন্তু সেসব সমস্যাও ঠেকাতে পারেনি ইনকাম ট্যাক্সে কর্মরত এই বঙ্গকন্যাকে।

শেষ ওভারের লড়াইয়ে ভারতের সিরিজ এবং ম্যাচ জয়

পুণে, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে ভারতের ১৮২ রানের জবাব দিতে গিয়ে ইংল্যান্ড শুরুটা ভালই করেছিল। দুই ওপেনার মিলে পাওয়ারপ্লেতে যোগ করেন ৬২ রান। কিন্তু দুর্দান্ত শুরুর পরেও সিরিজ হার এড়াতে পারল না জস বাটলারের দল। হারশিত রানা এবং রবি বিষ্ণোইদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে শেষ ওভারে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ নিশ্চিত করেছে ভারত। পুণেতে শুক্রবার রাতে সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ১৫ রানে হারিয়েছে ভারত। এই জয়ে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ এক ম্যাচ হাতে রেখেই নিশ্চিত করে ফেলল সূর্যকুমার যাদবের দল। টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি ভারতের। দ্বিতীয় ওভারে দলীয় ১২ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে বসে স্বাগতিকরা। একই ওভারে সানজু স্যামসন, তিলক ভার্মা এবং সুর্যকুমার যাদবকে ফিরিয়েছেন সাকিব মাহমুদ। শুরুর ধাক্কার সামলে ব্যাট হাতে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন রিঙ্কু সিং এবং অভিষেক শর্মা। ২৯ রান করে দলীয় ৫৭ রানে ফেরেন অভিষেক। ৩০ রান করে ফেরেন রিঙ্কু। এরপর ষষ্ঠ উইকেটে বড় জুটি গড়েন হার্দিক পান্ডিয়া এবং শিভম দুবে। ৮৭ রানের এই জুটিতেই বড় সংগ্রহের ভিত পায় ভারত। ৪-৪ ও ৪ -৬ -এ ৩০ বলে ৫৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন হার্দিক পান্ডিয়া। আর ৩৪ বলে ৫৩ রান করে শেষ বলে যখন রান আউট হন তরুণ এই অলরাউন্ডার, ১৮১ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস।

'রাজপুত্র' নেইমারকে বরণ সান্তোসের

১ ফেব্রুয়ার ঃ 'দ্য প্রিন্স ইজ ব্যাক' নেইমারের ফেরা নিয়ে সান্তোসের মূল স্লোগান এটি। ভিলা বেলমিরোয় খুব বড় একটা ইলেকট্রনিক ব্যানারেও লেখা কথাটি। আর দর্শকদের হাতে ধরা ব্যানারেও যেটা বিক্রি হয়েছে ১০ রিয়ালে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সাহায্যে গ্রাফিতিও আঁকা হয়েছে স্টেডিয়ামের বাইরে-

নেইমারের মাথায় মুকুট। সান্তোস শহরে এটা মোটেও ছোট কোনো বিষয় নয়। যে শহরে পেলেই শেষ কথা, সেখানে ফিরে এসেছেন রাজপুত্র, অন্য অর্থে নতুন ' নেইমার! কালো ক্যাপ, কালো গেঞ্জি পরা নেইমার ছয় মাসের চুক্তিপত্রে সইয়ের পরই আনুষ্ঠানিকভাবে সান্তোস শহর এবং ক্লাবটির রাজাই হয়ে গেলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে 'দ্য প্রিন্স ইজ ব্যাক' নামে একটি ভিডিও ছেড়েছিল সান্তোস। এর আগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে পেলের কণ্ঠস্বরে নেইমারকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে একটি ভিডিও ছাড়া হয়েছিল। সেটারই দ্বিতীয় সংস্করণে প্রয়াত কিংবদন্তির প্রতি নেইমারকে বলতে শোনা যায়, 'কিং পেলে, আপনার ইচ্ছা আমার জন্য নির্দেশ। সিংহাসন ও মুকুট আপনারই আছে। কারণ, আপনি চিরকালীন। কিন্তু পবিত্র ১০ নম্বর জার্সিটা পরা হবে সম্মানের, যেটা সান্তোস এবং এই পৃথিবীর জন্য অনেক কিছু। আপনার রেখে যাওয়া লিগ্যাসিকে সম্মান দিতে আমি সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।' সান্তোস আয়োজনের কমতি রাখেনি। সবারই জানা ছিল, সৌদি আরবে আল হিলালের পাট চুকিয়ে শৈশবের ক্লাব ব্রাজিলের সান্তোসে ফিরছেন নেইমার। তাঁর জন্য স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে একটি কনসার্টও আয়োজন করেছিল ব্রাজিলের শীর্ষ লিগের ক্লাবটি। বৃষ্টির মধ্যেই ভিলা বেলমিরোর গ্যালারিতেও ঠাঁই নিয়েছিলেন প্রায় ২০ হাজার দর্শক। স্টেডিয়ামের বাইরেও ছিল ভি।।
গতকাল রাতে প্রায় তিন ঘণ্টার এ অনুষ্ঠানে পা রাখার আগে ব্রাজিলের স্থানীয় সময় সকালে সাও পাওলোয় অবতরণ করে নেইমারের ব্যক্তিগত বিমান। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে হেলিকপ্টারে করে সান্তোসে ফিরেছেন ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। মাঠের মাঝে মঞ্চ সাজানোই ছিল। বৃষ্টির মধ্যেই মঞ্চে উঠেছেন নেইমার। দর্শকদের প্রতি হাত নেড়েছেন। ঘরের ছেলেকে দর্শকেরাও বরণ করেছেন স্লোগানসূচক অভ্যর্থনায়। মাটিতে মাথা ও হাত নুইয়ে নিজের বিখ্যাত গোল উদ্‌যাপন ভঙ্গিমার পর সান্তোসের মাটিতে চুমুও খেয়েছেন। 'নেইমার মিথ'-এর জন্ম তো ভিলা বেলমিরোর ওই মাটিতেই। নেইমার সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতেই দর্শকেরা তাঁর পায়ে ড্রিবলিং দেখতে চেয়েছিলেন। উত্তরে নেইমার বলেছেন, 'তিনি খুবই সুখি। এখানে দারুণ সময় কেটেছে। সামনে তেমন সময় আরও আছে। (ড্রিবল করতে) সাহসের অভাব হবে না।' নেইমারের চুক্তি নিয়ে সান্তোসের সহসভাপতি ফার্নান্দো বোনাভিদেস ক্যানাল স্পোরটিভিকে বলেছেন, 'এই চুক্তিপত্র প্রাথমিকভাবে ছয় মাসের। কিন্তু তাকে ধরে রাখতে আমরা সব রকম চেষ্টাই করব। আমরা যেটা চাইছি, সে যেন আগামী বিশ্বকাপ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকে।' ২০২৬ বিশ্বকাপ? ব্রাজিলের জার্সিতে এটাই নেইমারের শেষ সুযোগ। সে জন্য ব্রাজিলের জার্সিতে ফিরতে হবে আগে। দরকার ছিল নিয়মিত ম্যাচ খেলার, যেটা আল হিলালে হচ্ছিল না। সান্তোসে সেই সুযোগ পাবেন নেইমার। বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বলেছেন, ' জাতীয় দলে ফিরতে চাই। অর্জনের জন্য এখনো একটি (বিশ্বকাপ) মিশন বাকি আছে, যেটা আমার শেষ সুযোগ বলে মনে করি। যা-ই হোক না কেন, আমি এটার পেছনে ছুটব।' সংবাদ সম্মেলনে সান্তোসে ফেরার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন নেইমার, 'কিছু সিদ্ধান্ত থাকে, যেটা ফুটবলীয় চুক্তির বাইরে। আল হিলালে ভালোই ছিলাম। পরিবার ভালো ছিল। কিন্তু কিছু ঘটনায় সিদ্ধান্তটি নিতেই হলো। অনুশীলনে নিজেকে অসুখী লাগছিল। ফেরার সুযোগটা পেয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার ভাবিনি।' ফেরার পর কেমন লাগছে, সেটাও বলেছেন নেইমার, পা রাখার পর থেকেই মনে হচ্ছে, ১৭ বছর বয়সে ফিরে গেছি। খুব ভালো লাগছে এবং খেলার জন্য মুখিয়ে আছি।' সান্তোসের বয়সভিত্তিক দলে বো।ওঠা নেইমারের। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত খেলেছেন ক্লাবটির মূল দলে। এরপর ইউরোপযাত্রা। প্রথমে বার্সেলোনা এরপর পিএসজি হয়ে দেড় বছর আগে সৌদি আরবের আল হিলালে। তবে ব্রাজিল ছাড়ার সাড়ে ১১ বছর পর আবারও সান্তোসে ফিরে নেইমার যেন ক্যারিয়ারের চক্রই পূরণ করলেন। এর মধ্যে অনেকবার চোটে পড়েছেন। মৌসুমে নিয়মিত মাঠেও নামতে পারেননি। আগের সেই ধার আছে কি না, সান্তোস ঠিক নিশ্চিত না হলেও ঘরের ছেলেকে সেই আগের মতো হৃদয় দিয়েই বরণ করে নিয়েছেন ক্লাবটির সমর্থকেরা। পার্থক্য একটাই, প্রথম দফায় খেলেছেন ১১ নম্বর জার্সিতে, এবার ১০ নম্বর। সেই জার্সিতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নেইমার ফটোসেশনও করলেন। অপেক্ষা এখন একটাই, মাঠে ফিরবেন কবে? গত বছর নভেম্বরে আল হিলালের হয়ে ম্যাচে চোট পাওয়ার পর আর মাঠে নামা হয়নি তাঁর। সংবাদ সম্মেলনে নেইমার জানিয়েছেন, শারীরিকভাবে আগের চেয়ে ভালো বোধ করলেও এখনো ' শতাংশ' ফিরে পাননি। ক্যাম্পেওনাতো পলিস্তায় আগামী বুধবার বোটাফোগোর মুখোমুখি হবে সান্তোস। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ' জানিয়েছে, এই ম্যাচে সান্তোসের হয়ে দ্বিতীয় দফায় অভিষেকের সম্ভাবনা আছে নেইমারের।

নজরে ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজন! কেন্দ্রীয় বাজেটে 'খেলো ইন্ডিয়া'য় বাড়ল বরাদ্দ

১ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় বাজেটে 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থ বৃদ্ধি করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। মূলত তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভা তুলে আনা ও তাদের বিকাশ এই প্রকল্পের আওতায় চলে। অন্যদিকে ২০৩৬-র অলিম্পিক আয়োজনের কথা বারবার বলছে মোদি সরকার। সেখানে 'খোলো ইন্ডিয়া'র বরাদ্দ বৃদ্ধি সেই দিকে তাকিয়েই বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে 'কোলো ইন্ডিয়া'র জন্য মোট ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যা গত অর্থবর্ষের থেকে ২০০ কোটি টাকা বেশি। সব মিলিয়ে যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রকের জন্য ৩৭৯৪.৩০ কোটি টাকার বাজেট ধার্য করা হয়েছে। যা গত অর্থবর্ষের থেকে ৩৫১.৯৮ কোটি টাকা বেশি। যদিও চলতি বছরে অলিম্পিক, কমনওয়েলথ বা এশিয়ান গেমসের মতো কোনও বড় প্রতিযোগিতা নেই। আর তাতে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, এই বরাদ্দ বৃদ্ধি ২০৩৬-র অলিম্পিকের দিকে তাকিয়ে। দিন কয়েক আগে জাতীয় গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও ফের অলিম্পিক আয়োজন নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার মধ্যে নীরজ চোপড়া বা মনু ভাকেরের মতো অ্যাথলিট তুলে আনার জন্য প্রতি বছর ধীরে ধীরে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। অবশ্য বিরোধী মতও আছে। গত অর্থ বর্ষে ক্রীড়া বাজেটে মাত্র ৪৫.৩৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সেখানে এবার বাজেটে বরাদ্দ আরও হয়তো বৃদ্ধি করা হবে, এমনটা মনে করা হয়েছিল। আবার জাতীয় ক্রী।। ফেডারেশনের জন্য ৩৪০ কোটি টাকা থেকে বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে ৪০০ কোটি টাকায়। অর্থা বরাদ্দ বে।ছে মাত্র ৬০ কোটি টাকা। তাছাড়া গত দশ বছরের বাজেটে প্রতিবারই বরাদ্দ অর্থ বাড়ানো হয়েছে। ফলে এবারের ঘোষণার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই বলে মনে করছেন অনেকে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তিন সপ্তাহ আগে ভাঙল ঘুম! সবার শেষে দল ঘোষণা পাকিস্তানের

১ ফেব্রুয়ারি ঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হতে আর তিন সপ্তাহ বাকি। সব দেশই ইতিমধ্যে দল ঘোষণা করে দিয়েছে। অবশেষে দল ঘোষণা করল পাকিস্তান। নেতৃত্ব দেবেন মহম্মদ রিজওয়ানই। চোটের জন্য বাদ প।ছেন ওপেনার সাইম আয়ুব। দলে ফিরলেন ' নায়ক' ফখর জামান। এর বাইরে ব।স। চমক নেই পাকিস্তান দলে। এর আগে প্রাথমিক দলে রাখা হয়নি চোট পাওয়া সাইম আয়ুবকে। অনুমান করা হয়েছিল, ফিট হলে ১৫ জনের দলে ঢুকে প।তে পারেন তিনি। সেটা অবশ্য হল না। এই নিয়ে পাকিস্তানের নির্বাচক কমিটির আসাদ শাফিক বলেন, আমরা বুঝতে পারছি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো টুর্নামেঃেট খেলার জন্য ও কতটা আগ্রহী ছিল। এরকম সুযোগ হাতছা।। হলে খারাপ লাগবেই। বিশেষ করে কেউ যদি ভালো ফর্মে থাকে। তবে এটাও ঠিক যে ও আমাদের দলের সম্পদ। ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা কোনও তা।হুা। করতে রাজি নই। অন্যদিকে ফখর জামান ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে নায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অধিনায়কত্ব বিতর্কে বাবর আজমের পাশে দাঁড়ানোয় পাকিস্তানের কেঃদ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছিলেন ফখর। অবশেষে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফিরলেন সেই ' নায়ক'। যাকে নিয়ে পাক বোর্ডের বক্তব্য, ফখরের সঙ্গে বাবর বা সউদ শাকিল ওপেন করতে পারে। সেটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে। পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ করাচিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তারপরই ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাক মহারণ।

বিদায়ী ইনিংসে একটাও ক্যাচ জমা পড়ল না ঋদ্ধির দস্তানায় ম্যাচ শেষে অবশ্য সতীর্থদের কাঁধে চেপে মাঠ ছাড়লেন সুপারম্যান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ ঋদ্ধিমান সাহার শেষ ম্যাচকে স্মরণীয় করে রাখলেন বাংলার ক্রিকেটাররা। রনজি অভিযান শেষ হয়ে গেলেও ইডেনে পাঞ্জাবকে উড়িয়ে দিল বঙ্গ ব্রিগেড। সুপারম্যানের শেষ ম্যাচে নায়ক হলেন তরুণ তুর্কি সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। সেঞ্চুরির পাশাপাশি আট উইকেট নিয়ে তিনিই ম্যাচের নায়ক। দ্বিতীয় দিনের শেষেই জয়ের গন্ধ পেয়েছিল বাংলা। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে বড় রানের লিড পাওয়ার পর বিপক্ষের ব্যাটিং লাইন আপ গুঁড়িয়ে দেন সুরজরা। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ৬৪ রানে ধুঁকছিল পাঞ্জাবের ব্যাটিং লাইন আপ। শনিবার সকালে বাকি সাতটি উইকেটও দ্রুত তুলে নেন বঙ্গ পেসাররা। প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও চার উইকেট পেয়েছেন সুরজ। শেষ পর্যন্ত এক ইনিংস এবং ১৯ রানে জয় পেয়েছে বাংলা। পাঞ্জাব ম্যাচ জিতে ঋদ্ধিকে ফেয়ারওয়েল দিতে চেয়েছিল বঙ্গ শিবির। বিদায়ী ম্যাচে একটাও রান করতে পারেননি ঋদ্ধি। তবে সুরজের দুরন্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ভর করে সহজেই জিতে গেল বাংলা। তৃতীয় দিনে মাত্র এক সেশনের মধ্যেই বিপক্ষের সাত উইকেট তুলে নিলেন সুমিত মহান্তরা। তিন উইকেট গিয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

জোড়া উইকেট পেয়েছেন মহম্মদ কাইফ। বাংলার আগুনে বোলিংয়ের সামনে মাত্র ১৩৯ রান শেষ হয়ে যায় পাঞ্জাব। সর্বোচ্চ ৩১ রান এসেছে পাঞ্জাব অধিনায়ক ময়ঙ্ক মার্কান্ডের ব্যাট থেকে। ক্রিকেটার হিসাবে জীবনের শেষ দিনটা উইকেটের পিছনে কাটালেন ঋদ্ধি। গোটা কেরিয়ারে একের পর এক কঠিন ক্যাচ নিয়েছিলেন। তার জন্য ' উপাধিও পেয়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীদের থেকে। কিন্তু বিদায়ী ইনিংসে একটাও ক্যাচ জমা পড়ল না ঋদ্ধির দস্তানায়। ম্যাচ শেষে অবশ্য সতীর্থদের কাঁধে চেপে মাঠ ছাড়লেন সুপারম্যান।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com